INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT.

DECEMBER 18, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Monday the 18th December, 1967.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker, in the Chair. Chief Minister, four Ministers, Deputy Speaker, Deputy Minister and twenty five members.

Mr. Speaker :— To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned.

Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder :— Question No. 270.

Shri S .L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, question No. 270.

QUESTION.

(ক) ১৯৬৭ ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ৪ঠা জুন পর্য্যন্ত সদর মহকুমায় কোন ব্যক্তি নিখোঁজ, ডাকাতি ও খুন হইয়াছে কি না ;

(খ) যদি হইয়া থাকে ইহার সংখ্যা কত ;

(গ) ঐ প্রকার কার্য্যে জড়িত ব্যক্তির মধ্যে কতজনকে সরকার সনাক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন ;

(ঘ) এইরূপ ডাকাতি ও খুন হওয়ার কারণ সম্পর্কে সরকার কি ধারণা করেন ?

ANSWER

(ক) হাঁ।

(খ) নিখোঁজ— ১ জন।
ডাকাতি— ৯টি।
খুন — ৪ জন।

(গ) প্রশ্নটির অর্থ পরিষ্কার নহে। "সনাক্ত" শব্দ দ্বারা "গ্রেপ্তার" বুঝান হইয়া থাকিলে সর্বমোট ৫৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

(ঘ) ডাকাতিগুলি অন্যায় লাভের জন্য এবং খুন গুলির মধ্যে একটি জমি সংক্রান্ত বিরোধ মূলে, একটি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলে, একটি ব্যক্তিগত আক্রোশমূলে এবং চতুর্থটা নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে সংঘটিত হইয়াছে, বলিয়া সরকার ধারণা করেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— যে ব্যক্তিটি খুন হয়েছে, এই খুনের মধ্যে কোন রাজনৈতিক কারণ আছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— রাজনৈতিক কারণ থাকতে পারে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— যারা যারা খুন হয়েছে তাদের নাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :— Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— Question No. 139.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— Mr. Speaker, Sir, question No. 139.

Question.	Answer.
1) Whether any amount have been surrendered from the budget of the Housing Loan in 1966-67 ;	Yes.
2) If. so, the total amount of money surrendered and the reasons thereof—	Rs. 50,000/-. Due to non-fulfilment of terms and conditions by the beneficiaries.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ১৯৬৬-৬৭ তে বাজেটে যে টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে সেই বছরে কতগুলি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে এবং তার মধ্যে কতটা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি প্রাপ্ত দরখাস্তগুলির মধ্যে কতটা রিজেক্ট করা হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :— Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :— Question No. 307.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— Mr. Speaker, Sir, question No. 307.

Question

(১) ত্রিপুরা পাক সীমান্তে গত এক বছর কত গরু, বলদ, মহিষ চুরি হইয়াছে তাহার বিভাগ হিসাব ;

(২) কত চোর ধরা পড়িয়াছে এবং কয়জনের শাস্তি হইয়াছে ;

(৩) চুরি বন্ধ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন

Answer

১। ১-৬-৬৬ইং তারিখ হইতে ৩১-৫-৬৭ইং তারিখ পর্য্যন্ত এই এক বৎসরে ৫৮৮ গরু, বলদ, মহিষ ইত্যাদি সীমান্ত এলাকা হইতে চুরি হইয়া পাকিস্তানে পাচার হইয়াছে।

কোন্ কোন্ মহকুমা হইতে কত গরু বাছুর চুরি হইয়াছে তাহার সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :—

সদর মহকুমা	—	৩৮০
খোয়াই	—	১০
কৈলাসহর	—	২
ধর্ম্মনগর	—	৫০
সোনামুড়া	—	৮৫
বিলোনীয়া	—	৪০
সাব্রুম	—	২১
		৫৮৮

২। ১৬ জন লোককে গ্রেফতার করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ১৩ জনের শাস্তি হইয়াছে, ২ জন বিচারাধীনে আছে এবং ১ জনের বিরুদ্ধে পুলিশী তদন্ত চলিতেছে।

৩। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও সীমান্তবর্ত্তী থানার পুলিশ বাহিনী সীমান্তে ; বিশেষ করিয়া উপদ্রুত অঞ্চলগুলোতে গরু বাছুর চুরি বন্ধ করিবার জন্য কড়া পাহাড়া অব্যাহত রাখিয়াছে। অধিকন্তু, পাকিস্তানী দুষ্কৃতকারীদের দমন করিবার জন্য সীমান্তবর্ত্তী গ্রামগুলিতে গ্রাম্য রক্ষী বাহিনী গঠিত হইতেছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি মোহনবাড়ী গ্রামবাসীরা যে গরু চোর ধরে দিয়েছিল তাদিগকে কোন শাস্তি দেওয়া হয় নাই কেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে বলা হয়েছে যে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৩ জনের শাস্তি হয়েছে, ২ জন বিচারাধীন আছে, একজনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সমস্ত বি, ও, পি ক্যাম্পগুলির সামনে গরু চুরি করা হয় সেই সমস্ত বি, ও, পি, ক্যাম্পগুলির সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—পুলিশ থানা থাকে, তা সত্বেও চুরি হয় এবং সেজন্য আমি আগেই বলেছি আমরা সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সংগঠন করেছি এবং পুলিশ থানায় আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনী থাকা সত্বেও প্রতিদিন গরু চুরি হচ্ছে বর্ডার এলাকাগুলিতে, এই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা করছেন ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে সেই সীমান্ত রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে, সীমান্ত বাহিনী রাখা হয়েছে।

শ্রীকমলজিৎ সিংহ :—যে ১৩ জনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে কোন পাক নাগরি ক আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—সরকার পক্ষ থেকে গরু পাচার বন্ধ করার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে কি গরু পাচার বন্ধ হচ্ছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কিছু কিছু হয়েছে বলে সরকার মনে করেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—এই গরু পাচার বন্ধ করার জন্য পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে ত্রিপুরার সরকার কোন আলোচনা করেছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :–নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—309.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— Mr. Speaker, Sir, question No. 309.

Qustion

(1) ত্রিপুরা পাক সীমান্তে গত এক বৎসরে কতটি পাক হামলা হইয়াছে ?

(2) গত ২৩শে মে কলকলিয়ায় (সদর) একটি পাক হামলা সম্পর্কে সরকার কি কৃষ্ণনগর বি, ও, পির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাইয়াছেন ?

(3) যদি পাইয়া থাকেন উহা কি ধরণের।

(4) ঐ অভিযোগ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে?

ANSWER

(1) গত এক বৎসরে (১৯৬৬ইং সনে) পাকিস্থানীরা ২০০ (দুইশত) বার ত্রিপুরা সীমান্তে হামলা চালাইয়াছে।

(2) (3) (4) গত ২৩শে মে সকাল প্রায় ৯॥ ঘটিকায় সদর মহকুমার গোপালনগর গ্রাম নিবাসী ভারতীয় নাগরিক জগবন্ধু নমঃ কতিপয় ভারতীয় নাগরিক সহ কলকলিয়া গ্রামে তাহার জমি চাষ করিতে যান। যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি কৃষ্ণনগর সীমান্ত চৌকির ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু সীমান্ত চৌকির ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক তাহাদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। জগবন্ধু নমঃ তাহার জমিতে পেঁীছিয়া তাহার লোকজনদের জমি চাষের জন্য নিযুক্ত করেন। এমন সময় একদল পাকিস্থানী দুর্বৃত্ত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া শ্রীহট্ট জিলার মাধবপুর থানার শিয়ালুরী গ্রামের ফাত্নমিঞা এবং মতালিবের নেতৃত্বে ভারতীয় সীমানায় প্রবেশ করিয়া চাষ কার্য্যেরত ভারতীয় নাগরিক অখিল শীলকে মারধর করে। অখিল শীল মারাত্মকভাবে আহত হন। দক্ষিণারঞ্জন চক্রবর্ত্তী নামে অপর একজন ভারতীয় নাগরিক ও পাকিস্থানী দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক আহত হন। ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া পূর্ব্ব পাকিস্থান সরকারের নিকট একটি তীব্র প্রতিবাদ পত্র পাঠান হইয়াছে। ত্রিপুরার জেলা শাসক ও ত্রিপুরার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আঞ্চলিক সেনাধ্যক্ষ ও পাকিস্থানী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবাদপত্র পাঠাইয়াছে।

ভারতীয় সীমান্ত চৌকির কর্ম্মচারীরা ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করায় ত্রিপুরার বিধান সভার সদস্য শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা ত্রিপুরার এস্ পি'র নিকট একটি অভিযোগপত্র পাঠাইয়াছেন। ভারতীয় সীমান্ত চৌকির সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করা হইয়াছে।

সাপ্লীমেণ্টারী (৩০৯) :—

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা :—কলকলিয়াঘাটে যে সমস্ত কৃষক জমি চাষ করে তারা যাতে নিরাপদে জমি চাষ করতে পারে তার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন?

শ্রী এস, এল; সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নোত্তরের সব কিছু নিহিত আছে যে, ত্রিপুরার জেলাশাসক ও ত্রিপুরার সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর আঞ্চলিক সেনাধ্যক্ষ পাকিস্তানী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবাদপত্র পাঠাইয়াছে। ভারতীয় সীমান্ত চৌকির কর্ম্মচারীরা ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করায় ত্রিপুরার বিধানভার সদস্য শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা

ত্রিপুরার এস, পির নিকট একটি অভিযোগপত্র পাঠাইয়াছেন। ভারতীয় সীমান্ত চৌকির সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করা হইয়াছে। সরকার সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ইদানীং বিলোনীয়া বিভাগের রাজনগর এলাকায় কৃষকের জমি পাকিস্তান থেকে লোক এসে জোর করে কেটে নিয়ে গেছে, পুলিশ থাকা সত্বেও কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে, ২০০শত বার হামলা হইয়াছে, তার জন্য সীমান্তরক্ষী বাহিনী রাখা হয়েছে এবং সেখানে আরও লোক নিয়োগ করা হইবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী রাজকুমার কমলজিত সিং।

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :— Question No. 350

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, Starred Question No. 350

Question	Answer
1. How many motor vehicles have so far been registered in Tripura.	2653
2. Out of these registered vehicles how many are heavy, light and Taxi ?	Heavy—528 light—895 Taxi—350

Supplementary :—

শ্রী রাজকুমার কমলজিত সিং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, সবগুলি গাড়ী চালু অবস্থায় আছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রী রাজকুমার কমলজিত সিং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, কোন্ কোন্ গাড়ীকে হেভি এবং কোন্ কোন্ গাড়ীকে লাইট ধরা হয় এবং কিসের ভিত্তিতে ধরা হয় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— ওয়েটের ভিত্তিতে হেভি এবং লাইট ধরা হয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— যেসব গাড়ী ত্রিপুরার বাইরে বিক্রী করা হয়, সেইসব রেজিষ্ট্রেশান নাম্বার বাদ দেওয়া হয় কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি নোটীশ চাই স্যার।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :— এইসব গাড়ীর সংখ্যা কত ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাশ।

শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬০।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬০।

Question

(ক) ইহা কি সত্য যে হালাহালী বাজার বর্ত্তমানে ৭ (সাত) গণ্ডা জায়গার উপর চালু আছে ;

(খ) যদি সত্য না হইয়া থাকে তবে কতকাণি, কত গণ্ডা জায়গার উপর বাজার চালু আছে— চতুঃপার্শ্বের সীমানা সহ ;

(গ) আর যদি সত্য হইয়া থাকে তবে হালাহালী বাজারের উন্নয়নের কোন প্রকল্প সরকারের আছে কিনা অর্থাৎ Shift করার ইচ্ছা মাননীয় সরকারের আছে কিনা ;

(ঘ) ১৯৬৫-৬৬ সনেও ১৯৬৬-৬৭ সনে ইজারাদার কর্ত্তৃক ঐ বাজার কত টাকা ডাকা হইয়াছিল ? ১৯৬৫-৬৬ইংর টাকা বাকী পড়িয়াছে কি ?

Answer

(ক) না ;

(খ) ২·১৮ একর তন্মধ্যে ০·১৪ একর খাস বক্রী ২·০৪ একর জোত জমি।— খাসের ভূমির সীমানা :—

উঃ—রাস্তা, দঃ—জোত জমি, পূঃ—নদীর চড়, পঃ—দোকান ভিটি।

জোত জমির সীমানা :— উঃ—শুধাংশু নন্দি গং, দঃ—খাস জমি, পূঃ—নদীর চর, পঃ—ধীরেন্দ্র দাস ও কমলপুর আমবাসা রাস্তা।

(গ) প্রশ্ন উঠে না।

(ঘ) ১৯৬৫-৬৬ ইং সনে ৪৯৫০ টাকা

১৯৬৬-৬৭ইং সনে ৩০০০ টাকা

১৯৬৫-৬৬ইং সনে ২০৩৫ টাকা বাকী পরিয়াছে।

Mr. Speaker :— Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :— Question No. 527.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, Starred Question No. 527.

QUESTION	ANSWER
(a) How many search warrants were issued in the whole of Tripura for seizure of paddy under levy or illegal stocks during the year 1967 and what quantities seized ?	
(b) how many cases were registered in connection with the seizure of the paddy in question ;	Information is under collection.
(c) according to which provision of the law the search warrants had been issued for the purpose of seizure and had there been any cognizance taken before the issue of search warrants ?	

Mr. Speaker :— Shri Promode Rn. Das Gupta.

Shri P. R. Das Gupta :— Question No. 544.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker Sir, Starred Question No. 544.

Question

a) Total quantity of food stuff received by the Tripura wholesale Consumers' Cooperative Society Ltd., from the Buffer Stock under Food Deptt., in 1967 (upto October, 1967);

(b) Total quantity of Food Stuff distributed to the Co-operative Societies for sale in 1967 (upto October, 1967):

(c) Whether any individual party has been given the Food Stuff from the Tripura Wholesale Consumers' Co-operative Society Ltd., for sale in 1967 (upto October, 1967) ?

Answer—

(a) Total quantity of food stuff lifted by the Tripura Wholesale Consumers' Co-operative Stores Ltd.. upto October, 1967, is as follows ;—

(i)	Mustard oil.	—	—	1,63,200 Kg.
(ii)	Masur Dal.	—	—	2,00,800 Kg.
(iii)	Mug Dal.	—	—	70,000 Kg.
(iv)	Salt.	—	—	1,72,275 Kg.

(b) Total quantity of food Stuff distributed to the Co-operative Societies for sale upto October, 1967, is as under :—

(i)	Mustard oil	—	—	1,30,032 Kg.
(ii)	Masur Dal.	—	—	1,25,732½ Kg.
(iii)	Mug Dal.	—	—	42,200 Kg,
(iv)	Salt.	—	—	1,35,900 Kg.

(c) No.

সাপ্লামেণ্টারী :—

শ্রীপি. আর. দাশগুপ্ত :—যে ফুড স্টাফ ইস্যু করা হয়েছে কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে, সেই সব কি বিক্রী হয়ে গেছে না ব্যালেন্স আছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই এখানে বলা হয়েছে যে মাষ্টার্ড অয়েল রিসিভ করেছে, ১,৬৩,২০০ কে.জি, তার মধ্যে ডিষ্ট্রিবিউট করা হয়েছে ১,৩০,০৩২ কে. জি., মুসুর ডাল ছিল ২,০০,৮০০ কে. জি, তার মধ্যে ডিষ্ট্রিবিউট করা হয়েছে ১,২৫,৭৩২½ কে. জি, মুগ ডাল ডিষ্ট্রিবিউটকরা হয়েছে ৪২,২০০ কে. জি., সল্ট ডিষ্ট্রিবিউট করা হয়েছে ১,৩৫,৯০০ ইত্যাদি।

শ্রীপি. আর. দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যে কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে এইগুলি ডিষ্ট্রিবিউট করার জন্য দেওয়া হয়েছিল, সেই কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলিতে ব্যালেন্স আছে কিনা না এনটায়ার এ্যামাউন্ট বিক্রী হয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

অভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, কোন্ কোন্ কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে এইগুলি বিলি করার জন্য দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :--আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীপি. আর. দাশগুপ্ত :—আমার একটা প্রশ্ন ছিল নাম্বার ৩' কোন ইনডিভিজুয়েল পার্টিকে দেওয়া হয়েছিল কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—উত্তরে বলাই হয়েছে স্যার 'নো'।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী:—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬০২ ।

শ্রীএস. এল, সিংহ :—মিঃ স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ৬০২ ।

প্রশ্ন

(১) বিলোনীয়া পশ্চিম পাহাড় অঞ্চল (ওযেষ্ট হিল) কতজন এক্স সার্ভিসম্যানকে চাষের জমি দেওয়া হইয়াছে এবং কোন সময়ে এ জমি বিলি করা হইয়াছে ?

(২) মোট কত একর জমি বিলি করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে উহা কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

(১) বিলোনীয়ার পশ্চিম পাহাড় অঞ্চলে চাষের জন্য কোন জমি প্রাক্তন সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করা হয় নাই।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী এসাদ আলী চৌধুরী।

শ্রীএসাদ আলী চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬০৯।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মিঃ স্পীকার স্যার স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬০৯ ।

প্রশ্ন

(১) খাদ্যের ও অন্যান্য বিভিন্ন দাবীতে ত্রিপুরায় এই পর্য্যন্ত ১৯৬৬-৬৭ সনে কতগুলি হরতাল ও ঘেরাওএর ঘটনা ঘটিয়াছে, ইহাতে ত্রিপুরা সরকারের কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে ?

(১) ১৯৬৬-৬৭ সনে (১৯৬৬ ইং এপ্রিল হইতে ১৯৬৭ ইং মার্চ্চ পর্য্যন্ত) কোন রকম ঘেরাও ত্রিপুরাতে সংঘটিত হয় নাই, তবে নিম্নলিখিত তারিখে খাদ্যের ও অন্যান্য দাবীতে হরতাল পালিত হইয়াছিল।

স্থানের নাম	তারিখ
(১) আগরতলা সহর	১৭.৬.৬৬, ২৯.৮.৬৬ ও ১৩.১২.৬৬ ইং
(২) বিশালগড় বাজার	২২.৬.৬৬ ইং
(৩) বিলোনীয়া বাজার	৭.৭.৬৬ ইং
(৪) সদর বিভাগের মোহনপুর বাজার	৭.৭.৬৬ ইং
(৫) কৈলাসহর	৯.৭.৬৬ ইং
(৬) কৈলাসহরের অন্তর্গত কাঞ্চনবাড়ী বাজার	১১.৭.৬৬ ইং
(৭) সিধাই থানার অন্তর্গত বড়কাটাল	১১.৭.৬৬ ইং
(৮) সোনামুড়া সাবডিভিসনের অন্তর্গত নিদয়া বাজার।	১৮.৯.৬৬ ইং

ঘেরাও ও হরতালের ফলে সরকারের কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না।

সাপ্লীমেণ্টারী :—

শ্রীএসাদ আলীচৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, বিলোনীয়ায় একজন এস, ডি, ও, কে যে আটক করে রাখা হয়েছিল, সেটা ঘেরাও না হরতাল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ইহা আইনএর ব্যাপার কোনটা ঘেরাও এবং কোনটা হরতাল। ১৯৬৭ সালে যে সমস্ত হরতাল বিশালগড়, বিলোনীয়া, সোনামুড়ায় পালিত হইয়াছিল তার কথা এখানে বলা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩৬।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩৬।

QUESTION

ক) বিগত ১২।৯।৬৭ইং তারিখে একদল লোকদ্বারা রাণীর বাজার—জিরাণীয়া ব্লক এড্‌হক কংগ্রেস কমিটীর অফিস ও তৎসংলগ্ন বাড়ীটী আক্রান্ত হইয়াছিল কি ?

খ) এবং ঐ বিষয় কি পুলিশের গোচরীভূত করা হইয়াছে কি ;

গ) যদি ক ও খ সত্য হয় তাহা হইলে অপরাধী ব্যক্তিদের কতজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছেন ;

ঘ) গ্রেপ্তার না হইলে ইহার কারণ কি ?

ANSWER

ক) থানায় এজাহার মূলে এইরূপ প্রকাশ পায়।

খ) হঁা।

গ) একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Ch. Deb Barma.

Shri Aghore Ch. Deb Barma :—Question No. 316

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 316.

QUESTION

1. Whether the Chief Secretary, Government of Tripura is entitled to use any Govt. car for coming to and going back from office ;
2. If not, under what capacity he uses T. R. A.—351 for the said purpose ?

ANSWER

1. No.
2. Does not arise, as the Chief Secretary does not use any car bearing

No. TRA—351

Mr. Speaker .—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Question No. 372

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Mr. Speaker, Sir question No. 372.

QUESTION

১। ডিফেন্স ফাণ্ডের জন্য ত্রিপুরার বিভিন্ন বিভাগ (Sub-division) হইতে আজ পর্য্যন্ত মোট কত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে তাহার বিভাগ-ভিত্তিক হিসাব ;

২। যাহাদের নিকট হইতে এই অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেককে রসিদ দেওয়া হইয়াছে কি না ;

৩। যদি রসিদ দেওয়া হইয়া থাকে তবে উহা কাহার স্বাক্ষরিত রসিদ ;

৪। ডিফেন্স ফাণ্ডের সংগৃহীত অর্থ কোন ব্যক্তি বা সংগঠন যদি এখনো সরকারের হাতে অর্পণ না করিয়া থাকেন তবে সেই ব্যক্তি এবং সংগঠনের নাম ও টাকার পরিমাণ ?

ANSWER

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন বিভাগ হইতে ডিফেন্স ফাণ্ডে আজ পর্য্যন্ত মোট ৫, ৭১, ৭১১ টাকা ৩৩ পয়সা সংগৃহীত হইয়াছে। বিভাগ-ভিত্তিক আদায়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

	টাকা পয়সা
(ক) ধর্ম্মনগর—	৩৪,৫৪৬·২৮
(খ) কৈলাসহর—	২৯,৯৮০·১০
(গ) কমলপুর—	২৩,২৭৫·৮৪
(ঘ) খোয়াই—	১১,৩৭৫·৫৪
(ঙ) সদর—	৩,০৪,২৪৭·৯৮
(চ) সোনামুড়া—	২৭,১৮৮·৪৫

(ছ)	উদয়পুর—	৭০,০০১·০০
(জ)	অমরপুর—	১৯,২১১·৬১
(ঝ)	বিলোনীয়া—	৪১,৯০৯·৭৮
(ঞ)	সাবরুম	৯,৯৭৪·৭৫
		মোট :—৫,৭১,৭১১·৩৩

২। হঁ্যা, ইহাই রীতি।

৩। অনুমোদিত আদায়কারীগণ উক্ত রসিদে স্বাক্ষর করিয়া থাকেন।

৪। এমন কোন সংবাদ সরকার অবগত নহেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ডিফেন্স ফাণ্ডের জন্য যে স্বর্ণ সংগৃহীত হয়েছিল তার মধ্যে কি স্বর্ণের মূল্য ধরা হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— অর্থ বলিতে যাহা বুঝায় সবই এখানে ধরা হয়েছে।

শ্রী এরসাদ আলি চৌধুরী :— এই ডিফেন্স ফাণ্ডের টাকাটা অডিট হয়েছিল কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এটা ওয়ার অফিস বা ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্ট করবেন যদি প্রয়োজন পড়ে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে গ্রাম হতে যে-সমস্ত টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানে অধিকাংশ জায়গায় রসিদ দেওয়া হয় নাই কেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— সরকার ইহা অবগত নহেন।

Mr. Speaker :— Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :— Question No. 332.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) : – Mr. Speaker, Sir, question No. 332.

প্রশ্ন

(১) সোনামুড়া এবং ত্রিপুরার অন্যান্য বিভাগে ১৯৬৭ সালে এ পর্য্যন্ত কতজন সুপারী পাকিস্তানে চালান করার ব্যাপারে ধরা পড়িয়াছে,

(২) এই ধরণের সুপারী পাচারের বিরুদ্ধে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

১। ১৯৬৭ ইং সালে (৩১শে মে পর্য্যন্ত) সোনামুড়ায় ৬ জন, বিলোনীয়ায় ১ জন এবং ধর্ম্মনগরে ১ জনকে পাকিস্তানে সুপারী পাচার করার জন্যে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২। সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং সীমান্তবর্ত্তী থানার পুলিশ বাহিনী জিনিষপত্রের অবৈধ পাচার বন্ধ করার জন্য সীমান্তে প্রহরা দৃঢ় করিয়াছে।

Mr. Speaker :— Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :— Question No. 430.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— Mr. Speaker: Sir, question No. 430.

Question.	Answer
1. Is it a fact that settlement have been given to some ex-servicemen at Paschim Noabadi under Sadar Division ;	Yes.
2. If so, how many families have been settled and how much land allotted to each family ;	130 families of ex-servicemen have been allotted land. Each family has four acres of land.
3. Have they been given possession of the allotted land with proper demarcation ;	The Survey & Settlement Department have demarcated the plots properly in presence of the allottees.
4. If not, why ?	Does not arise.

শ্রীরাজ কুমার কমলজিত সিং :— ঐ জায়গার কতজন পরিবারকে সেটেল করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল ?

শ্রী এস, এস, সিংহ :—১৩০টি একস্ সার্ভিস মেন এর ফ্যামিলিকে, প্রত্যেক ফ্যামিলিকে ৪ একর করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং—যাদিগকে অ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে তাদের অনেকেই পজেশান পায় নাই, ইহা কি সত্য ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—যা রিপোর্ট আমার কাছে আছে তাই আমি পড়ে শুনালাম।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যেসমস্ত জায়গা তাদের দেওয়া হয়েছিল সেই সমস্ত জায়গা থেকে তাদের উচ্ছেদ করে ভূমিহীনদের দেওয়া হচ্ছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— প্রথমে কথা হল খাস জমি না থাকলে ডিমারকেশন করা যায় না আর তা না হলে রিকুজিশন করতে হয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে কতগুলি ভূমিহীন কৃষক যারা অনেক দিন যাবত এই জমি চাষাবাদ করে আসছে তাদের উচ্ছেদ করে দিয়ে এক্স-মিলিটারীদের ঐ সমস্ত জায়গাতে বসানো হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে খাস ল্যাণ্ডে আমরা এক্স-মিলিটারীদের বসিয়েছি, প্রত্যেক ফ্যামিলিকে ৪ একর করে দিয়েছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে ঐ জায়গায় কতজন আন-অথরাইজড্ ওকুপেনটস্ আছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri P. R. Das Gupta :—Question No. 551.

Shri S, L. Singh Mr. Speaker Sir, Starred Question No. 551.

QUESTION

1) Total No. of Ration cards under Sadar Division in 1967 (upto October, 1967) ;
2) total quantity of rice and atta required to serve the issued Ration cards in 1967 (upto October 1967);
3) total quantity of rice and atta actually issued to the Fair Price Shop in 1967 (upto October. 1967).
4) if the issued quantities are less than the actual requirements against cards, the reason thereof in 1967 (upto October; 1967)

QUESTIONS & ANSWERS

ANSWER

1). 71,143 nos.

1). Rice—12,958 M. T.
Wheat/Atta—14,466 M. T.

3). Rice—12,678 M. T.
Wheat/Atta—7,755 M. T.

4). The reasons for supply of less quantity of foodgrains to Fair Pice Shops than the actual requirement against cards are as follows :—

(a) Supply of foodgrains to fair price shops is dependent upon the stocks with the dealers who place indent within the celling of the week/monthly quota fixed for individual fair price shops after taking into account the quantum of undisposed stock lying at individual shops at the month/week end.

(b) Indent of individual fair price shops as again dependeut upon the demands of the ration cards holders who draw less immediatly after harvest of Aman and such cards when open market price of rice remains favourable.

সাপ্লীমেণ্টারী :—

শ্রী পি,আর, দাশগুপ্ত :—এই যে ১২ হাজার মেট্রিক টন চাউল এবং সাত হাজার টন আটা রেশনশপগুলি সাপ্লাই নিয়েছে এবং এই কম সাপ্লাই নেওয়ার জন্য যে কারণ এখানে দেখানো হয়েছে যে ডীলার্সরা নেয়নি, আমি জিজ্ঞাসা করছি, যে সব ডীলার্সরা এইসব চাউল এবং হুইটস না নিয়ে বাজারের মধ্যে কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি করছে, তাদের বিরুদ্ধে কোন স্টেপ নেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি যে—
Supply of foodgrains to fair price shops is dependant upon the stocks with the dealers who place indent within the ceiling of the weekly/monthly quota fixed for individual fair price shops after taking into account the quantum of undisposed stock lying at individual shops at the month/week end

List of individual fair price shops is again dependant upon the demands of the ration card holders who draw less immediately after harvest of Aman and Aush crops when open market price of rice remains favourable.

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—একথা কি সত্য নয় যে ১৯৬৭ সালে ৫০ টাকার কম কোনখানে প্রাইস যায় নাই ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একথা সত্য নহে।

শ্রীপি, আর, দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করছি যে সদরের কোন কোন জায়গায় ১৯৬৭ সালে ৫০ টাকার কম প্রাইস গিয়েছিল ?

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইহা ব্যাপক অর্থে বলা হয়েছে এবং সেই ভাবেই আমি বলেছি। সদরে ৫০ টাকার কম কোথাও হয় নাই।

শ্রী পি, আর, দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার প্রশ্নে ছিল—number of ration cards under Sadar Division etc. পরের কোয়েশ্চানগুলিও সদর সম্বন্ধেই করা হয়েছে, অতএব আমি সদর সম্বন্ধেই প্রশ্ন করছি।

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ :— সদর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে ৫০ টাকা প্রাইস ছিল।

শ্রীপি, আর দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মারফত জিজ্ঞাসা করছি, এমন কোন রেশান সপ আছে কিনা যে তার কার্ড অনুসারে যা চাউল ও আটা প্রয়োজন তার চেয়ে সে কম পরিমাণ আটা ও রাইস নিয়েছে, যদিও উইক এণ্ড এ্যাকাউনটসে তার গো-ডাউনে কিছুই ছিল না।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রী পি, আর, দাশগুপ্ত :—যদি এইসব রেশন সপের নাম দেওয়া যায়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করবেন কি না ?

শ্রীএস, এল. সিংহ :—আমি বলছি, আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপি, আর, দাশগুপ্ত :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে উইক এণ্ডে কোন মাল গো-ডাউনে নেই, যে কোন কারণে এইসব রেশন সপ যে পরিমান মাল তার এ্যাকাউন্টে নেবার অধিকারী, যদি সে পরিমাণ মাল কোন রেশন সপ না নিয়ে থাকে, এইরকম রেশনসপের সম্বন্ধে যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যথাবিহিত স্টেপ নেবেন কি না ?

শ্রী এস, এস, লিংহ :—এইরকম রেশন সপ যদি থাকে, মাননীয় সদস্যরা তার নাম দিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যের প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি এনকোয়েরীতে পাওয়া যায় তাহলে যথাবিহিত স্টেপ নেবেন কি না ?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এইরকম রেশন সপ আছে, আমি যদি তাদের নাম দিতে পারি তাহলে তাদের বিরুদ্ধে স্টেপ নেওয়া হবে কি না, তার পজিটিভ রিপ্লাই আমি চাই। কারণ তারা বাজারে কৃত্রিম ভাবে মুল্য বৃদ্ধি করছে।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যাহা বলেছেন ইহা আমি বিশ্বাস করি না। কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি করার জন্য ব্যবসায়ীরা ছিল, জোতদাররা ছিল, মজুতদাররা ছিল, তাদের একটা ব্যাপক মজুতের দরুণ মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মজুতদার এবং ব্যবসায়ীরা মজুত করার দরুণ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে—ইহা ঠিক। কিন্তু রেশন সপগুলি যদি ঠিক সময়ে ঠিক পরিমাণ অর্থাৎ তাদের কার্ডের সমপরিমাণ মাল নেন, অনেক সময় এই কৃত্রিম মুল্য বৃদ্ধিকে প্রতিহত করা যায়। মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, যে পরিমাণ প্রয়োজন ছিল সেই পরিমাণ না নেওয়াতে। এই রকম রেশন সপ যদি থাকে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না, এটা একটা আইডিয়্যাল কোয়েশচান।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আইডিয়্যাল কোয়েশচান নো ডাউট। কিন্তু আমাদের যে সংগ্রহ সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে দিল্লীর স্টক পজিশান এবং সাপ্লাইয়ের উপর। সাপ্লাই কোন কোন সময় ব্যহত হয়েছে। ইনসপাইট অব দ্যাট যেসব ফেয়ার প্রাইস সপ আছে, সেইসব জায়গাতে সাপ্লাই রাখার সবপ্রকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এইরকম যদি হয়ে থাকে যে সাপ্লাই থাকা সত্বেও কোন ডীলার্স মাল নেয় নাই, তাহলে আমি বলছি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন মজুতদার, চোরাকারবারী এবং ব্যবসায়ীরা যে কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি করছে তাদের শায়েস্তা করার জন্য ত্রিপুরা সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?

Shri S. L. Singh :— Steps have been taken under Essential Commodities Act. এসেনশিয়াল কমডিটীজ এ্যাক্ট এখানে প্রচলিত আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে ১২ হাজার মেট্রিক টন চাউল এবং ১৪ হাজার মেট্রিক টন আটা যেটা কার্ডের এগেনষ্টে তারা এনটাইটল্‌, সে পরিমাণ আটা বা চাউল তত্‌কালে সরকারী গোদামে ছিল না ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— তা ছিল না, অনেক সময় আমাদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল সেটা আমরা স্বীকার পাই। কারণ আমি আগেই বলেছি যে আমাদের বাৎসরিক এ্যালটমেন্ট টাইমলি হয় নাই।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, ত্রিপুরায় কতজন চোরাকারবারী এবং মজুতদারকে এই পর্য্যন্ত শাস্তি দেওয়া হয়েছে ?

Mr. Speaker :— Hon'ble Member, this is not relevant.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, বর্তামনে ত্রিপুরাতে ব্যবসায়ীদের চাউল কেনার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে কি না ?

Mr. Speaker : — This question also is not relevant.

Mr. Speaker— Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— Question No. 154.

Shri S L. Singh (Chief Minister) **:— Mr. Speaker, Sir,. question No, 154.**

QUESTION	ANSWER
1. Whether construction work of Dumacherra to Kailashahar Road has been completed ; 2. If not, the reasons thereof ?	The area is served by existing road. Improvement of a portion of the road will be considered after details survey which has been taken up is completed.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই এস্টিমেট কবে করা হবে ?

Shri S. L. Singh :— As soon as the survey will be completed.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— সার্ভের কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

Shri S. L. Singh :— I want notice of it.

Mr. Speaker :— Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Chandra Deb Barma : — 400.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) **:**— Mr. Speaker, Sir question No. 400.

প্রশ্ন

(১) ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়া T. D. Block-এর B. D. O. গত জুলাই মাসে প্রহৃত হইয়াছেন।

(২) যদি প্রহৃত হইয়া থাকেন, কি কারণে।

(৩) এই সম্পর্কে কি কোর্টে কোন মামলা দায়ের হইয়াছে ; হইয়া থাকিলে কাহার বিরুদ্ধে।

উত্তর

(১) হঁ্যা।

(২) আক্রোশ মূলে।

(৩) হঁ্যা, তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত কালীটিলা গ্রামের শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়ের (পিতা মৃত শরৎচন্দ্র রায়) বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা দায়ের করিয়াছে।

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—386.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Mr. Speaker, Sir, question No. 386.

QUESTION

(১) Tripura Declaration of foodgrains Order অনুসারে ১৯৬৭ সালে কত খাদ্যের ষ্টক্ ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহার বিভাগ ভিত্তিক (Sub-Division-wise) হিসাব ;

(২) ষ্টকের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ এবং সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ ;

(৩) এই ষ্টক্ ঘোষণা সন্তোষজনক কিনা ;

(৪) যাহাদের জমির পরিমাণ ২ দ্রোণ বা তাহার বেশী তাহাদের কত অংশ ষ্টক্ ঘোষণা করিয়াছেন ?

ANSWER

	চাউল	ধান
(১) সদর	৬৭ মণ	৩০০ মণ
কমলপুর	—	১৭৮ মণ
সোনামুড়া	—	—
উদয়পুর	—	—
বিলোনীয়া	—	—
সাবরুম	—	—
অমরপুর	—	—
খোয়াই	—	—
কৈলাসহর	—	—
ধর্ম্মনগর	—	—

	সর্ব্বোচ্চ		সর্ব্বনিম্ন	
	চাউল	ধান	চাউল	ধান
২)	৩৫ মণ	৬০ মণ	৩২ মণ	মণ

(৩) না।

(৪) নাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—এই ষ্টক ঘোষণা করার জন্য কতজনের নামে নোটিশ সার্ভ করা হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—নোটিশ চাই।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা :—যে সমস্ত বড় জোতদার এবং বড় ব্যবসায়ীরা ষ্টক্ ঘোষণা করেন নাই, তাদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Raj Kumar Kamaljit Singh.

Shri Raj Kumar Kamaljit Singh :—Question No. 431.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Mr. Speaker, Sir, question No. 431.

QUESTION

(১) ইহা কি সত্য যে গত ১৯৬৬ ইং সনে মে/জুন মাসে সিধাই থানার অন্তর্গত তুইশামংকুরী গাঁওসভার অধীন দশদা গ্রামের শ্রীআগুরিয়া দেববর্মা ও শ্রীপুছরায় দেববর্মা গাঁও প্রধানকে বাজারে যাওয়ার পথে রাস্তায় কতিপয় সমাজবিরোধী লোক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ আক্রমণ করিয়া প্রাণে মারিবার চেষ্টা করে এবং লোকজন আসিয়া পড়ায় মারাত্মক জখম অবস্থায় ফেলিয়া যায়। এই ঘটনা সময় মত থানায় এজাহার দেওয়া হয়।

(২) ইহা কি সত্য যে আক্রমণকারীদের অনেককেই চিনিতে পারা গিয়াছে ;

(৩) প্রকৃত দোষীকে শাস্তি দেওয়ার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ?

ANSWER

(১) ঘটনার বিবরণ থানায় এজাহার দেওয়া হইয়াছিল।

(২) এজাহারকারী আক্রমণকারী বলিয়া কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করিয়াছিল।

(৩) এজাহার অনুসারে যথারীতি মোকদ্দমা রুজু হয় এবং তদন্তক্রমে ৯ জনকে দোষী সাব্যস্তে চার্জসীট দাখিল করা হইয়াছে। একমাত্র পদ্মকুমার দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করিতে পুলিশ সক্ষম হইয়াছে এবং বাকী ৮ জন পলাতক আছে। মোকদ্দমা এখন কোর্টেই বিচারাধীন আছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং ঃ— যে ৮ জনকে পাওয়া যাচ্ছে না তারা কি ঐ এলাকা বাসী, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— নোটিশ চাই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে আসামীদিগকে মাঝে মাঝে ঐ বাজারেই দেখা যায় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—They are absconding.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি তাদের নামে প্রক্লেমেশন এটাচমেণ্ট অর্ডার হয়েছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ : নোটিশ চাই।

Mr, Speaker :— Shri Promode Rn. Das gupta.

Shri Promode Rn. Dasgupta :—Question No. 555.

Shri S. L. Singh— (Chief Minster) :—Mr. Speaker, Sir, question No. 555.

Question.	Answer
1. Whether the survey operation in connection with opening a Road from Simnachara Colony to Khengrabari Via Satchari has been completed ?	No.

Shri Promode Rn. Dasgupta :—উক্ত রাস্তাটি সার্ভে করবার জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Administrative approval and expenditure sanction to the estimate for survey operation of a road from Simnachara T. E. to Khengrabari Via Satchari have been issued on 30-10-67 for Rs. 5500/- The survey operation could not be taken up as the surveyors are already engaged on survey operation of other roads The survey work of this road will be taken up soon.

A sum of Rs. 2,000/- has been asked for in the revised budget for 1967-68 and a sum of Rs. 50,000/- has been demanded in budget for 1968-69 for construction of formation.

Mr. Speaker :— Thers are 8 Unstarred Question to-day. Ministers may lay on the Table of the House the replies of Unstarred Questions.

The Calling Attention given notice of by Shri Sunil Chandra Dutta on 14th December, 1967 to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day the 18th December, 1967, on— "Hostile Mizo attack upon our security staff at Jampai causing death to six security personnels on the 16th November, 1967 and present position of that area."

I would now call on the Hon'ble Sachindra Lal Singh to make a statement.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, on the 16th November, 1967, our post at Vungmun in the Jampui Range which was manned by the P. A. C. personnel was suddenly attacked by about 100 M. N. F. hostiles armed with automatic weapons from three directions. Inspite of the fact that the attack was sudden, our men gave stiff resistence. Unfortunately they were completely outnumbered and in this process, seven of our men comprising of a Platoon Commander, one Havilder and 5 Constables were killed. The hostiles took away all the arms and ammunition, besides wireless equipment

dry rations and cash. Immediately on receipt, reinforcements were rushed to the spot and the I. G. P., the District Magistrate and the Superintendent of Police paid immediate visit to the area. All other posts were also alerted to keep watch on the fleeing rebels.

The men of the 6 Assam Rifles, who were located on the opposite range in the Mizo District, however, intercepted the retreating M. N. F. hostiles and succeeded in inflicting heavy casualties in the encounter which followed. A portion of the arms and ammunition which the hostiles had taken away from the Vungmun Camp was also recovered

With a view to preventing any recurrence of such incidents in future, one entire battalion has now been deployed in the Jampui Range. Besides steps have been taken to reinforce our Civil Police and the Intelligence staff. Further precautionary measures have been taken regarding guarding of communications and bridges. The Government have also moved the Government of India for sanction of ex-gratio payment of Rs. 500/- to the family of each of the deceased.

The trouble in our territory owes its origin to the outbreak of unrest in the Mizo District of Assam in the early part of 1966. Towards the latter part of 1966, some of the fleeing Mizos infiltrated from Assam into our area to evade arrest by the Security Forces and tried to incite the Mizo population of our area to support the M. N. F. movement with men and money. As a result of these developments there some incidents in our Territory. In the most important of them, some Government Offices, shops and a Co-operative Society were attacked. There also repeated threats being meted out to the non-tribal population, particularly the shop-keepers. As a result of the posting of strong guards and frequent patrolling by our police personnel, there was an apparent lull in the area and it was reported that the infltrators returned to Assam. Recently there-have been reports of the M. N. F. people demanding all kinds of taxes from the Mizo residents of the Jampui Range, but no report of extortion or robbery on these account have been brought to the notice of the Government. The Government is, however, maintaning a very strong watch on these developments.

The most important development, however, which has followed in the wake of the sudden attack of the 16th November is the appearance of a

number of hand-written posters and notices in some parts of the Territory asking the non-tribals to quit the tribal areas. These notices have been issued in the name of an organisation calling itself 'Tripura Tribal Singkrak' Union which has very close resemblance to the organisation which threatened law and order and tried to foment unrest and violence in 1952. This is a new development which seeks to drive a permanent wedge between the Tribals and the Non-Tribals in the area and draws a lot of encouragement from the divisive ideology being preached by some of the elements of the Territory in the name of Tribal Welfare and solidarity. The Government are closely watching the situation and shall take appropriate steps as and when considered necessary. Two other unfortunate incidents which have significantly coincided with the attack on Vangmun post and the appearance of unauthorised notices and posters are (i) burning of vital bridge between Kumarghat and Kanchanpur on the night of 19th November, 1967 and (ii) forcible removal of 30 licensed guns from the people of the Kanchanpur area. Both these activities appear to be the work of people who sympathise with the M. N. F. movement and seek to bring about the disaffection between the Tribal and Non-Tribal sectors of the population of this Territory. Necessary precautionary steps are being taken in this regard by the Government.

শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত :—অন পয়েন্ট অফ ইনফরমেশান আমাদের যে শিবিরটি মিজোরা ধ্বংশ করেছে, সেই শিবিরের সঙ্গে রেষ্ট অফ ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন চালু আছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্ত্তমানে চালু আছে।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—পয়েন্ট অফ ইনফরমেশান—যে জায়গায় এই ঘটনা হয়েছে, সেখান থেকে আসাম বর্ডার কতদূর।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—পয়েন্ট অফ ইনফরমেশান প্লীজ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ পর্যন্ত কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

Mr. Speaker— There is another Calling Attention given notice of by Shri Bidya Chandra Deb Barma on the 15th Decemder, 1967 to which the Minister concerned agreed to make a statement today, the 18th December, 1967 on—

'গত ১১ই ডিসেম্বর হইতে সুরু করা বিলোনীয়া কলেজের ছাত্রদের অনশন সত্যাগ্রহ সম্পর্কে।'

There is anothar Calling Attention notice submitted by Shri Aghore Deb Barma on the same subject.

I would now call on the Hon'ble Education Minister to make a statement.

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য্য:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১০।১২।৬৭ ইং তারিখে এস, ডি, ও বিলোনীয়া জেলা শাসককে জানান যে এই তারিখে বিলোনীয়া কলেজের ছাত্রদের তরফ থেকে কলেজ ইউনিয়ন তাহাদের দাবীগুলি স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত অনশন ধর্মঘট সুরু করবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। ১১।১২।৬৭ ইং তারিখে জেলা শাসককে আবার জানান হয় যে সেদিন ছাত্রদের অনশন সুরু হইয়াছে, তবে কিছু কিছু ছাত্র ক্লাসে যোগদান করিয়াছে এবং অবস্থা শান্ত আছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিস হইতে এই খবর পাওয়ার পর ১২।১২।৬৭ ইং তারিখে কলেজের প্রিন্সিপালকে এক্সপ্রেস ডাকে বিশেষ বিবরণের জন্য অনুরোধ করিয়া চিঠি লেখা হয়। ১৩।১২।৬৭ ইং তারিখে শিক্ষা অধিকর্ত্তার সংগে কলেজ কতৃপক্ষের ট্রাংক যোগে কথাবার্ত্তা হয় এবং কলেজ জানান যে ব্যাপারটা মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, অনশন বন্ধ হইয়াছে এবং কলেজ ইউনিয়ানের নির্ব্বাচন ২।১।৬৮ ইং তারিখে হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

Mr. Speaker— I have received Calling Attention Notice from the following Member :—

Shri Aghore Deb Barma, M. L. A., on the subject of "News published by different local dailies etc., regarding Tribal Sang krak Union Party and notices said to have been served by it to the non-tribals."

I have given my consent to the Motion of Shri Aghore Deb Barma to-day.

I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri S. L. Singh :— Hon'ble Speker, Sir, The Sang krak Tribal Party issued notices which were pasted in conspicuous places. A copy of the notice is also enclosed. Account of these developments also appeared in a section of the press.

The party has started anti-social activities as will be evident from the recent incident near Bishalgarh of burning of houses of Bengli inhabitants there and forcible harvesting of paddy at Lakshminarayanpur in Khowai Sub-division by 500/600 tribals. The Goverment have taken adequate steps to prevent recurrence of such incidents and to give check to the secessionist movement of the Sang krak Tribal Union.

Shri Aghore Deb Barma— Point of information—

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই সম্পর্কে তদন্ত করেছেন তার রুট কোথায় এবং কারা এইগুলি করছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে, The Party has started anti-social activities as will be evident from the recent incident near Bishalgarh of burning of houses of Bengali inhabitants there and forcible harvesting of paddy at Lakshminarayanpur in Khowai Sub-Division by 500/600 triabls. The Government have taken adequate steps to prevent recurrence of such incidents and to give check to the secessionist movement of the Sang krak Tribal Union.

Shri Aghour Deb Barmr .— কারা এটা করছে সেটা আমি জানতে চেয়েছিলাম।

Mr. Speaker :— Anti-social movement বলাই হয়েছে।

Shri Aghore Deb Barma :— এটি সোশ্যাল মুভমেন্ট হলেও তার পিছনে নিশ্চয় কোন দলের লোক থাকবে। অন পয়েন্ট অব ইনফরমেশান—বিশালঘড় কোন জায়গায় নন ট্রাইবেলদের ঘর জ্বালান হয়েছে, সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আমি নোটীশ চাই স্যার।

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER REGARDING DISCUSSION ON MATTER OF URGENT PUCLIC IMPORTANCE.

Mr. Speaker :—This is to make an announcement in the House that I have given my consent to raise discussion on the following matters of urgent Public Importance on—

১) ত্রিপুরার ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা এবং বেকার যুবকদের কর্ম্ম সংস্থানে সরকারের চরম ব্যর্থতা।

২) ভূমিহীন ও জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন ত্বরান্বিত করা, তাহাদের পুনর্ব্বাসন সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ও অর্থনীতিক পুনর্ব্বাসনে সরকারী ব্যর্থতা।

Notices given by Shri Abhiram Deb Barma. Discussion is to be raised on the 19th December, 1967.

৩) আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাকস বৃদ্ধির উদ্যোগে নাগরিকদের মধ্যে অসন্তোষ।

Notice given by Shri Bidya Ch. Deb Barma. Discussion is to be raised on the 19th December, 1967.

&

iv) "Low price of jute"

&

v) "High Price of Sugar."

Notices given by Shri Aghore Deb Barma. Discussion is to be raised on the 21st December, 1967.

GOVERNMENT BUSINESS (MOTION)

Mr. Speaker :—Next item in the list of Business is Government Motion. Now, I would call on the Hon'ble Sachindra Lal Singh, Chief Minister to move his motion that—

"the present food policy of the Government of Tripura be taken into consideration.

Shri S. L. Singh :—

As Tripura is a deficit Territory, normally no intensive procurement is made as the same tends to disturb the open market price. But in selected surplus pockets some procurement is being made from year to year as a price support measure to give relief to the Agriculturists. This position continued upto 66-67. The deficit of the Territory has been met by importing foodgrains from Central Pool. But due to shinkage in supply of foodgrains from Central Pool, particularly rice, the necessity drive for intensive procurement of local crop this year has been keenly felt. Sequal to this Government has adopted the policy of intensive procurment of Aman crop of this year on Govt. account. A target for procurment has been fixed at 1,000 tonnes of rice and 14,000 tonnes of paddy. The procurement scheme envisages procurement from voulutary sales in open market as well as from requisitioning of surplus crop with producers owning lands of and above 5 acres. On the basis of estimated production of 20 maunds of paddy

per acre, norms for assessing surplus has been fixed after giving allowance for consumption of 30 KG of paddy per member of family per month for 7 months and 75 KG of paddy per acre for seed purpose. S. D. O./A.S,D.O, have, however, been empowered to reduce the norms less than 20 maunds per acre on actual assessment. On the above basis about 10,000 tonnes of rice or 15,000 tonnes of paddy has been estimated as surplus with producers owning lands of and above 5 acres and this estimated surplus is intended to be procured on Government account by requisitioning. Procurement price has been fixed at Rs. 56.25 P per quintal in respect of paddy and Rs. 93·73 P per quintal in respect of rice. In fixing procurement price interests of agriculturists and consumers have been taken into consideration. As far as practicable procurement will be made through the agency of Co-Operative Societies. Preliminaries for procurement operation is almost complete. Actual operation is expected to commence very shortly.

On the strength of a scheme sanctioned by Government of India, this Government maintains a buffer-stock of essential commodities, such as, Salt Pulses, Edible oils etc. on Government account. The scheme aims at always maintaining two-months' requirments of these commodities with the Government. The stocks are replenished from time to time by disposing of old stocks. Buffer-stock commodities are mainly released to the Tripura Wholesale Consumers' Stores at wholesale prices who in there turn sell the stock to their Units or other subsidiary Co-operative Societies for retailing to consumers.

According to new sugar policy 40 percent of sugar produced in Factories has been released for free sale in open market anywhere in India with effect from 23. 11. 67 and 60 percent of the production in Factories have been levied by Government of India from the said date for release exclusively to domestic consumers. Sugar quota for Tripura was 377 MT per month originally which has been reduced to 250 MT from March-April, 1967 quota. Again this had been reduced to 209 MT from May-June, 1967 quota by Government of India. With effect from 23. 11. 67 i. e , the date on and from which the new sugar Policy came into force, 133 MT of levy sugar has been allotted for Tripura per month for consumption of domestic consumers. In all areas sugar is distributed against ration cards or essential commodities card or through Gaon Pradhan or accordidg to principles laid down by the Sub-Divisional Food Committee. According to new sugar policy adopted by the Government of India bulk consumers like Bakeries, Confactioners Sweet-meat dealers, Tea-stall, Restaurant etc. are required to secure their requirements from free market sugar. The local traders are reported to have

approached the Factories to secure free market sugar. Prior to the date of partial decontrol of sugar supplies were maintained to bulk consumers from controlled stock.

During the First Five Year Plan no target for additional food production was fixed. During Second Five Year Plan, however, a target of 10,000 tons of additional food was fixed. Out of the above target an additional production of 9,800 tons was achieved. During muc ...d Plan the target of additional production was double namely 20,000 very br ...er the target of additional production fixed during the Second Plan. Shri ... above target, an additional production of about 23,100 tons Mr. S...ces...d.

শ্রীঅঘে... 1955-56 (i. e. last year of the First Five Year Plan or base সম্পর্কে আমি অ...g ...ond Plan) the production of rice in Tripura was 1,37,658 মেন্ট ডিপার্টমে...p 1960-61 (last year of the 2nd Plan i. e. base year of the টাকা খরচ করে, ...roduction of rice in Tripura had increased to 1,58,500 tons. মানুষ আছে, যে...a...66 (last year of the 3rd Plan i. e. base year of the 4th Plan) ভূমি সংস্কার ...ow... of rice in Tripura has further gone up and at the end ...o ...ear plan the production was estimated to be 2,04,000 tons. মালীকদের ...pectacular achievement in achieving additional production the পারছে ...as awarded by Central Govt. an amount of Rs. 50,000/- as দেশ...si...munity prize during the year 1960-61. To qualify to get the community prize a State has to increase food production by more than 15% during a particular year over that of the previous year.

During 4th five year Plan the target for additional production was fixed by the Govt. of India to 39,000 M.T. During 1966-67 the additional production of 3,678 M. T. was achieved by way of Soil Conservation, reclamation, Minor Irrigation, Distribution of Agricultural inputs, Improved Agricultural practices etc. But the total production slightly decreased from that of 1965-66 due to adverse weather conditions viz. droughts, floods etc. During 1967-68 additional production is anticipated to about 7,350 tons over the production of 1966-67.

Besides the above, approximately 80,000 acres have been covered by plant protection measures during current year.

During the curret year a drive for compact area demonstration with high yielding varieties was taken up in different blocks along with compact demonstration with local and other improved varieties of paddy in order

to demonstrate to the cultivators the effect of good varieties, proper fertilisation and increase in yield by protecting the crops against diseases and pests. The area covered by demonstration during last Aman season is 1388 acres. (Taichung 680 acres & local 708 acres).

Action has already been taken to have compact demonstration with high yielding varieties of paddy, potato and sugarcane in the lands of the Tribal cultivators in the different blocks during the Rabi season and the following area is proposed to be put under such compect demonstration during the current year in tribal cultivators plots,

Paddy	—	4,000	acres.
Potato	—	199	,,
Sugarcane	—	100	,,

During the current year administrative approval for 16 Minior Irrigation Project was accorded for execution by Irrigation Division,

In order to facilitate storing of seeds and fertilizers as cultivators as possible, administrative approval and expenditure for 10 Nos. of seed and fertilizer stores were accorded for by P.W.D. In order to faciliate proper servicing and main different Agricultural and plant protection equipments in Go sanction for 4 Nos. of Plant Protection Godowns cum Workshop accorded during the current year.

From the beginning of the 2nd five year plan all round achievement has been made in increasing the production of almost of the crops,

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ফুড পলিসি সম্পর্কে এখানে ষ্টেটমেন্ট দিলেন সেটা খুবই একটা ইমপরটেন্ট ইস্যু, এই সম্পর্কে একবার বক্তব্য শোনার পর তার উপর আলোচনা করা অন্ততঃ আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। অতএব আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি যেহেতু এটা একটা ইমপরটেন্ট বিষয় বস্তু, কালকে যেন এর উপর আলোচনার সুযোগ আমাকে দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :—এটা কনটিনু্য করতে পারে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—কালকে আলোচনার সুযোগ দিলেই ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এই ফুড পলিসির কোন কপি পাই নাই, এইগুলি যদি আমাদের কাছে আগে দেওয়া হয় তাহলে ভাল হয়। কাজেই কালকে হলে পরে আমি এর উপর বলতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—অল রাইট। কালকেই এর উপর আলোচনা হবে।

Shri S. L. Singh :—Yes, I also agree it.

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Aghore Deb Barma to raise discussion on

"The Mal-administration in the Survey and Settlement Department-Incident of recent occurrence be taken into consideration."

The matter was raised on 15. 12. 67 and was carried over today. How much time do you require? I would request the Hon'ble Member to be very brief.

Shri Aghore Deb Barma :—15 minutes.

Mr. Speaker :—Alright.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কালকে মোটামুটি কয়েকটা পয়েন্ট সম্পর্কে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে যে সার্ভে সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টে নকসা ইত্যাদি ছাপানোর জন্য যে প্রেসটা রাখা হয়েছে বহু হাজার হাজার টাকা খরচ করে, কার্য্যতঃ যে ভাবে সেখানে কাজ হওয়ার কথা, সেই ভাবে কাজ হচ্ছে না। মানুষ আছে, মেসিন আছে, কিন্তু মেশিন ওয়ার্ক করছে না, এই হল আমার কাছে খবর। এখন ভূমি সংস্কার আইনের মধ্যে আছে যারা জোতদার, তাদের জোতের তৌজির নকসাগুলি মালীকদের দেওয়ার কথা কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেটেলমেন্টের যে প্রেস সেটা তা করতে পারছে না, মেশিন আছে, লোক আছে কিন্তু কাজ কর্ম্ম কিছু হচ্ছে না, সেই জিনিষটা অন্ততঃ দেখা দরকার। যে পার্পাসে জিনিষগুলি আনা হয়, সেই পার্পাসে জিনিষগুলি লাগানো দরকার বলে আমি মনে করি। যদি তা না করা হয়, তাহলে যার জন্য টাকা পয়সা খরচ করা হল সেই পার্পাস সার্ভ হবে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কালকে সদর আমিন সম্পর্কে আমি উল্লেখ করেছি। অবশ্য তারা ওয়েস্ট বেঙ্গল'এর পে-স্কেল অনুসারেই পেড এমপ্লয়ীরা বেতন পাচ্ছেন। তাদের স্কেল রিভাইজড হয় নাই। এই সম্পর্কে সদর আমিনরা বহু পিটিশন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট করেছেন কিন্তু তার কোন রিপ্লাই তারা পাননি। অর্থাৎ মান্ধাতার আমলে যে বেতনের হার তাদের ছিল বর্ত্তমানেও ঠিক একই হারে তারা বেতন পাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—বর্ত্তমান হার কত?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—বর্ত্তমান হার আমার পক্ষে এই মুহূর্ত্তে বলা সম্ভব নয়।

আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে সার্ভে সেটেলমেন্টে যে বদলি হচ্ছে সেই সম্পর্কে আমি বলছি এটা রুলেই আছে বাই রোটেশান সকলকেই বদলি করা হবে। কিন্তু শ্রীবংক বিহারী ভট্টাচার্য্য নামে একজন আমিন তিনি আজ তিন বৎসর ধরে বলংবাসা আছেন, কিন্তু নিয়মের মধ্যে যদিও এক বৎসরের মধ্যে তাকে সেখান থেকে ট্রান্সফার করার কথা আছে কিন্তু এখন

পর্য্যন্ত তাকে বদলী করা হচ্ছে না, একরকম তাকে নির্ব্বাসন দেওয়ারই মত। হয়তো তিনি সেটেলমেণ্ট অফিসারের সুনজরে নাই, সেইজন্যই তাকে এইভাবে সেখানে রাখা হচ্ছে। কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কতৃপক্ষ যদি কোন এমপ্লয়ীর উপর সন্তুষ্ট না থাকেন, তাহলে বছরের পর বছর এক জায়গায় রাখা হয়, এই হচ্ছে অবস্থা।

- আরেকটা কথা হচ্ছে ত্রিপুরার মধ্যে কোন ওয়াসল্যাণ্ড নাই অর্থাৎ বন্ধ্যা কোন জায়গা নাই, আম, কাঁঠাল কোন না কোন জিনিষ লাগালেই হয়, চীফ মিনিষ্টারের বক্তৃতায় এইরূপ বলা হয়। কিন্তু সহর থেকে কিছু দূরে ২নং পুলের কাছে যেখানে ভবিষ্যতে বৃহত্তর আগরতলা স্কীমের মধ্যে পড়ে, স্বর্গীয় ললিতমোহন দেববর্ম্মার নামে একটা জোত আছে, সেই জোতটা সম্ভবতঃ মিলিটারীদের পার্পাসে এ্যাকুয়ার করা হয়েছিল। কিন্তু যাতে তার ক্ষতিপূরণ যথাযথ ভাবে মালিকরা না পায় সেটেলমেণ্ট অফিসার ওয়াসল্যাণ্ড হিসাবে এটা রিপোর্ট দিয়েছেন এবং ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পক্ষে একটা বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন এই হচ্ছে অবস্থা। এইভাবে বহুরকমের দুস্কার্য্য আমাদের সেটেলমেণ্ট অফিসার দিনের পর দিন করে চলেছেন, এই হল আমার বক্তব্য। আর যে সমস্ত ঘটনা আছে, অবশ্য ত্রিপুরার মধ্যে এমন বহু ঘটনা আছে আমি গতকাল তার উল্লেখ করেছি যে আগে মহারাজার আমলে ১২ বছর পর পর একবার সার্ভে সেটেলমেণ্ট অপারেশান হত, কিন্তু সেই ভিত্তিতে এই সেটেলমেণ্ট অপারেশান হয় নাই। ত্রিপুরায় কোন রকম সার্ভে সেটেলমেণ্ট হয় নাই, এইভাবে সার্ভে সেটেলমেণ্টের কাজ আরম্ভ হয়েছে, তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে মূল জোতের কোন কোন জায়গায় হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। হৃদয়কৃষ্ণ নামে এক ব্যক্তি তার ২৬ নং জোত আজকে প্রায় ৪০ বৎসর যাবত তার দখলে আছে, সেখানে এক দ্রোণ আট কাণি জায়গা তার ছিল কিন্তু সার্ভে সেটেলমেণ্ট অপারেশানের সময় তার এক দ্রোণ দেখানো হয় আর বাকীটা খাস জমি বলে দেখানো হয়। এমন নয় যে উইদ ইন বাউণ্ডারী জায়গা নাই, যথেষ্ট জায়গা আছে কিন্তু উইদ ইন বাউণ্ডারি জায়গা থাকা সত্বেও তার দেড় দ্রোণের জায়গায় এক দ্রোণ দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য মূলক ভাবে যে সমস্ত জোতের বাড়তি খাস জমি আছে জবর দখল হিসাবে রেকর্ড করার কথা সার্ভে সেটেলমেণ্ট আইন অনুসারে, সেটা দেখানো হয় নাই। পক্ষপাতিত্বের অনেক ঘটনা আছে আজকে সারাদিন বললেও শেষ করা যাবে না। আরেকটা ঘটনা হচ্ছে লাটিয়াছড়া—আমার জোতের কাছাকাছি একটা জোত দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত প্রায় ৩০ বছর তার দখলে আছে, মাঝখানে একবার অবশ্য এটা নিলাম হয়ে যায়, বর্ত্তমানে অবশ্য তার দখলেই আছে, যাই হউক পরবর্তী সময়ে সার্ভে সেটেলমেণ্ট অপারেশনের সময় যদিও তার আশে পাশে কোন নন ট্রাইবেল এর বাড়ী নাই, খাস জায়গা নাই, কোন বসতি নাই তবুও সেই জায়গাটা খাস জমি দেখিয়ে সেখানে রিফিউজিদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। গোলাঘাটিতে আরেকটি জায়গায় যারা নুতন ভাবে এক্সচেঞ্জ করে এসেছে তাদের সেখানে ট্রাইবেলদের জমিতে এইভাবে বসান হয়েছে। আগেই আমি বলেছি যে তারা চিন্তা-চেতনায় পেছনে পড়ে আছে, কাজেই তাদের জমি, নুতন যারা এসেছে তাদের নামে রেকর্ড করে দেওয়া হয়েছে এবং এটা নিয়ে এখন একটা ডিসপিউট চলছে, এই হচ্ছে অবস্থা।

এবার যখন ধান কাটার সময় হল তখন তারা গিয়ে বাধা দিল। তখন বাধ্য হয়ে থানা থেকে দারোগা নিয়ে আসতে হল। কারণ এলাকার লোক সকলেই জানে যে ৩০।৪০ বছর ধরে সে এই জমি ভোগ দখল করে আসছে। কিন্তু সে এটা বন্দোবস্ত পায় নাই, এটা অন্যের নামে রেকর্ড হয়ে গিয়েছে। ঐটাই তার একমাত্র দখলী জমি। পাহাড়ী উপজাতীরা অনগ্রসর, তাঁদের বুদ্ধি বিবেচনা কম। আমি নিজে পর্য্যন্ত ঐ লোকটাকে বলেছি যে এইভাবে দিন থাকবে না। আমার বাবাই তাকে ঐ জমিটা দান করেছিলেন। কিন্তু আজকে তার নামে এটা রেকর্ড হয় নাই। সে এই জমিগুলি মটর্গেজ হোক, যেভাবেই হোক চাষাবাদ করে খাচ্ছিল, কিন্তু আজকে অন্যের নামে এটা রেকর্ড হয়ে গেল। ত্রিপুরার প্রায় প্রত্যেকটি সাবডিভিশনেই এই অবস্থা চলছে। উপজাতিদের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের উচ্ছেদের জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে। এই অবস্থা বন্ধ করা দরকার। টাকা পয়সা খরচ করেও এই উপজাতিরা কাজ করাতে পারেনা। আজ ব্যাপক ভাবে ট্রাইবেলদের জমি যেগুলি ৩০।৪০ বছর ধরে দখলে ছিল, সেখান থেকে তারা উচ্ছেদ হচ্ছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোটামুটি ভাবে আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখছি।

Mr. Speaker—Will any other member take part.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব রেখেছেন, সেটাকে তিনি যেভাবে অঙ্কিত করেছেন সেটা সত্যের অপলাপ বলে আমি মনে করি। তার কারণ হল এই যে সার্ভে সেটেলমেণ্ট, বর্ত্তমানে যে ক্যাটেস্ট্রেল সার্ভে করা হচ্ছে, এই সার্ভে হল বিজ্ঞানসম্মত সার্ভে। কাজেই বৈজ্ঞানিক সার্ভেকে যারা ডিনাউন্স, করে অবৈজ্ঞানিক প্রথাকে প্রচলিত করতে চান, সেখানে বক্তব্য কিছুই নাই, তারা তা করতে পারেন্। কারণ মহারাজার আমলে ৪০০ বর্গমাইলের মত জায়গা সার্ভে হয় আর বাকি নন-সার্ভেড। তার মধ্যেও মাননীয় সদস্য বলেছেন পূর্ব্বে টিলা, পশ্চিমে বাঁশবন, উত্তরে জিয়ল গাছ আর দক্ষিণে টিলা। এই হল তার সার্ভে, এই হল তার বাউনণ্ডারী ডিমারকেশন। বর্ত্তমানে তার মধ্যে অনুমান দুইকাণি। এইভাবে যদি ত্রিপুরার প্রতিটী লোক বলেন যে এই জমি আমার, কারণ আজ সেই বাঁশ বনও নেই, জিয়ল গাছও নেই, ছড়ার টাঙ্কলও নেই। অতএব অ্যাকচুয়াল পজেশন জমির উপর দিতে হয় এবং এটা একটা বিরাট ব্যাপার চলছে। সেগুলিকে সুনির্দ্দিস্ট করে প্রতিটি ট্রাইবেল, রিফিউজী, ল্যাণ্ডলেস অ্যাগ্রিকালচারিষ্ট, জুমিয়া হাজার হাজার পরিবারকে নূতন সেটেলমেণ্ট দেওয়া হচ্ছে এবং তার মালিকানা তাদিগকে দেওয়া হয়েছে। এমন কি ১৯৬০ সালের আগে যারা বর্গাদার ছিল তারাও বর্ত্তমানে এই জরীপের ফলে রায়ত বলে পরিগণিত হয়েছে। অতএব মাননীয় সদস্যের গাত্রদাহ মনে হয় সেই জায়গায়। যেখানে তারা মনে করেছিলেন যারা বর্গাদার তারা তাদের সার্ফে পরিণত হয়ে থাকবে যুগ যুগ ধরে, আর তারা বসে বসে খাবেন। অতএব সেইজন্যই সেই জায়গাতে গাত্রদাহ হচ্ছে, তা না হলে এই জায়গাতে সেই ট্রাইবেল হোক, নন্-ট্রাইবেল হোক, বর্গাদারের যে আইনটা ভূমি আইনে সন্নিবিষ্ট আছে সেইদিকে যেন তারা দৃষ্টি দেন।

মুখে কিন্তু বলা হচ্ছে যে, বর্গাদারের অধিকার চাই এবং তাকে যখন অধিকার দিতে যাবে তখনি বলা হচ্ছে যে, ফিফথ সিডিউল চাই। তারপরেই বলা হচ্ছে যে, কিষাণ স্বীকৃতি চাই। তার মানে হচ্ছে এই যে বর্গাদারকে জমি দিব না এবং বর্গাদারকে জমির মালিকানা আমরা দিতে চাই না এবং সেইজন্য আজ (গোলমাল) এত আক্রোশ। তারপর ১৯৬০ সালের পূর্ব্ব থেকে যে যে বর্গাদাররা তাদের জমিতে আছে, চাষ করে, তারা আণ্ডার-রায়ত পরিগণিত হচ্ছে। এই উপকার সার্ভে সেটেলমেন্ট করছে। তাই তার বিরুদ্ধে স্বার্থে আঘাত লাগলে মনে মনে প্রত্যেক লোকেরই গাত্রদাহ হয়। এটা আশ্চর্য্যের কিছু নয়। কারণ মাটিতে বাড়ি দিলে শুনেছি গুনাহ্গার চেতে। অতএব ভূমি সেলেটমেন্ট করা মানে এই যে বর্গাদার যারা তাদিগ:কে সুনির্দিষ্ট করে তারা যাতে তাদের রাইট পায়, অধিকার পায়, আইন মাফিক তাদের অধিকার পরিচালিত করা।

তারপর মাননীয় সদস্যকে মনে রাখতে বলব যে খাস জমি যদি কেউ অধিকার করে থাকেন সে ট্রাইবেলই হউক আর নন ট্রাইবেলই হউক আইনানুগভাবে সে দণ্ডনীয় হবে এবং ল্যাণ্ড রিফর্ম'স এবং ল্যাণ্ড রেভিন্যু এ্যাক্‌ট আবার তাকে পড়তে বলব, সে জায়গাতে আছে যে নিউ সেটেলমেণ্টে পাঁচ কানি হবে তার হোলডিংস, আমি ১০ দ্রোণ জায়গা দখল করে রাখব খাস জমি, অন্য কাউকে জমি দিতে পারবনা, এই রকম যে ব্যবস্থা এই আইনে নাই। অতএব এই আড়াই একর যে হোলডিংস তার উর্দ্ধে লুঙ্গা ল্যাণ্ড দেওয়া হবে, তার বেশী দেওয়া যাবে না। মাননীয় সদস্যরা হয়তো মনে করেছেন এই যে আমার যত খুশী জমি আমার দখলে রাখব, কাউকে সেখানে যেতে দেবনা এবং গায়ের জোরে সেটা হাসিল করে নেব। আইন যেখানে রয়েছে, সেই আইনানুসারে সেখানে কাজ করা হচ্ছে। বাই দি বাই মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন যে তার বাড়ীর পাশে একজন লোক খাস জমি দখল করেছিল, সেটা অকৃশান হয়ে গেছে, অকৃশানের পরেও সেই লোককে সেই জায়গাতে রাখা কি করে চলতে পারে? আবার তিনিই বলেছেন যে এটা এখন আণ্ডার ডিসপিউট। অতএব আইনানুগ যে ব্যবস্থা সেটাই সেটেলমেণ্ট অফিসার করছেন। আইনের বাইরে যারা চলতে চাচ্ছেন তাদের পক্ষে এটা বলা অস্বাভাবিক নয়, তাই তাদের এত গাত্রদাহ হচ্ছে। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব, ভাবতে বলব, যারা ভূমিহীন তাদের কথা চিন্তা করতে বলব। যারা ভূমিহীন তাদেরকে জমি ডিমার্কেশান করে এ্যালটমেণ্ট দেওয়া হয়, যারা জুমিয়া তাদেরকে জমি এ্যালট করে দেওয়া হয়, ল্যাণ্ডলেস যারা তাদেরকে জমি দেওয়া হচ্ছে, সিড্‌লকাষ্ট যারা তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে এবং এটা তারাও স্বীকার করছে যে আমরা তাদেরকে জমি দেব এবং সেই ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব এবং সেইভাবে জমি বিলির বন্দোবস্ত করব। তারা নিজেরাই বলছেন যে প্রডিউসার উড বি দি ওনার্স। প্রডিউসার্সদের ওনার্স করার জন্য যে ব্যাপক আইন করা হয়েছে সেই দিকে মাননীয় সদস্যকে দৃষ্টি দিতে বলব। নন-প্রডিউসার্স যারা আইনানুগভাবে তাদের চলতে হবে এবং সেইভাবে কাজ করতে হবে এবং সেইভাবে ভূমি বন্দোবস্ত করার জন্য সেটেলমেণ্ট আছে, যে সমস্ত ডিসপিউট আছে, আইনানুগভাবে এপ্রোচ করলে যেটা আইনতঃ গ্রাহ্য

হবে সেটা তারা পাবে। কাজেই মাননীয় সদস্যবর্গকে বলব যাতে তারা সেইভাবে চিন্তা করে, সার্ভের যে কাজ চলছে তাকে কোঅপারেশান করে ত্রিপুরার ভূমির জরীপ সম্বন্ধে যে কার্য্যবলী চলছে তাকে জয়যুক্ত করেন। তাই আমি এই মোশানের বিরোধিতা করছি।

Mr. Speaker :—Any other Member to participate in the discussion ?

CONSIDERATION AND ADOPTION OF THE THIRD REPORT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE,

Speakar— Next Business of the House, the 3rd Report of the Public Accounts Committee on the Appropriation and the Finance Accounts of the Union Territory of Tripura and the Report of the Comptroller and Auditor *General thereon is to be taken into consideration.*

Now I shall call on Shri Upendra Kumar Roy, Chairman to move his motion for consideration of the Report.

Shri U, K, Roy :—Hon'ble Speaker, Sir, I, the Chairman of the Public Accounts Committee beg to move that the 3rd Report of the Public Accounts Committee be taken into consideration.

Mr. Speaker—Now any Member can speak, if he likes.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্ট সাবমিট করা হয়েছে এই এ্যাসেম্বলীর মধ্যে, তা থেকে একটা জিনিষ বেশ পরিস্কারভাবে বেরিয়ে আসে যে আমাদের অফিসাররা কতখানি বুরোক্রেটস। ত্রিপুরার মধ্যে আমরা দেখি যেন দুইটা শাসন—একটা চীফ কমিশনারের এবং আরেকটা মন্ত্রীদের শাসন চলছে। আজকে পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ কমিটির রিপোর্ট থেকে যে সমস্ত তথ্য মোটামুটি আমার চোখে পড়েছে তার থেকে এটাই আমি বুঝেছি কারণ পাবলিক এ্যাকাউন্ট কমিটিতে যে সমস্ত অফিসার বা হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট উপস্থিত থাকার কথা বা যে সমস্ত তথ্য সাপ্লাই করার কথা সেই সমস্ত তারা ঠিক সময়ে সাপ্লাই দেন না বা নিজেরাও উপস্থিত হন না। এই জিনিষটা কেন হয়, সেটা একটু লক্ষ্য করা দরকার। কারণ এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে যখন একটা নুতন পোষ্ট ক্রীয়েট করতে হয় তখন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের স্যাংশান লাগবে, কোন বেতন বৃদ্ধি বা সংশোধন করতে হলে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের স্যাংশান লাগবে কাজেই সাধারণতঃ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের উপরই আমাদের হেড অব দি ডিপার্টমেন্টদের দায় দায়িত্ব বেশী থাকে, এ্যাসেম্বলীর উপর সেই দিক থেকে বিশেষ কিছু থাকার কথা নয়। পি, এ; সি, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কমিটি, কারণ সমস্ত টাকা পয়সার ব্যয় বরাদ্দ এসেম্বলীর মারফত পাশ করতে হয়, যদিও কিছু কিছু নিজ দায়িত্বে ব্যয় করা করা হয়, কিন্তু ফর্ম্মালিটীজের জন্য ও পরবর্ত্তী সময়ে এ্যাসেম্বলীতে সেটা পাশ করিয়ে নিতে হয়, আমাদেরই সেটা করতে

হয়। পি, এ, সি, মিনিয়েচার এ্যাসেম্বলী। কিন্তু যখন পি, এ, সির মিটিং কল করা হবে, যেসব অফিসারদের উপস্থিত থাকতে বলা হবে তারা উপস্থিত থাকবেন না, কোন তথ্য চাওয়া হবে ইচ্ছা হয় দেবেন, না হলে দেবেন না এই যে একটা অবস্থা চলছে এটার অন্ততঃ পরিবর্ত্তন করা দরকার। আর অনেকগুলি ইম্পর্টেন্ট জিনিষ আছে, যেমন ২নং প্যারাতে পরিষ্কার আছে। যে "It has further been the concern of the Committee that most of the departments do not furnish the information to the Committee in time which cause inconvenience to the Committee in its work," এই যে কথা অর্থাৎ যখন রিপোর্টগুলি দেওয়া দরকার যথাসময়ে সেগুলি দিল না বা কেউ কেউ উপস্থিত থাকলনা এই অবস্থাটার একটা পরিবর্ত্তন ঘটানো যদি না হয়, তাহলে আমি মনে করি এইসব কমিটিগুলি তথা এ্যাসেম্বলী একটা ফার্স, এ্যাসেম্বলীর মেম্বার্সদের মিটিং করা অর্থাৎ তাদের কতক টি, এ, ডি, এ পাওয়ার জন্যই এটা করা, এবং সেটা না করাই উচিত। যদি করতে হয়, তাহলে অফিসারদের ঠিক ঠিক ভাবে উপস্থিত থাকা দরকার এবং যে সব তথ্য চাওয়া হয় সেগুলি যথাযথভাবে পরিবেশন করা উচিত বলে আমি মনে করি। নইলে এই কমিটি রাখার কোন সার্থকতা নেই। এখানে আর একটা জায়গার মধ্যে আছে যে "In course of examining the Audit Reports, the Committee felt simply embarrasesd to locate some of the departments to which some of the paras and objections raised by the Accountant General concerned". এইরকমভাবে আজকে যদি সমস্ত রিপোর্ট দেখা যায় তাহলে অনেকগুলি ইরিগুলারিটিজ এবং ইরিলিভেন্ট ঘটনা আছে দেখা যায়। কাজেই মোটামুটিভাবে আজকে আমার এই সম্পর্কে বক্তব্য হচ্ছে যদি পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে থাকে, তাহলে আমাদের অফিসারদের যে বুরোক্রেসী মনোভাব আছে সেটা তাদের পরিবর্ত্তন করা দরকার। আমাদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি যেসব তথ্য দরকার মনে তাদের কাছে চেয়ে পাঠান সেগুলি তাদের দেওয়া দরকার। নতুবা শুধু মাত্র টি, এ, ডি, এ, নেওয়ার জন্য মাসে মাসে এই পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি ডাকার কোন সার্থকতা নেই। এই সম্পর্কে হাউসের চিন্তার প্রয়োজন আছে, বলে আমি মনে করি।

Mr. Speaker :—Will any other member speak ?

Shri Bidya Chandra Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির আমি একজন মেম্বার। মিটিংগুলিতে উপস্থিত থেকে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, যেসমস্ত তথ্য আমরা অফিসারদের কাছ থেকে চাই সেগুলি আমরা ঠিক ঠিক মত পাই না। আমি লক্ষ্য করেছি যে তারা মিটিংএ উপস্থিত পর্য্যন্ত হয় না। পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির মিটিংএর সময় তাদের অন্যান্য নানা রকম মিটিং থাকে। কোন কোন সময় তারা ত্রিপুরা রাজ্যেই থাকেন না। আমাদের মিটিং ডাকার পরে তাদের টুর প্রোগ্রাম বা মিটিং ইত্যাদির প্রোগ্রাম করা হয়। এতে তাদের দুর্নীতিকে ঢাকবার চেষ্টা করা হয়। সুতরাং এই ব্যাপারটা অ্যাসেম্বলীতে আলোচনা হওয়া অত্যন্ত দরকার। এই বক্তব্য রেখেই আমি শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would call on the Hon'ble Finance Minister.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য (অর্থ মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের সরকারের যে কর্ম্মচারী বা ডিরেক্টারস্, সেক্রেটারী তাদের সম্বন্ধে যা বলা হলো, যদি তাদের কাজে কোন গাফিলতি দেখা যায় বা কমিটি যদি রিকমেণ্ডেশন করেন বা রিপোর্ট দেন যে কোন ব্যাপারে কোন ত্রুটি হয়েছে তাহলে গভর্ণমেন্ট সেটা নিশ্চয়ই দেখবেন এবং যাতে তাদের কোন দোষ ত্রুটি না হয় সেজন্য তাদের সতর্ক করে দেবেন এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধে কমিটির যদি কোন রিপোর্ট থাকে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তা দেখব। আর পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি তাদের রিপোর্টে যে রিকমেণ্ডেশন করেছেন গভর্ণমেন্ট কোন্‌টা অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন বা কোন্‌টা পারেন না সেটা ইন ডিউ কোর্স গভর্ণমেন্টের ডিসিশন কমিটিকে জানানো হবে এবং যথা সত্বর সম্ভব সরকার সেই রিকমেণ্ডেশনগুলি সম্বন্ধে কি করেছেন সেটা কমিটিকে জানাবেন আমি এই আশ্বাস দিতে পারি।

Mr. Speaker : –The question before the House is the 3rd Report of the Public Accounts Committee on the Apropriation and the Finance Accounts of the Union Territory of Tripura and the Report of the Comptroller and Auditor General thereon be taken into consideration.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No voice)

'AYES' have it, 'AYES' have it.

The Motion is considered.

Now, I shall call on Shri Upendra Kr. Roy, Chairman to move his motion for adoption of the Report.

Shri U. K. Roy :—Hon'ble Speaker, Sir, I, the Chairman of the Public Accounts Committee, beg to move that the 3rd Report of the Committee on Public Accounts on the Appropriation and the Finance Accounts of the Union Territory of Tripura and the Report of the Comptroller and Auditor General thereon be adopted.

Mr. Speaker :—The question before the House is that the 3rd Report of the Committee on Public Accounts on the Appropriation and the Finance Accounts of the Union Territory of Tripura and the Report of the Comptroller and Auditor General thereon be adopted.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voice—'AYES')

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No voice)

I think 'AYES' have it. (PAUSE)

'AYES' have it, 'AYES' have it.

The motion is adopted.

Next item in the list of business is discussion on matters of urgent public importance for short duration on "the recent Mizo troubles at Vunmoon P. A. C. Camp at Jampai Hill and near about localities and also internal subversive activities."

Notice has been given by Shri Promode Ranjan Das Gupta.

I call on Shri Promode Ranjan Das Gupta to start discussion.

Shri U. K. Roy :—*Hon'ble Speaker, Sir on a point of order. On the very same subject there has been a Calling Attention notice in to-day's List* of Business. There is another for short discussion. Is this allowable ?

Mr. Speaker :—This can be allowed because Calling Attention was given due importance.

Shri U. K. Roy :—On the same subject even a question cannot be asked in the same session. Similarly a simllar resolution cannot be taken up by the House in course of one year and here on the very same subject there have been two things—one is Calling Attention Motion and another is a Motion for short discussion.

Shri T. M. Das Gupta :—(Minister for Health):—The usual procedure as raised by my Hon'ble friend Prof. U. K. Roy is that the similar two things should not come to the House in the same session, even in the same year. But I do not object to the decision of the Speaker. But normally we should follow a procedure that similar subject should not come. Usual convention in the Parliament is also this. If the Calling Attention Motion cannot satisfy the wishes of the members then with the permission of the Speaker the matter can be discussed. But normal procedure is when one motion is admitted another motion should not come on the similar subject.

Mr. Speaker :—I shall consider about your proposal.

Shri U. K. Roy :—I would add to the remarks of the Hon'ble Health Minister In connection with the Calling Attention the Hon'ble Chief Minister has made a lengthy detailed statement and it is covered by the points. After that I find absolutely no reason to discuss this. That would be sheer waste of time. Now as regards the point raised by the Hon'ble Health Minister that as because the Speaker has admitted this it should be discussed here I would like to say that the Members have right to ask about it, though the Speaker's ruling and direction is very powerful. But it is also restricted. If the Speaker disallows a resolution, it cannot be questioned, but

if he allows a resolution or motion it can be questioned or challenged.

Mr. Speaker :—Discussion on the subject was allowed before the Calling Attention Notice was received.

Shri U K. Roy :—Then one could have been, i. e. the Calling Attention Notice could be omitted.

Mr. Speaker :— I did not like to disallow the Calling Attention Notice because I thought that it was a matter of urgent public importance. Alright I shall consider about your proposal.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই বিষয়টির উপর বলবার আগে আমাদের মাননীয় প্রফেসার ইউ, কে, রায় যে প্রশ্নটা তুলেছেন এবং আমাদের মাননীয় হেল্‌থ মিনিষ্টার যেটা সাপোর্ট করেছেন সেটা আমি এগ্রী করি না। কারণ একটা হচ্ছে ডিসকাশন অন দি মেরিটস এণ্ড ডিমেরিটস সম্বন্ধে আর কলিং এ্যটেনশান হচ্ছে একটা ষ্টেটমেন্ট অফ ফ্যাকটস এ্যাজ ডেসক্রাইব্‌ড বাই দি মিনিষ্টার কনসার্নড এবং তাতে অনেক সময় অনেকগুলি পয়েন্ট কাভার করে না। কলিং এটেনশান দিলেই ডিসকাশনের প্রয়োজন হয় না সেটা আমি একমত হতে পারি না। হাউ এভার, আজকে আমি যে বিষয়টির উপর আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে ১৬ই নভেম্বর, ১৯৬৭ সাল, জামপুই রেন্‌জে যে ঘটনা ঘটে গেল, ভানমুন পি, এ, সি, ক্যাম্পে সাতজন জোয়ান তাদের জীবন দিল, কাদের হাতে? মিজো বিদ্রোহীদের হাতে। কিন্তু তার পূর্ব্বে এমন অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে সেখানে। গরু চুরি করে নিয়ে যাওয়া, জোর করে টাকা আদায় করা, জমপুই হিলের অপর পার'এ লুসাই পাহাড় থেকে এসে সব সময় এইসব ঘটনা ঘটিয়েছে। তারপর আরেকটা জিনিষ যেটা আমি এখানে উপস্থাপিত করতে চাই সেটা হচ্ছে জম্প্‌ুই হিলের উপর যে তিনটি ভিলেজ, সেই ভিলেজের সাথে লুসাইরা সেখানে ক্যাম্প করছে এবং ১০০ জন লোক এসে সেই ক্যাম্প ওভার রান করে নিয়ে যায়। আমার কথা হচ্ছে আজকে যেখানে মিজো ট্রাবল দেখা দিয়েছে সেখানে আমাদের উচিত ছিল পি, এ, সি, ক্যাম্পকে আরো ষ্ট্রেংদেন করা এবং সেটা পূর্ব্বেই এনটিসিপেট করা। আমার ডিসকাশনের বিষয় বস্তু হচ্ছে সেখানে। কারণ এই যে ৭জন জোয়ান প্রাণ দিল তার কারণ হল আমরা যখন জানি যে যেখানে ১০০ জন লোক আক্রমণ করেছে, সেখানে আমাদের ভিতরে অপপ্রচার চালান হচ্ছে যে মিজো এলাকা হচ্ছে স্বাধীন এবং তার উপর দাবী হচ্ছে ত্রিপুরার জম্প্‌ুই পাহাড়, সেই দাবী করা সত্ত্বেও সেই দিকে আমাদের যেখানে এখন এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য ডিপলয় করছি তা তখন সেখানে করা হয়নি কেন? মিজোদের এতবড় বিদ্রোহ চলছে যে বিদ্রোহ দমন করতে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট এবং আসাম গভর্ণমেন্ট পর্য্যন্ত হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে সেখানে আমাদের কাঞ্চনপুর থেকে জম্প্‌ুই পাহাড় পর্য্যন্ত একটা রাস্তা নাই, পায়ে হেঁঠে মিলিটারী ইকুইপমেন্ট কাঞ্চনপুর থেকে জম্পুই পাহাড়ে নিয়ে যেতে হয় এই যে ফোরসাইটের অভাব সেটাই সেখানে পরিলক্ষিত হয়েছে। শুধু তাই নয় আরও একটা জিনিষ এর ভিতর থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে আমাদের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ সেখানে সেইভাবে কাজ করতে পারে নাই।

এই জন্যই ৪০ কিলোমিটার দূরে এবং কাঞ্চনপুর থেকে ১০ মাইল দূরে একটা ব্রীজ আগুন দিয়ে তারা পুড়িয়ে দিয়ে যায় এবং সেই ব্রীজের নিকটেই ছিল রিয়াং বস্তী, তারাই পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে, সমস্ত ব্রীজেই গার্ড রাখা হয়েছে এই অবস্থায় সেই জায়গায় সেই সমস্ত ব্রীজে কোন গার্ড রাখা হয় নাই। আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে আমরা সরকারের কাছে গঠনমূলক ভাবে যে সমালোচনা করছি তাতে আমাদের এই সমস্ত বিষয়গুলি আরও শক্তিশালী হবে। সেই সমালোচনার মধ্যে আমি আরও কতকগুলি কথা টেনে আনছি। আমাদের এই যে মিজো আন্দোলন, তার সাথে সাথে সারা ত্রিপুরায় যে সাংক্রাক দল পেম্পলেট দিয়েছে তাতে সমস্ত নন ট্রাইবেলকে ত্রিপুরা ছেড়ে যেতে হবে এশে নভেম্বরের মধ্যে। শুধু তাই নয় আমি আমবাসা এবং কলাইএ দেখেছি যে প্রত্যেক মিশনারীতে অনেক অপরিচিত লোক আনাগোনা করে। আজকে মিশনারীগুলির উপর আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। কারণ আমরা দেখেছি যে প্রত্যেক আন্দোলনের পিছনে মিশনারীগুলি যুক্ত আছে এবং তারাই আন্দোলনের ইন্ধন যোগাচ্ছে। নাগা বিদ্রোহই হউক, মিজো বিদ্রোহই হউক আর উপজাতি বিদ্রোহই হউক প্রত্যেকটির ব্যাক গ্রাউন্ড যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে প্রত্যেকটির পিছনে মিশনারীরা রয়েছে। কিন্তু আজকে সেই মিশনারীদের সম্বন্ধে আমাদের সজাগ ও সতর্ক থাকা এটাই হচ্ছে আমার আলোচনার বিষয় বস্তু। সরকারের ইনটেলিজেন্স বিভাগের এইসব মিশনারীর উপর নজর দেওয়া দরকার। তারপর আরেকটা জিনিষ এই ডিসকাশনের মধ্যে নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে যখন মিজো ট্রাইবল, নাগা ট্রাইবল চলছে, তখন ত্রিপুরার ভিতর যে একটা বিচ্ছেদ পলিসি, একটা প্রচার চলছে সাংক্রাক পার্টি নামে যদিও সেটা ডিসওউন করা হচ্ছে, সেই ডিসওউন করা সত্ত্বেও তাদের যে কার্যকলাপ, যে কার্যকলাপ আজকে ত্রিপুরা সরকারের নামে অপপ্রচার চলছে তাতে একটা বিরাট বিশৃঙ্খল সৃষ্টি করছে। মিজো সিচুয়েশানের দিকে লক্ষ্য রেখে এইরকম বিভ্রান্তিকর প্রচার যাতে বন্ধ থাকে, আজকে সরকার পক্ষ থেকে আমি এই আবেদন রাখব। সাংক্রাক ত্রিপুরায় যে উপজাতী মুভমেন্ট সেটা আজকে কেন? আমি যখন কলাইর দিকে গিয়েছিলাম তখন একটি ছেলের সংগে আমার আলাপ হয়েছিল. খৃষ্টান মিশনারীর এক বাংগালের সঙ্গে তার কথা থেকে এটা বুঝা যায় যে মিজোর বিষ আমাদের ত্রিপুরার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। তাই আজকে এই আলোচনায় আমাদের চক্ষু খুলে দেওয়া উচিত। আমি আরেকটা আবেদন রাখব যে কাশ্মীর থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত রাস্তা হয়ে যেতে পারে তাহলে আমাদের কাঞ্চনপুর পর্যন্ত কেন রাস্তা করা যাবে না?

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M.

The Member speaking will have the floor.

Mr. Speaker :— Hon'ble Member Shri Promode Ranjan Das Gupta is to continue his speech.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মিজো trouble সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেটা হচ্ছে দসদা এবং দামছড়া থেকে যে সব মিলিটারী যাচ্ছে তাদের রসদ, arms & ammunition যে সব লোক মাথায় করে নিয়ে যায়, তারা ফেরার পথে লুণ্ঠিত হয়, এমনকি অপহৃতও হয়। আজ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তা আমরা জানি না। শুধু তাই নয় যখন ঘটনা ঘটে তখন এই দামছড়া থেকেই "স্যাংক্রাকের" Pamphlet বিলি করা হয়। প্রায় একশতের উপর Pamphlet সেখানকার থানা মারফত সীজ করা হয়। এই জাম্পুই এলাকা আজ মিজোরা তাদের এলাকা বলে দাবী করছে। শুধু তাই নয়, তারা শপথ নিয়েছে যে এই এলাকা তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত করবে। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি জানি আমার এই কথায় হয়ত অনেকের মনে আঘাত লাগবে। আজকে ত্রিপুরার সংহতি ও ভৌগলিক অবস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর আসিয়াছে। আমাদের চিন্তা করতে হবে এই সব প্রচার পত্র কি করে দামছড়া থেকে আমবাসা এমন কি তেলিয়ামুড়া পর্য্যন্ত পৌঁছল। শুধু তাই নয় আজকে প্রত্যেকটি মিশনারী এলাকায়, এমন কি আগরতলা মিশনারীর প্রতি ও আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখার সময় এসেছে। প্রয়োজন হলে তাদের এখান থেকে সরাইয়া দিবার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করছি। কারণ দেশকে আমাদের রক্ষা করতেই হবে। আরেকটি বিষয়ে হাউসকে লক্ষ্য করতে বলছি যে মাছমাড়া ও কাঞ্চনপুরের মধ্যে যে পুলটি পোড়াইয়া দেওয়া হল এবং তা পোড়াইবার কিছুক্ষন পূর্ব্বে D. M. সেই রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলেন। D. M. ও I. G. P. যাবার পরই পুলটি পোড়াইয়া দেওয়া হয় সেই পুলটি পোড়াইয়া দেওয়ার সময় বড় বড় চোঙা দিয়া যে কেরোসিন দেওয়া হইয়াছিল তাহাও পাওয়া যায়। আমি এই কথাই প্রশ্ন করছি যে কাঞ্চনপুর সেখানে থানা আছে, সেখানে এই পুলটিকে কেন সংরক্ষিত করা হল না, সেইটাকে Guard দেওয়ার ব্যবস্থা কেন করা হল না, সেটা আমার কাছে বোধগম্য হচ্ছে না। আমাদের শিক্ষা হওয়া উচিৎ। পাকিস্তানের আক্রমণ, চীনের আক্রমণ, নাগা, মিজো এই সব troubles এর পরেও যদি আমরা শিক্ষা না পাই তাহলে ত্রিপুরার অবস্থা ভয়াবহ হবে। এই ত্রিপুরার কোন কোন দল যে seperatist movement করছে সেই movement মিজোদের আক্রমণ এবং Jumpai Hill-কে তার এক্তিয়ারভুক্ত করবার যে একটা অপপ্রয়াস তাতেও ইন্ধন জোগাবে। এই দিক দিয়ে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। আজকে দেখতে হবে ত্রিপুরার সংহতি, তার Geographical Unity, এইটাকে যে ভাঙ্গতে চায়, ত্রিপুরাতে Seperatist movement যারা করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা সরকারের করা উচিত।

আজকে পত্র পত্রিকায় দেখা যায় মিজো থেকে একটা বিপুল অংশ চীনে গিয়েছে training নিবার জন্য এবং চীন ও পাকিস্তান তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছে। আজকে যদি

বসুমতী পত্রিকা দেখেন তাহলে সেখানে দেখতে পাবেন যে পাকিস্তান এবং চীন এই মিজোদের স্বাগত জানিয়েছে। এতএব আমরা ভিতরে এবং বাইরে উভয় শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত এবং উভয় শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। আজকে তাই আমার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আমি শুধ একটি কথাই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে under estimation আমরা করেছি তারজন্যই আজকে মান্দুংএ এই অবস্থা। আজকে রাস্তাঘাট নেই Military movement এর জন্য। এর চেয়ে দুঃখজনক ও কলঙ্কজনক আর কিছু হতে পারে না। কারণ যদি রাস্তাঘাট না থাকে তাহলে এই যে যুদ্ধ বা বিপ্লব চলছে তাকে আটকানো যাবে না। আজকে তাই আমি আমার Discussionএর মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের মাধ্যমে ভারত সরকারকে সীমান্ত রক্ষার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করতে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দেশের ভিতরে এবং বাইরের যে আক্রমণ তাকে মোকাবিলা করার জন্য আমি আমার Discussion এর মাধ্যমে আবেদন রাখছি।

Mr. Speaker ;—Now I call on Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma, M.L.A

Shri Aghore Deb Barma, M.L.A :—মাননীয় Speaker মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত যে প্রস্তাব এনেছেন তার উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে একটি জিনিষ লক্ষ্যনীয় যে গত বিশ বৎসর ধরে অর্থাৎ ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ত্রিপুরা রাজ্য এমন একটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে যার তিনদিকে রয়েছে পাকিস্থানের সীমানা। অথচ সীমান্তবর্তী রাস্তাগুলি এখনো ভালভাবে গড়ে উঠেনি। ইতিপূর্ব্বে বিধান সভায় সীমান্তবর্তী রাস্তাগুলি ও পুলগুলি যথাযথভাবে করার জন্য বহুবার আলোচনা করেছি এবং বিভিন্ন প্রস্তাবের মাধ্যমে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকষণ করেছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ও রাস্তাঘাট ভালভাবে তৈরী হয় নি। অথচ সরকার তাদের অকর্মন্যতা ও অপ-দার্থতা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আজকে মিজো পাহাড়ের একটি বিচ্ছিন্ন এলাকায় একটা ঘটনা ঘটেছে। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। অর্থাৎ এই ঘটনার পর সরকারের হোমরা চোমরা ও বিধানসভার বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন বক্তৃতা দিচ্ছেন। মিজো পাহাড়ের ঘটনার কথা বাদ দিলেও আমাদের আশে পাশে প্রায়ই যে সমস্ত ডাকাতি হচ্ছে সেগুলিও চেক দিতে পারছেন না এই অপদার্থ সরকার। এমনও ঘটনা আছে, মুখ্যমন্ত্রী নিজেও জানেন যে জনসাধারণ ডাকাতদের অনেককে চিনে, জানে অথচ সরকারের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে কোন Action নেওয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ আজকের এই সরকার মানুষের জীবনের নিরাপত্তা টুকু রক্ষার জন্য সামান্য দায়িত্ব ও পালন করতে পারেন না। আজকে ডাকাতদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে ও সাধারণ মানুষ সাহস করে না এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সরকার ডাকাতদের তো ধরতে পারেনই না অথচ সাধারণ উপজাতাদের পাইকারী হারে Arrest করে নিয়ে আসে। আর একটা কথা হচ্ছে স্যাংক্রাক নামক একটা পার্টি নাকি নোটিশ দিয়েছে যে ২৫ নভেম্বর বা ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত বাঙ্গালাকে ত্রিপুরা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

ত্রিপুরার মধ্যে কোন Political Partyর এমন মাথা খারাপ হয়নি যে এ ধরণের নোটিশ দিতে পারে। আজকে সমস্ত উপজাতীরা সংবিধান অনুসারে ৫ম তপশীলমতে তাদের গণতান্ত্রিক দাবি Establish করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই স্যাংক্রাক নামক দলটির যে কার্য্যকলাপ তা সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেওয়ার একটা অপচেষ্টা মাত্র। যাতে উপজাতীরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন না করতে পারে স্যাংক্রাকের মাধ্যমে তার একটা রাস্তা তৈরী করা হচ্ছে। আমি বলব This is nothing but Conspiracy against the Democratic movement. আজকে সরকার সমস্ত ঘটনা জেনেও culpritদের ধরার কোন ব্যবস্থা করছে না। আজকে এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরার মধ্যে আমরা যদি মিটিং মিছিল করি তাহলে জনসংখ্যা থেকে I.B.র সংখ্যা বেশী হয়। দেখা যায় সরকার এই ব্যাপারেই বেশী তৎপর। অথচ যারা এই সমস্ত বে-আইনী কাজ করছে তাদের সরকার জেনেও ধরছে না। এর root যে কোথায় সরকার ইচ্ছা করলেই বের করতে পারতেন এবং সরকার এ সমস্ত জানে। খুব সম্ভবতঃ এটা সরকারেরই একটা ষড়যন্ত্র বলে আমি মনে করি। কারণ বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে আমরা দেখেছি যে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটা রিপোর্ট বের করা হয়েছিল যে হাজার শান্তিসেনা ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলে নাকি সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য তৈরী হয়েছিল। এটা একটা অজুহাত। অর্থাৎ ত্রিপুরার জনসাধারণ যে গণতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন করতে চায় সেই আন্দোলনকে Sabotage করার একটা ষড়যন্ত্র। আজকে যদি কোন উপজাতী এ ধরণের ঘটনা করত তাহলে নিশ্চয়ই তাদেরকে ধরপাকড় করা হত। এই সমস্ত ব্যাপারে concrete ঘটনা দিয়া case করা চলে। কারণ আমরা জানি ত্রিপুরার মধ্যে যে সমস্ত পাহাড়ী আছে তারা যে কোন সম্প্রদায়েরই হউক তারা অত্যন্ত সরল এবং সহজ। তাদের মাথায় এই সমস্ত চিন্তা ঢোকার কোন প্রশ্নই উঠেনা। এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাব তারা কোন সময়ই পোষণ করত না। আজকেও তারা পোষণ করে না। কাজেই এই দিক দিয়ে আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে যারা এই সমস্ত ষড়যন্ত্র করছেন—কিছুক্ষন আগেও কংগ্রেসের একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে দামছড়াতেই নাকি এই সমস্ত ঘটনার উৎপত্তিস্থল। সেখানে যারা এই চিঠি বা নোটিশ Serve করেছিল তাদের হাতের লেখা নাকি I. B.র লোকেরা থানার O.Cর নিকট নিয়ে identify করানো হয়েছিল। সকলেই প্রমান করেছে যে লেখাটা ঐ লোকটারই হাতের লেখা। অথচ তাকে ধরা হয় নাই। কারণ সেই লোকগুলি কারা? আমাদেরই একজন মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে একজন মণিপুরী আর একজন নাকি বাঙ্গালী। কাজেই আজকে ঘটনাটা যদি জানাই হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে arrest করার কোন অসুবিধাই নাই। কিন্তু সরকার এই সম্পর্কে একেবারে নিশ্চুপ নিস্তব্ধ। কাজেই আজকে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে যে ত্রিপুরাতে সংবিধান স্বীকৃত যে সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে তাকে দমন করার জন্যই সরকার এই সমস্ত ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভাল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ৫ম তপশীলের দাবী যারা করে তারা উপজাতীদের মধ্যে একটা পেটি বুর্জ্জয়া ক্লাসের সৃষ্টি করতে চায়। অর্থাৎ উনার বক্তব্য হলো To defend the Pety Burjua class amongst

the Tribals তিনি কোথায় যে উপজাতিদের মধ্যে ধনীক শ্রেণী দেখলেন আমি জানি না। উপজাতীদের মধ্যে ধনী লোক হয়ত দু একটি থাকতে পারে এবং তারা হয়তো উপজাতীদেরও শোষণ করে। কিন্তু তারা সংখ্যায় কতজন? খুব নগণ্য। আমরা নিশ্চয়ই সেই সমস্ত শোষণকে বন্ধ করতে চাই। আমি বলতে পারি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর যে সমস্ত সাকরেদ, আমি অবশ্য নাম বলতে চাই না। কারণ আমাদের Rules of Procedure এ নাম বলা অনুচিত। তিনি নিজেই জানেন উনার বন্ধু বান্ধব, ঘনিষ্ট যে সমস্ত লোক গোলাঘাটিতে আছে তারা ১৫।২০ হাজার পাট চাষীকে অগ্রিম দাদন দিয়ে সমস্ত উপজাতী কৃষকদের ধান পাট সংগ্রহ করছে এবং প্রতি বৎসরই করে আসছে। উনি তা জানেন এবং Zonal S. D. O.র কাছে এসম্পর্কে দরখাস্তও করা হয়েছে। কিন্তু তিনি বুক ফুলিয়ে চিৎকার করে বলে থাকেন দাদন নাকি বে-আইনী, এটা নাকি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আসল কথা হলো কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। মুখ্যমন্ত্রীর বন্ধু বান্ধবরাই ৫ টাকা দাদন দিয়ে ৩০।৪০ টাকার ধান উপজাতী কৃষক-দের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। দাদনদারদের স্বার্থ রক্ষার্থে এবং পুলিশ শাসন কায়েম রাখার জন্যই এই সমস্ত করা হচ্ছে। আজকে উপজাতীর স্বার্থ দেখতে হলে সেখানে কংগ্রেস কমিউনিষ্ট এর প্রশ্ন তুললে হবে না। তাদেরকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। (Interruption) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কথা প্রসঙ্গে এই সমস্ত প্রশ্ন আসবেই। যাহা হউক এখানে আর একটি point আছে internal sub-versive activities. আজকে যদি এসব প্রশ্ন বাদও দেই—ধরুণ rival Mizu group আছে, তারা boarder এর কাছাকাছি থাকে যথা সময়ে এসে এই সমস্ত গণ্ডগোল করে। তাদের উৎপাত থেকে জনসাধারণকে বাঁচানো তো দূরের কথা তাদের উৎপাত থেকে নিজেদেরই রক্ষা করতে পারছে না। আজকে একটি ঘটনার কথা বলছি। বাইখোড়া থেকে রাজনগরে ১০ জন জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। সেটা বর্ডার এলাকা। সেখানে চাষ করার পর ধান যখন পাকল তখন যথা সময়ে এসে পাকিস্থানীরা ধান কেটে নিয়ে গেল। বর্ডারের পাহারা-দাররা তো আছেই। কিন্তু তারা থেকেও নেই। ধান কাটার সময়ে আমাদের রাজ্যের কৃষকদের সাহায্য করার ব্যাপারে তারা নাই। বর্ডার পাহারার জন্য পুলিশের কোন অভাব নাই। কিন্তু কোথায় পাহারা দেয়? পাহারা দেয় ময়নারমা, মনুর তিতরে, গণ্ডির ফরেষ্ট রেঞ্জারের অফিসে এই সমস্ত জায়গায় B. M. P., P. A. C.' A. P. S. P. প্রভৃতি camp করে বসিয়ে রাখা হয়েছে। বর্ডার পাহারা দেওয়াই যদি মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে বর্ডারেই রাখ। কিন্তু রাখা হয়েছে কোথায়? না ছৈলেংটা, মনু, বীর-চন্দ্র বাজার এই সমস্ত জায়গায়। কিন্তু রাজ নগরে রাখা হবে না। আজকে আমাদের রাজ্যে যে অবস্থা চলছে তাকে রীতিমত অরাজকতা বলা যায়। এটা সরকারী শাসনের অপদার্থতাই প্রমাণ করে। ডাকাতরা হামেশাই ডাকাতি করে যাচ্ছে। কিন্তু এর প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নেই। সরকারের এই অপদার্থতা চাপা দেওয়ার জন্য জনসাধারণের উপর দোষ চাপাবার একটা অপচেষ্টা চিরকালই চলে আসছে। বহুদিন সময় পাওয়া সত্ত্বেও বর্ডারের

রাস্তাঘাটগুলি এখন পর্য্যন্ত ঠিকভাবে তৈরী হয় নাই। ব্রীজগুলি অনেক জায়গায় ভেঙ্গে পড়ে আছে। পাকিস্থানের আক্রমণ ও মিজো ট্রাবল্‌স তো লেগেই আছে। অথচ সীমান্ত রাস্তা তৈরীর দিকে সরকারের কোন নজরই নাই! এদিকে বাজেটে এ ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ টাকা ধরা আছে। একটার পর একটা পরিকল্পনা চলছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, এই হলো অবস্থা। এই সরকারের অপদার্থতার কথা আর বেশী করে বলার প্রয়োজন নেই। সীমান্ত রক্ষা করা, interrior এর জনসাধারণের ধন সম্পত্তি রক্ষা করা, সব কিছুই আজ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। এই সমস্ত ব্যর্থতার গ্লানি জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দেওয়ার tendency সরকারের সব সময়ই আছে।

Mr. Speaker :—Now I would call on Shri Sunil Chandra Dutta.

Shri Sunil Chandra Dutta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত এখানে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, তার জন্য আমি উনাকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই আলোচনার প্রয়োজন আছে। এই ঘটনাটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে যেন সরকার মনে না করেন। ভানমুন ক্যাম্প আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের একেবারে অভ্যন্তরে অবস্থিত। যেখানে P. A. C. camp এ হানা দিয়ে আমাদের যে santry ছিল তাহাকে নিহত করে এবং camp এ যে সব অস্ত্র ছিল, সেগুলি নিয়ে পালিয়ে যায়। যদিও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর statement এ আমরা জানতে পারি যে সেই সব দুস্কৃতিকারী পরবর্ত্তীকালে ধরা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অপহৃত অস্ত্রও পুনরুদ্ধার করা হয়, কিন্তু যে সমস্ত অমূল্য প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে তার কোন তুলনা নেই। ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ ঘটনা না ঘটতে পারে তার জন্য জোড়দার ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব। এই যে সমস্ত দুর্ভেদ্য এলাকা, ২০ বৎসরের মধ্যে সে এলাকায় ভাল পথ ঘাট তৈরী করতে পারেনি এবং সে এলাকায় যাতায়াত হাটা পথের উপর নির্ভর করতে হয়। সেই এলাকার যেখানে গাড়ী যায় না, সেখানে গাড়ী যাতায়াতের উপযোগী রাস্তা-ঘাট দ্রুত তৈরী করার জন্য আমি অনুরোধ করব এবং তা হলেই ভবিষ্যতে এই রকম ঘটনা না ঘটার সম্ভাবনা আসবে। শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা একজন রাজনৈতিক কর্মী, আমার মনে হয় তিনি নিজের কথাই বলেছেন যে মিজোরা ত্রিপুরার এই এলাকা দাবী করে, ভারত সরকারের সঙ্গে তাদের আলাপ আলোচনা শেষ হয় নি, তারা তাদের নিজেদের পথ বেছে নিয়েছে। এই পথ বেছে নেওয়াটা ঠিক হয়েছে কি বেঠিক হয়েছে সে সম্বন্ধে উনি কোন বক্তব্য রাখেন নাই। তার বক্তব্য শুনে মনে হয় যেন তাদের এ পথ বেছে নেওয়াটা ঠিকই হয়েছে। ত্রিপুরার যে অঞ্চল তারা দাবী করেছে তাও ঠিক হয়েছে। ইতিহাস যদি পর্য্যালোচনা করি তা হলে দেখি জাম্পুই পাহাড় ত্রিপুরারই একটা অংশ এবং কাছাড় জেলার কিছুটা অংশ ব্যতিত মিজো পাহাড় ত্রিপুরারই অংশ বিশেষ ছিল। গত শতাব্দীর শেষ দিকে ১৮৭২ | ১৮৭৩ সালে সমগ্র লুসাই পাহাড় ও কাছাড়ের কিছু অংশ ব্রিটিশরা দখল করে নেয়। সেখানে গোলমাল হয় এবং মিশনারীরা প্রাণ হারায়। ভারত সরকার ত্রিপুরার রাজার নিকট পত্র দেন যে তোমাদের

রাজ্যে আমাদের লোক নিহত হয়েছে, তার ব্যবস্থা কর। মহারাজার মন্ত্রীমণ্ডলী মহারাজকে উপদেশ দিলেন যে আপনি ভারতসরকারকে জানান যে, যে এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে সেই এলাকা আমাদের ত্রিপুরার অংশ নয়। এইভাবে একটা ঘটনা ঘটেছিল। যদিও পরবর্ত্তীকালে মহারাজা লুসাই পাহাড়ের উপর আধিপত্য আনার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাহা সম্ভবপর হয়নি। মিজোরা যে দাবী করছে যে জাম্পুই পাহাড় তাহাদের অংশ, প্রকৃতপক্ষে তা নয়। জাম্পুই পাহাড় পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী এইসব জেলার কিছু কিছু অংশ নিয়াই এ ত্রিপুরা রাজ্য গঠিত। মাননীয় শ্রীঅঘোর দেববর্মা বলেছেন যে মিজোরা Jampai hill দাবী করিতেছেন--প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়, এই অঞ্চল ত্রিপুরারই অংশ। মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা এই প্রসঙ্গে সমস্ত দোষ সরকারের উপর চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—সরকার অপদার্থ, দীর্ঘদিন যাবৎ রাস্তাঘাট করেননি এবং তার জন্যই এই সব গোলমাল, চুরি ডাকাতি ইত্যাদি। ভারত অন্তর্ভূক্তি হওয়ার আগে ত্রিপুরা রাজ্যে কি রাস্তাঘাট ছিল, তাহা মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন, আর বর্ত্তমানে কয় হাজার মাইল রাস্তাঘাট হয়েছে, কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, কি পরিমাণ পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়েছে, এই সব তথ্য মাননীয় সদস্য মহোদয় নিশ্চয়ই অবগত আছেন। আমাদের আরো হাজার হাজার মাইল রাস্তা তৈরী করার প্রয়োজন আছে। চুরি, ডাকাতি সম্বন্ধে বলেছেন যে ভয়ে অনেকেই নাম বলতে সাহস পায়না, এই যে একটা অবস্থা সেটা আজকের কথা নয়। এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে মাননীয় সদস্য যে দলভূক্ত তাদের লোকদের হইতেই। কমিউনিষ্ট পাটি ১৯৫২-৫৩ সালে যে দল গঠন করেন তাদের দ্বারাই শত শত লোক নিহত হন। বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে, ডাকাতের নাম বলতে সাহস পায়না। সেই সময় জনসাধারণ কমিউনিষ্ট পার্টির উপদ্রবের জন্য অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন, কোন রাস্তাঘাট তখন ছিল না। তারা চাঁদা চাহিলে যদি কেহ না দিত তাহা হইলে রাস্তাঘাটে চলাচল করিতে পারত না। আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার জন্য ত্রিপুরারাজ্যে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই দায়ী। ইলেকসনে হেরে গিয়ে তারা এখন সমস্ত রাজ্যে একটা অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাইছে। এইখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বলেছেন যে চুরি ডাকাতি হলে পরে যদি তা রিপোর্ট করা হয় তবে পুলিশ তদন্তক্রমে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়। পুলিশ যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন না, এই কথা সত্য নয়। স্যাংক্রাক দল নাম দিয়ে যে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় তাতে বলা হয়েছে যে যারা tribal নয় তাদের চলে যাওয়ার জন্য। তারা অবশ্য নাম বলেন নি। অবশ্য বলেছেন একজন বাঙ্গালী, একজন মণিপুরী এর সঙ্গে লিপ্ত। এই যে দায়ীত্বজ্ঞানহীন উক্তি—এই স্যাংক্রাক ত্রিপুরাতে নূতন নয়। সম্ভবত ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয় ঠিক সেই সময়ে কিছু লোক এই স্যাংক্রাক সৃষ্টি করে। তাদের ধারণা ছিল এবং তাদের কার্য্যক্রম ছিল যে অ-পাহাড়ী যারা, বাঙ্গালী যারা তাদেরকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। সেই কার্য্যক্রমই গ্রহণ করেছিল Communist Party ১৯৫০-৫১ সালে। যে আগন্তুক বাঙ্গালীরা আমাদের স্থান দখল করে নিচ্ছে, আমাদের ঐক্যের পথে এটা একটা অসুবিধা হবে। আজকেও আবার সেই স্যাংক্রাক দলের উৎপত্তি হয়েছে। মাননীয় সদস্য.

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা আলোচনায় বললেন যে একজন বাঙ্গালী ও একজন মনিপুরী এতে লিপ্ত আছে। আমি মনে করি অঘোর বাবুর মত লোকের পক্ষে এই পবিত্র বিধান সভায় এই ধরণের দায়ীত্বজ্ঞানহীন উক্তি সাজে না।

বর্ডার সিকিউরিটি সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা বলেছেন। আমি বলব এই সব force এ যারা আছেন তারা প্রতিনিয়তই আমাদের সীমান্ত প্রহরার কাজে ব্যস্ত আছেন এবং তারা সীমান্তে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং ত্রিপুরার নিরাপত্তার জন্য তারাই দায়ী। পুলিশের লোকজনও এই বর্ডার সিকিউরিটির পাশে আছে out post এ। আর এর জন্যই ১৯৫২ সালের মত Communist partyর উৎপীড়ন ও অত্যাচারের ভয় আজকে নেই। উনার মতে হয়ত এই সব থাকার দরুণ উনাদের অসুবিধা হচ্ছে। তিনি অবশ্য বলেছেন যে বিভিন্ন মহকুমার শহর ও গ্রামাঞ্চলে উনাদের ৩৫ হাজার শান্তি সেনা ছিল সেই জন্য প্রয়োজন হলে বিভিন্ন জায়গায় সভা সমিতিতে সেই শান্তি সেনাদের ৫/১০ হাজার সমবেত করতে পেরেছেন। তা বেশ করেছেন। কিন্তু শান্তি সেনা যে ছিল না একথা তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না। শান্তি সেনাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না। কাজেই বর্ডার সিকিউরিটির যারা সীমান্ত রক্ষায় সদা ব্যস্ত আছেন তাদের উপর কটূক্তি করে কোন রকম লাভ হবে বলে আমি মনে করি না। যে ঘটনা ভানমুণে ঘটেছে তার পুনরুক্তি যাতে না হয় তারজন্য সরকারকে অনুরোধ করব, মন্ত্রীমণ্ডলিকে অনুরোধ করব এবং বলব ঐ সব ঘটনা প্রতিরোধের জন্য ঐ সব অঞ্চলে যাতে রাস্তা ঘাট তৈরী হয় তার দিকে দৃষ্টি রাখেন। sabotage করার জন্য কিছু লোক উদগ্রীব আছেন। ৫ম তপশীল আলোচনায় তারা যা বলেছেন তা উপজাতিদের স্বার্থের জন্য নয়, নিজেদের স্বার্থের জন্য এবং কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য যারা প্রথম সারীর নেতা কিছুদিন জেলও খেটে এসেছেন এবং নির্ব্বাচনে হেরে গেছেন তারা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এই সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলেছেন। এই ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য তারা হয়ত অনেক দূর অগ্রসর হবেন। ৫ম তপশীল উপজাতিদের কোন কল্যাণেই আসবেনা এ কথা উনারাও অবহিত আছেন। এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের একটি অংশে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে এদের খুব বেশী উপকার হবে বলে যারা মনে করেন তারা ভ্রান্ত। আজকের দিনে ত্রিপুরার যে সব উপজাতি শিক্ষায় দীক্ষায় অগ্রসর হচ্ছে তাদের স্বার্থ অ-উপজাতীয়দের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত এবং একাত্ম। তপশীলের যে দাবী, নিজেদের সেটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার জন্য এবং একটি প্রথম শ্রেণীর রাজ্যে যেমন বাংলা বিহার বা উড়িষ্যা এই সব রাজ্যের জন্য যে ব্যবস্থা কার্য্যকরী সেই ব্যবস্থা একটি ৪ হাজার বর্গ মাইলের অঞ্চলে সম্ভবপর নয়। এই কথা বিরোধীদলের সদস্যরা জানেন। মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা বিশেষ করে জানেন। কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে তারা এই পঞ্চম তপশীলের গলাবাজী করেন। কাজেই যে সব কথা মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর চন্দ্র

দেববর্ম্মা উল্লেখ করেছেন সে সব কথা আজকের যে আলোচনা তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক না অপ্রাসঙ্গিক ? (noise)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর বেশী সময় নেব না। আমি শুধু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব যাতে ভবিষ্যতে এই ধরণের কোন ঘটনা না ঘটে। তারজন্য যে যে ব্যবস্থা আমাদের অবলম্বন করা দরকার তা যেন অবলম্বন করা হয় এবং ত্রিপুরার ভিতরে যাতে অন্তর্ঘাতমূলক কার্য্য কলাপের কোন প্রশ্রয়ের সুযোগ কোন লোক না পায় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব।

Dy. Speaker.—Now.I call on Hon'ble member Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Shri Bidya Chandra Deb Barma M. L. A.—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ দাসগুপ্ত মহাশয় Vanmoon পুলিশ camp সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন আমি তার উপরে আর একটি বক্তব্য রাখতে চাই। Vanmoon পুলিশ camp এর যে ৭ জন সিপাই মারা গেছে তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আর তাদের পরিবারবর্গের নিকট আমার সমবেদনা জানাইতেছি। ভারতবর্ষের মধ্যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের একটি জায়গায় ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে যে ঘটনা ঘটছে সেগুলি দৈনিক আমরা খবরের কাগজে দেখতে পাই। কোন সময় মিজোরা নিহত হয়, কোন সময় ভারতীয় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। কিন্তু ভারতীয় লোকের সাথে ভারতীয় লোকের এই যে একটা সংঘর্ষ এটা একটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। কাজেই সেই দিক থেকে—আমাদের ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ—প্রশ্নটা এখানে নয়। যদি কোন বিদেশী রাজ্য আমাদের দেশ আক্রমণ করে তখন তাকে প্রতিরোধ করা এটাই আমাদের নিয়ম। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের যুদ্ধ এটা বড় সাংঘাতিক ব্যাপার, বড়ই দুঃখ জনক ব্যাপার। কারণ আমরা জানি মিজোরাও আমাদের মত ত্রিপুরীদের মত অনগ্রসর উপজাতি। ২০ বৎসর ধরে আমাদের ভারতবর্ষে কংগ্রেস সরকার শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চারিদিক থেকে বিভিন্ন ধরণের বিক্ষোভ ফুটে উঠছে। নাগাতে তারা স্বাধীন নাগা ভূমি চায়। মিজোতে তারা স্বায়ত্তশাসন মিজো চায়। ঠিক ঐ রকম ভাবে অন্যান্য জায়গায় ও বস্তার হইতে সাঁওতাল পরগনা পর্য্যন্ত অনেকগুলি রাজ্যেই এই রকম ভাবে একটা বিক্ষোভ ফুটে উঠছে। কাজেই ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ভারতের সৈন্যদের আক্রমণ সেটা একটা অশান্তিজনক ব্যাপার। কাজেই এই দিক দিয়ে ভারতে যদি শান্তি স্থাপন করতে হয় তাহলে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে আপোষ করা যায় তাহলে শান্তি আসা সম্ভব। তা না হলে পরে এ ভাবে যদি আক্রমণ চলে তাহাল গণতন্ত্রকে হত্যা করা হবে বলে আমি মনে করি। ঠিক সেই রকম ভাবে ত্রিপুরায় ও অনেকে মনে করেন যে এই যে ৫ম তপশীল আমরা দাবী করছি তা ত্রিপুরাতে পাহাড়ী রাজ্য গঠন করার জন্য চেষ্টা করছি। কিন্তু এই জিনিষটা ভুল। এই যদি বুঝে থাকে তাহলে খুব ভুল করা হবে কারণ কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রচার করা হচ্ছে যে স্যাংক্রাক কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে

এই রকম একটা আক্রমনাত্মক বা ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ করছে। কিন্তু একথা ঠিক নয়। যদি কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে করা হয় বা কোন পার্টির তরফ থেকে করা হয় তা হলে সেটাকে যাতে ঠিক ঠিক ভাবে দমন করা যায় তার জন্য সরকার থেকে চেষ্টা করা দরকার কিন্তু এই যে স্যাক্রাক পার্টি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেছেন ১৯৫২ সালে যে স্যাংক্রাক পার্টি গঠন করা হয়েছিল, তা কারা গঠন করেছিল, তা আমি জানি। সেদিন ও বলেছিল যে এই সাংক্রাক পার্টি স্নেহ কুমার চাকমা গঠন করেছিলেন। আর সেই চাকমা মহাশয় এখন কংগ্রেস পার্টির ১জন প্রাথমিক ও বিশেষ সদস্য। কাজেই আমার মনে হয় যে কংগ্রেসী রাই এই সব কার্য চালাচ্ছে। না হলে পরে কিভাবে ঐ পার্টির কাগজ-পত্র শুধু থানায় বা পুলিশ ক্যাম্পে যায়। যদি তা কোন পার্টির তরফ থেকে করা হয় তাহলে পরে সেগুলি থানায় বা পুলিশ ক্যাম্পে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। কাজেই এই যে সাংক্রাক পার্টি, আমরা তার সম্পূর্ণ বিরোধী, তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আর সেই সাংক্রাক পার্টিকে যদি দমন করতে হয় তাহলে অন্য সমস্ত পার্টির এ বিষয়ে উদযোগী হওয়া উচিত। আর যদি ঐ নোটিশগুলি শুধু মাত্র পুলিশ ক্যাম্পে দেওয়া হয় তাহলে পুলিশের উচিত সেগুলি কোথায় হতে এল তার তদন্ত করা। সেই রকম তদন্ত না করে অন্য একজন বা পার্টির উপর দোষারোপ বর্তমানে উচিত হবে না। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল যে ত্রিপুরার মোট লোক সংখ্যার শতকরা ২৫।৩০ ভাগ মাত্র উপজাতি আর বাকী সব হল অ-উপজাতী। কাজেই এই উপজাতীদের উপর এ সম্পর্কে, দোষারোপ করা মোটেই সমীচিন হবে না। কাজেই এই অবস্থায় ত্রিপুরায় সহজ সরল উপজাতীয়েরা সংখ্যাধিক্য লোকদের সাথে কোন প্রকার মনোমালিন্যে লিপ্ত হবার আশঙ্কা আছে বলে আমি মনে করি না। কেননা যখন তারা সংখ্যাধিক্য ছিল তখন ও তারা এই ধরণের কিছু করেনি আর এখন ত করার কথাই উঠে না। তাহলে পরে এখানে যে উপজাতীরা উস্কানীমূলক কর্য্যকলাপ চালাচ্ছে বলা হচ্ছে তা ভুল বলে মনে করি। আর একদিকে থানার সরকারী বাবুরা এসব নোটিশ পাইয়া বিভিন্ন জায়গাতে রাতারাতি র‍্যাইফেল ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করে। কারণ তারা ঐ নোটিশ দেখিয়ে বলে, দেখ ২৫শে ডিসেম্বর এই ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে তোমাদের চলে যেতে হবে। কাজেই তোমারা defence party গঠন কর ইত্যাদি। তার উপর উপজাতীদের যে সমস্ত বন্দুক আছে, তা সিজ করে নিয়ে নেওয়া হয়। আমার মতে এই কাজগুলিও কংগ্রেসের কতিপয় লোক করে যাচ্ছে। তা নইলে আর কেউ করবে বলে আমার ধারণা হয় না কারণ আপনারা ও জানেন যে লোকসভা থেকে যেসব তথ্য বাহির হয়েছে তাতে যে সব কংগ্রেসের ও M,P, M,L.A. আছেন তারা মারকিনদের হয়ে গোয়েন্দা গিরি করত। আমাদের এখানেও নির্বাচনের আগে ও পরে যেসব টাকা পয়সা আসত সম্ভবতঃ মারকিনদের সাহায্য হিসাবেই আসত।

Mr. Speaker :—I would draw the attention of the hon'ble member and request him to come to the point.

Shir Bidya Ch. Deb Barma :—yes sir—আর আমাদের সংবিধান স্বীকৃত যে দাবী সেগুলিকে দাবিয়া রাখার জন্য বিভিন্ন ধরণের রব তোলা হয়। যেমন—গেল সব গেল —বাঙ্গালী গেল। আবার কোন সময় বলা হল আমাদের সীমান্ত আক্রান্ত হয়েছে, চীন পাকিস্তান আমাদের সীমান্তের উপর ঝাপিয়ে পড়ছে, আমরা গেলাম ইত্যাদি। তাই সংবিধানে স্বীকৃত যে তপশীলের যে দাবী, তা আমারও দাবী এবং ত্রিপুরা রাজ্যে বাঙ্গালী ও উপজাতীর একতাকে সুদৃঢ় করাই আমার দাবী। এছাড়া নাগা ও মিজোদের মধ্যে যে অশান্তি চলছে তার জন্য আমি শান্তি কামনা করি এবং ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব যাতে রক্ষা হয় তার জন্য ও আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speker :—I would now call on Hon'ble Minister T. M. Dasgupta.

Sri. T. M. Dasgupta :—

মাননীয় স্পীকার মহোদয় এখানে মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের আলোচনাকে লক্ষ্য করে যে কতগুলি কথা বলা হয়েছে তারজন্যই আমাকে কিছু বলার জন্য উঠতে হচ্ছে, তা না হলে আমার বক্তব্য বিশেষ কিছু ছিল না। বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছিল যে, "ঠাকুর ঘরে কে' কলা খাই না"। অন্ততঃ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে শুনার পর আমার সেটাই মনে হচ্ছে। আজকে যে ঘটনা ঘটেছে তার উপর প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রমোদবাবু কতকগুলি জিনিষের গুরুত্বের উপর তার দৃষ্টি আরোপ করেছেন এবং এটা সত্যিই যে তার সঙ্গে সংযোগ ভাংমুণে যে ঘটনা ঘটল, এবং তার সঙ্গে সংঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় ১৫ তারিখে বাঙ্গালীরা ঘরে যাও স্যাংক্রাক্ নাম দিয়ে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। স্বভাবতই এখানে প্রশ্ন উঠবে যে ঘটনা ১৫ তারিখে ঘটেছে তার সংযুক্তি এবং সাথে সাথে দেখা যায় যে অঞ্চলে ঘটেছে দামছড়া কাঞ্চনপুর প্রভৃতি— জায়জায়—আমরা যা খবর পেয়েছি যে বিভিন্ন জায়গায় বাড়ীর দেওয়ালে এবং গাছ-গাছরাতে প্রথমে ঐ সমস্ত নোটিশগুলি লাগিয়ে দেওয়া হয়—এবং তারপরে শহরের ও বিভিন্ন জায়গাতে সেগুলিকে পাঠানো হয়। এমন কি আগরতলাতে কারও কারও ঠিকানায় সেগুলি এসেছে। তাতে ডাক ঘরের সীল দেখে দেখা যায় যে সেগুলি কাঞ্চনপুর থেকে পাঠানো হয়েছে। কাজেই আজকে এটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না—ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু তা বলতে বলতেই মাননীয় সদস্য প্রমাণ পেয়ে গেলেন যে কংগ্রেসী সদস্য স্নেহকুমার চাকমাই এই কাজগুলি পরিচালনা করছেন। কিন্তু স্নেহকুমার চাকমা Chinese aggression এর পর প্রকাশ্য ভাবে ঘোষনা করেছেন যে তিনি নিজে কোন পাহাড়ীয়া রাজ্য স্থাপনে ইচ্ছুক নন এবং সক্রীয় ভাবে জাতীয় কংগ্রেসের সহিত যোগদান করিয়া তার কর্ত্তব্য করিতেছেন। এর পূর্ব্বে অবশ্য তার দাবী ছিল পূর্ব্বাঞ্চলে একটি পাহাড়ী রাজ্য স্থাপিত হউক। কিন্তু

৬২ সালে চীনের আক্রমণের ফলে বর্ত্তমানের যে চীনা পন্থী কমিউনিষ্ট পার্টি ভারতে আছে তার যে ভূমিকা, তা দেখে তিনি তার সমর্থকদের নিয়ে প্রকাশ্য ভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন এবং তার ইতি কর্ত্তব্যাদি করে চলছেন।
আজকে তারা কোথা থেকে কি প্রমাণ পেলেন যে স্নেহকুমার চাক্‌মা সেই জিনিষগুলি করছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে কারোর যখনই নাকি নিজেই কোন একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে তখন তার দোষটাকে অন্যের ঘাড়ে দেওয়ার জন্য একটা গল্প বা রচনা তৈরী করা হয় এবং তার জন্যে একটা C. I. D.র ঘটনা—কোথায় নাকি একজন M. L. A., C. I. D.র কাজ করছেন। তাহলে সেই সূত্রে দেখা যায় আজকে যারা এর মধ্যে আছে—আমি বলব এই আন্দোলন যদি থাকে তাহলে বামের মধ্যে যারা অতিবাম আছে তারা এর সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। আজকে বাংলাদেশের আন্দোলনের সময়ে আজকে আমরা দেখেছি তখন তার মধ্যে দেখেছি যে বাম পার্টির মধ্যেও তারা আছে কিন্তু তাদের একটা বিশেষ গ্রুপ, তারা নকসাল বাড়ীর যে ফিলসফি সেই ফিলসফিতে তারা অতি বিশ্বাস করে.। যদি সমগ্র দলকে বিশ্বাস করে তবে অতি বিশ্বাস করে। আজকের ঘটনা পরম্পরায় দেখা যাচ্ছে যে তাদের মধ্যে যারা অতি বাম হয়েছে তারা এই ধরণের অতি সাময়িক ক্রভ একটা বিশৃঙ্খলা দেশের মধ্যে আনার জন্ম সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। কাজেই আজকে আমরা জানিনা—আজকে যারা স্যাংক্রাকের নাম নিয়ে করছে। কোন কালে কোন সত্যযুগে কে করেছিল—তখনকার কি ছিল তা জানাটা যখন তাদের এত কষ্ট–আজকেও সরকার সুস্পষ্টভাবে, ঠিক স্পষ্টভাবে কারা করছে—তারা বলছেন যে তাদের কেন ধরা হচ্ছে না। যারা ষড়যন্ত্র করে তারা এত গোপনে,. এত লুকিয়ে জিনিষগুলি করে যে চট্‌করে তাদের অস্তিত্বকে হাতে কলমে ধরা যায় না। কোন গণতান্ত্রিক দেশে প্রমাণযোগ্য করে কোর্টে বিচার করার মত যে জিনিষটা সেটা আসেনা। কারণ যিনি দেন তিনি প্রকাশ্যে যদি এসে সেটা দিতেন এবং সেই সময় যদি ধরা পরতেন তাহলে হয়তো তাকে ধরা যেত। কিন্তু কার্য্যকারণ দেখে যে জিনিষটা মনে হচ্ছে যে ঠিক ১৫ তারিখে যে ঘটনা এবং ১৬।১৭ থেকে যে কাগজ দেওয়া, আগের থেকেই যদি কারোর এই কাগজ লেখার প্রস্তুতি থেকে সেই জিনিষটা না হয় তাহলে ঘটনা ঘটতে পারে না। তাহলে আমি এর উপর ব্যাখ্যা দিতে পারি যে যারা ২৫ তারিখ পর্য্যন্ত ঘটনা দিয়েছেন তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই ওদের যোগাযোগ ছিল। তারা মনে করেছিলেন যে Vanmoon এর ঘটনা হবে হয়তো আর একটু পরে হবে। কাজেই তাদের জন্য যে, নির্দ্দিষ্ট তারিখ তারা ১৬ তারিখ থেকে সেই কাজের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এবং তার জন্য লিখে তারা প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

কিন্তু যে কার্য্যকারণেই হউক, যে ঘটনাটি সেখানে ঘটে গেছে যে সেটা ১৫ তারিখে ঘটে গেছে। কাজেই তারা ২৫ তারিখ বলে যে নির্দিষ্ট তারিখটি দিয়েছে তার আগেই কার্য্যকারণে সেই ঘটনা হয়তো ঘটে গেছে। একথা ও তাহলে বলা যায় যে এমন যখন নাকি দেখা যায় যে ১৫ তারিখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরকম শত প্রাচীর পত্র, হাতে লিখে লিখে যে প্রাচীর পত্র করা হয়েছে সে ১৫ তারিখের ঘটনার পরে লিখা হতে পারে না। নিশ্চয়ই ১৫ তারিখের

আগে এই ঘটনাগুলিকে নিয়ে কেউ তার জন্য প্রস্তুতি হয়েছে। নিশ্চয়ই যার কারণে এমন সন্দেহ করার অবকাশ আছে যারা তার সঙ্গে মিজো অঞ্চলে যোগাযোগ হবার একটা ছিল। এ রকম যদি একটা কিছু না থাকে তাহলে কে বা কারা করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না, কাজেই আজকে সরকারের দিক থেকে ও দেখতে হবে যে অবস্থার পরম্পরায় যে জিনিসগুলি হয় সেটা অবলোকন করা। কাজেই সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে যেটা কংগ্রেস সদস্যের উপর শ্রীস্নেহ কুমার চাকমার উপর যে দোষারোপ করা হয়েছে আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করি। তাছাড়া দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে কথা বলা হয়েছে বিশেষভাবে একে লক্ষ্য করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করা সেটা সরকারের কখনও লক্ষ্য নয়। যেখানেই যখন কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন হচ্ছে, তার যে ন্যায় সঙ্গত অধিকার সেটা সরকার সব সময়ই স্বীকার করে এসেছেন এবং সেটা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কেউ যদি গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে সেটাকে কোন প্রকারের অপপ্রচার করতে চায় বা সেটাকে যদি ধ্বংসাত্মক কার্যে রূপায়িত করতে চায় নিশ্চয়ই সরকার তাদের প্রতি কঠোর হতে বাধ্য হবেন। কাজেই এর পরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন সেজন্য আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Dy Speaker :—Now I call on Hon'ble Chief Minister.

Shri Sanchindra lal Singh : (Chief Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই discussion vanmoon সম্পর্কে যেটা করা হচ্ছে এবং এর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মাননীয় অঘোর দেববর্মা এবং বিদ্যা দেববর্মা মহাশয় যা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে—আমি একটি কথা বলব মিজোরা পথ বেছে নিয়েছে। মিজোদের এই কার্য্যাবলী—এটা নিন্দিত কার্য্যাবলী।
সেটা পর্য্যন্ত বলতে মাননীয় সদস্যদ্বয়ের মুখ সংকুচিত হয়ে এসেছে। তার কারণ হলো এই তাদের কথার দ্বারাই এটা প্রমাণ হচ্ছে যে মিজোরা ন্যায় সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলন করছে। অতএব আমি আশা করেছিলাম মিজোদের এম্ববিধ কার্য্যবলীর ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌমত্বের উপর আঘাত হানছে একথাটি অন্তত পক্ষে মাননীয় সদস্যদ্বয় বলবে। কিন্তু আবার সাথে সাথে বলেছেন যে security force, border force রাখার ফলে নাকি এম্ববিধ ঘটনা ঘটছে। তারপর তারা এই মনে করতে চান তারা নিশ্চয়ই প্রচার করেন যে security force তাদের এম্ববিধ ধ্বংসাত্মক কার্য্যের বিরোধী বলে তাদের মনে border security force একটি আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। এটা তাদের ভাষার মধ্যে দিয়ে, বলার মধ্য দিয়ে তা তারা প্রমাণিত করতে চাচ্ছেন। তারপর আরো কতগুলো কথা এখানে বলেছেন যে শুাংক্রাক যে আন্দোলনটি সেই আন্দোলনটি কংগ্রেসীরা করেছেন। মিজো আন্দোলনটী কংগ্রেসীরা করেছেন। নাগা আন্দোলনটি কংগ্রেসীরা করেছেন। এটাই যেন তাদের প্রধান বক্তব্য ছিল। তবে মাননীয় সদস্যদের বলব তারা যেন মনে করে নেন যে মিজোরা পাকিস্থান থেকে trained নিচ্ছে, চৈনিক থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তারা একথাটি বলতেও

যেন সংকোচিত হয়েছে, ভয় পাচ্ছে। তার কারণ হলো এই চৈনিক কমিউনিষ্ট পার্টির নির্দেশে যারা চৈনিক কমিউনিষ্ট পার্টিতে আছেন তারা সেখানে তাদের দালাল হিসাবে, গোলাম হিসাবে কাজ করেছেন। তাদের নিন্দা করার মত সাহস সেই গোলামদের সেই সেই দাসদের নেই। কারণ তারা তাদের গোলাম, চাকর বাকর। অতএব সেই জন্যই ভয় পাচ্ছেন। তারজন্যই তাদের নিন্দা করার পর্য্যন্ত সাহস নেই। ভারতবর্ষের border security force তাকে আক্রমণ করবে, মারবে, লুটতরাজ করে যাবে। তাদের এই কার্য্যকে, হীন চক্রান্তকে ধ্বংস করবে। ধ্বংস করার জন্য চারদিকে সংঘবদ্ধ হতে হবে আমরা গণতান্ত্রিক যে আন্দোলন তাকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু ধ্বংসাত্মক আন্দোলনকে তীব্রভাবে, কঠিনভাবে দমিত, নির্মিত করতে হবে। যেখানে ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত যারা হানে, ষড়যন্ত্র করে। তাই আমার বিশ্বাস প্রতিটি ভারতীয়রা সেই ষড়-যন্ত্রকে ব্যর্থ করার জন্য সংঘবদ্ধ হবে, সংহত হবে প্রাণবন্ত হবে। তারপর বলা হয়েছে আমি আমার বিবৃতিতে বলেছি যে আন্দোলনের সাথে রিজেম্ব্লেন্স আছে ১৯৫২ এর আন্দোলন। সেই আন্দোলন ত্রিপুরার state এর অভ্যন্তরে পাকিস্থান যখন ভারতবর্ষের সীমান্ত, ত্রিপুরার সীমান্ত আক্রমন করে এখানে সমাজদ্রোহী যারা ছিলেন সেই সুযোগে অভ্যন্তরে তারা টেরিরিজম সৃষ্টি করেছেন এবং তারই সাথে তার রিজম্বলেন্স আছে। তখনও তাদের এই শ্লোগান ছিল যে বাঙ্গালীদের বিতাড়ণ কর। ঠিক আজকেও এই আক্রমণের মুখে তাদের মুখ দিয়ে আজ একথা বেরিয়েছে। তারা তা বলছে। অতএব সেইদিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তারা তা প্রকাশ করেছেন। কারণ আমার বিবৃতিতে ছিল সেই খোয়াইয়ের লক্ষীনারায়নপুরে ৫০০ থেকে ৬০০ Tribals, non Tribals দের জমি থেকে ধান কেটে নিয়ে গিয়েছে। বিশালগড়েও ঠিক এই রকমের কাজ করেছে। অতএব তাদের যে কার্য্যকলাপ এবং তার সাথে সাথে দেখা গেল এই যে কাঞ্চনপুরে ৩০টি আনলাইসেন্স Gun নিয়ে গেল। কিন্তু তারা সে সম্বন্ধে কোন কিছু বলেন নি। তারা যখনই দুষ্কৃতিকারীদের ধরা হবে তখনই তারা বলবেন তারা নিরপরাধ। এই হল তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তারা চলে। দুষ্কৃতিকারীদের protection দিয়ে তাদের দুষ্কৃতকার্য্যকে জয়যুক্ত করার জন্যই এব ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপকে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে বৃদ্ধি করার জন্য এক চক্রান্ত চলেছে। অতএব এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এবং যারা সেদিকে আমার report এ statement আমি বলেছি যে ১৯৫২ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরে যে কার্য্যকলাপ ছিল সেই কার্য্য কলাপের সাথে সেই স্যাংক্রাকের যেই ঘোষণা তার সাথে মিল আছে। এবং তাদের কার্য্যকলাপের সাথে তাদের কার্য্যকলাপের মিল আছে। Vanmoonএর কার্য্য-কলাপের সাথে তাদের কার্য্যকলাপের মিল আছে। তাই তারা অভ্যন্তরে সেবটেজ করার জন্য তাঁরা নকসাল বাড়ীর রাস্তা তাদের রাস্তা—আগের দিনও তারা বলেছে। অতএব আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে তাহাদিগকে বলব যে তারা যেন এই ধ্বংসাত্মক

কার্য্যকলাপ থেকে বিরত থাকে। এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে, নিজেদের মুক্ত রাখার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করে। কারণ এই ষড়যন্ত্র ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌমত্বের উপর আঘাত হানছে। অতএব সার্ব্বভৌমত্বকে রক্ষা করার জন্য গণতান্ত্রিক সম্মতভাবে যে আন্দোলন হবে সেই আন্দোলনকে তারা পরিচালনা করবে। কিন্তু এইভাবে দুস্কৃতকারীদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে ধান চুরি করে নিয়ে যাওয়া তাকে আমরা সমর্থন করব, জমির ধান জোর করে কেটে নেব, আমরা তা সমর্থন করব, আর একজনের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেবে আমরা তা সমর্থন করব—এই রকম দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে যেন মনে রাখেন। কারণ ১৯৫২ সালে তারা আন্দোলন করেছিলেন। অতএব সেই Terrorism এর মনকে বন্ধ করে দিয়ে আবার সংগঠনমূলক কার্য্যক্রম নিয়ে সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য তারা যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেন এবং যেমন প্রশংসা জানিয়েছেন সেই বীর সৈনিকদের শৌর্য্যের জন্য এবং তার পরিবারবর্গকে জানিয়েছেন সমবেদনা আমি আশা করব ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌমত্বরক্ষা করার জন্য যেই সমস্ত জোয়ানেরা ফ্রণটিয়ার এবং অভ্যন্তরে কার্য্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সেই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপকে প্রতিরোধ করার জন্য তাদের সেই মনোবৃত্তি যেন বাইরে ও ভিতরে ঠিক একই হয়। Assembly House এ যা বক্তব্য পেশ করেছেন ঠিক সেইরূপ প্রাণবন্ত হয়ে তারা তাদের দলের যদি কোন লোক সেখানে লিপ্ত থাকেন তাহলে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করার জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা করেন সেই আবেদনও আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে করে রাখব। তারপর আর একটি কথা এখানে বলা হয়েছে আমাদের রাস্তা সম্পর্কে। রাস্তার দুর্গমতা আছে বৈকি, তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমাকে চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে যে আমাদের রাস্তা তৈরীর যে কাজ সেই Mandhung থেকে vanmoon পর্য্যন্ত সে রাস্তা তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে। এবং তার সাথে সাথে সেই কুমারঘাট থেকে খেদাছড়া হয়ে দক্ষিণপ্রান্তের রাস্তার কাজও শুরু হয়েছে। অতএব আমি বিশ্বাস করি এই আন্দোলনকে দমাত করতে গেলে পরে যেমন আমাদের সংঘবদ্ধ একটি প্রচেষ্টা থাকা দরকার এবং রাস্তাঘাটের যোগাযোগের সুপ্রশস্ত ব্যবস্থা করা দরকার বলে আমি মনে করি। এবং সেই অনুসারে কার্য্যক্রম আমরা শুরু করেছি এবং intelligence আরো শক্তিশালী করা উচিত, তা আমি মনে করি। দেশের অভ্যন্তরে প্রতিটি কার্য্যকলাপে যারা ঐ M. N. F. এর সাথে জড়িত আছে এবং যারা সন্ত্রাসের কাজ করতে চান—আমরা আশা করব জনসাধারণের সহানুভূতি এবং সহযোগীতার দ্বারা সেইগুলিকে দমন করে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারব। আমি আরো আশা করব দেশের প্রত্যেকটি চিন্তাশীল নাগরিক, দেশের অভ্যন্তরে যেসব দেশদ্রোহী বাইরের শত্রুকে আমন্ত্রণ করে—আমাদের দেশের উপর আমাদের পবিত্র মাতৃভূমির উপর আক্রমণ চালাবার প্রচেষ্টা করে তাদেরকে যাতে যথাযথ শাস্তি আমরা দিতে পারি তার সাহায্য করবেন। কাজেই এই আবেদন আমি ত্রিপুরার প্রতিটি শান্তিপ্রিয়

লোকের কাছে রাখছি। শত্রুর উৎপত্তি, কিভাবে তারা আঘাত হানতে চায়, কোন কোন জায়গায় আঘাত হানতে, কোথা হতে অস্ত্র সংগ্রহ করছে, কিভাবে করছে আমাদের সেই তথ্যাদি আরো ভালভাবে সংগ্রহ করতে হচ্ছে। তাই আমি আশা করি যে প্রতিটি শান্তিকামী নাগরিক ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌমত্বকে রক্ষা করবে ঐক্যবদ্ধভাবে। আমরা সেই পথে অগ্রসর হয়ে সেই সমস্ত আন্দোলনকে দমিত, প্রশমিত করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The discussion is over. Next item in the List of Business is Private Members Resolution. I would call on Shri Umesh Lal Singh to move his motion that this Assembly is of opinion that a Zoo is to be made at the out skirt of Agartala City and for its establishment and proper management a provision be made in the next budget.

Shri Umesh Lal Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, I move the Resolution that this House is of opinion that a Zoo is to be made at the out skirt of Agartala City and for its establishment and proper management a provision be made in the next budget. আমি এই প্রস্তাব এখানে রেখেছি। আশা করি House এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। ভারতের বহু রাজ্যের রাজধানীতে চিড়িয়াখানা স্থাপন করা হয়েছে। ব্রিটিশ ভারতের সময় দেখা গেছে এই রকম বহু চিড়িয়াখানা স্থাপন করা হয়েছিল এবং অনেক দেশীয় রাজ্যের রাজধানীতেও এই জাতীয় চিড়িয়াখানা স্থাপন করেছিল। ত্রিপুরাতেও মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের সময় আগরতলা খোসবাগানের পশ্চিমাংশে একটা বিরাট চিড়িয়াখানা ছিল। পরে সেটাকে স্থানান্তরিত করা হয় রাজপ্রাসাদের উত্তরে। পরে সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয় কুঞ্জবনে। এই চিড়িয়াখানার আয়তন নেহাৎ ছোট ছিলনা। আমি ভারতের বহু স্থানে চিড়িয়াখানা দেখেছি। যেমন উত্তর প্রদেশের বলরামপুর চিড়িয়াখানা। সেটা একজন জমিদারের দ্বারা পরিচালিত হত। আবার রাজস্থানের জয়পুরে চিড়িয়াখানা দেখেছি, সেটা মহারাজার দ্বারা পরিচালিত হত। হায়দারাবাদের চিড়িয়াখানা দেখেছি, সেটাও সেখানে নিজাম সরকারের দ্বারা পরিচালিত হত। ত্রিবাঙ্কুরের চিড়িয়াখানা দেখেছি, সেটা ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার দ্বারা পরিচালিত হত। এইসব চিড়িয়াখানার সঙ্গে আগরতলার চিড়িয়াখানার তুলনা চলিত।
কলিকাতা আলিপুরের চিড়িয়াখানার সাথে অবশ্য এটার তুলনা চলে না, সেখানে ফ্রি চিড়িয়াখানা দেখা যায় না। সেখানে পয়সা দিয়ে দেখতে হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমরা দেখেছি আসাম সরকার গৌহাটিতে একটা চিড়িয়াখানা করেছে। অবশ্য সেখানে প্রতি দর্শককে ২০ পয়সা করে টিকেট করে চিড়িয়াখানায় ঢুকতে হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে ভারতবর্ষের বহু রাজ্যে চিড়িয়াখানা স্থাপিত হয়েছে। দিল্লীর একটি নূতন চিড়িয়াখানায় স্থাপিত হয়েছে। ব্রিটিশ ভারতের সময়ে সেটা ছিল না। তাই আমি এখানে প্রস্তাব করছি ত্রিপুরা রাজ্যের কেন্দ্র স্থল রাজধানীতেও একটি

চিড়িয়াখানা স্থাপন করা উচিত। এবং তার জন্য যে যে খরচ প্রয়োজন হবে তার জন্য আগামী বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা উচিত। ত্রিপুরা সরকারের কাছে আমি আবেদন করছি যাতে যথাযথ ব্যবস্থা বাজেটে রাখা হয়। মানুষের জীবনে চিত্ত বিনোদনের ও প্রয়োজন আছে। মানসিক অবস্থা কখনো এক ধরণের থাকতে পারে না। পারিপার্শিক অবস্থায় মানুষের চিন্তা ধারায়ও একটা পরিবর্তন হয়। সেজন্য কখনো সিনেমা, মিউজিয়াম, কখনো চিড়িয়াখানা প্রভৃতি দর্শনের মধ্য দিয়ে মানসিক অবস্থায় তৃপ্তি বোধ সম্ভব হয়ে উঠে। যারা শিক্ষার্থী তাদের ক্ষেত্রেও এই রকম সমাবেশ দিয়ে শিক্ষার অনেক কিছু শেখার আছে। আমাদের ত্রিপুরা সরকার বন প্রেমিক সংঘ বলে একটি প্রতিষ্ঠান করেছেন এবং প্রতি বৎসরই আমরা এর মধ্য দিয়ে বন্যপ্রাণী সপ্তাহ পালন করে থাকি। তিন বৎসর আগে এখানে সেই সংঘের যে সভা হয়েছিল তাতে একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছিল একটি চিড়িয়াখানা স্থাপনের জন্য। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটা কার্য্যকরী হয়নি।ভারতের বন্য প্রেমী বিষয়ক অভিজ্ঞ ব্যক্তি এখানে এসেছিলেন তাঁর কাছ থেকে আমরা এই ধরণের অনেক আলোচনা শুনেছি। বন্য প্রাণী সম্বন্ধে তার যথেষ্ট জ্ঞান এবং ব্যুৎপত্তি আছে। তিনি এসেছিলেন এখানে যাতে একটা চিড়িয়াখানা হয় সেজন্য তার মতামত জানাতে। তাই আমিও আজকে এই বিধান সভায় আমার এই প্রস্তাব রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— Now I Call on Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য উমেশবাবু move করেছেন প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য খুবই ভাল তাতে সন্দেহ নাই। আমিও মনে করি এই ধরণের একটি চিড়িয়াখানা ত্রিপুরা রাজ্যে করা সম্ভব হয় তবে সেটা খুবই ভাল হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ত্রিপুরায় অর্থ নৈতিক অবস্থার কথা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাই যে এই ধরণের প্রস্তাব একটি কল্পনা মাত্র। আজকে সমস্যা জর্জ্জরিত এই ত্রিপুরা রাজ্যে হাজার হাজার উদ্বাস্তু এখনও আসছে এবং অন্যদিকে আছে বিরাট সংখ্যক উপজাতি। সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা নেই। বৎসরের পর বৎসর তাদের অন্ন সংস্থানের জন্য জীবনপাত করতে হচ্ছে। তদুপরি ত্রিপুরায় যে ব্যয় বরাদ্দ বাজেট আমরা করে থাকি— তা হচ্ছে একটা expenditure Budget প্রধানতঃ কেন্দ্রের উপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়। এই ধরণের একটা অবস্থার মধ্যে আমরা চিড়িয়াখানা করে পশু পালন করব সেটা কল্পনা করেই আমাদের ক্ষান্ত থাকতে হবে বলে আমি মনে করি। কাজেই এই খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ আমরা বিনিয়োগ করব সেই অর্থ দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের রাস্তা ঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কৃষকদের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা করে—বিশেষ করে যে অন্ন সঙ্কটের মধ্যে আমরা আছি সেই সমস্ত খাতে এই অর্থ ব্যয় বরাদ্দ করলে ভাল হবে বলে আমি মনে করি। অর্থাৎ যে খাতে টাকা ব্যয় বরাদ্দ করলে ত্রিপুরার Economic standard বৃদ্ধি পায়, সেই খাতেই আমাদের main stress দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। বর্ত্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থ নৈতিক অবস্থায় একটা চিড়িয়াখানা খোলার যে প্রস্তাব, এটা একটা কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কিছু

নয়। সেজন্য আমি এই প্রস্তাবটি সমর্থন করতে পারছি না। আমার মূল কথা খেয়ে পরে বাঁচাই হল প্রধান প্রশ্ন। তিনি অবশ্য অনেক জায়গার চিড়িয়াখানার কথা উল্লেখ করেছেন। আমিও তা দেখেছি। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এই প্রস্তাবটি কার্য্যকরী হবে বলে আমি মনে করি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singh. (Chief Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চিড়িয়াখানাটা কেবল চিড়িয়াখানা হিসাবে দেখি না, এটা হল একটা বিরাট indirect income তার কারণ হল পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার যে যে প্রাণী নেই, ভারতবর্ষে তা আছে। বহিভারতের অনেক লোক চিড়িয়াখানা দর্শন করেন। বিদেশীরা আসলে পরে Foreign Exchangeও পাওয়া যায়। আর দেশের যে সব শিশুরা আছে, তাদেরও একটা শিক্ষার প্রধান বাহন স্বরূপ। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের নিকট psychological effect একটা মস্তবড় জিনিষ এবং স্বাস্থ্যের সাথে তার যোগাযোগ আছে। অতএব এই প্রস্তাব আসা স্বাভাবিকই ; গত বৎসর এই খাতে আমরা ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা রাখতে চেষ্টা করেছিলাম এবং সেই অনুসারে সেই বাজেট আমরা সেপ্টেম্বরে পাঠিয়েছি। অতএব এখনই আবার নূতন করে 1968-69 এর বাজেটে বরাদ্দ করতে একটু অন্তরায় আছে। তাই আমি আশা করব যে এই Resolutionটি যিনি এই হাউসের সামনে উত্থাপন করেছেন, তিনি তা withdraw করিবেন।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Umesh Lal Singh, the mover of the Resolution.

Shri Umesh Lal Singh :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে আমি একটু আশার বাণী পেয়েছি তাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এটা কবে হবে তার কোন সঠিক তারিখ জানতে পারি নাই, তবে আমি আনন্দিত যে এ বিষয়ে সরকার থেকে চেষ্টা চলছে। ভবিষ্যতে এটা তৈরী হবে সে আশাও আমি রাখছি। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য মহোদয় আমার প্রস্তাব একদিকে সমর্থন করেছেন আবার অন্যদিকে বলেছেন যে, বর্তমানে খাদ্যের যে পরিস্থিতি তাতে কৃষকদের জন্য এবং কৃষি উন্নতির জন্য এই টাকা ব্যয় করতে। খাদ্য উৎপাদনের জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে, কৃষি বিভাগও রয়েছে, এই চিড়িয়াখানা স্থাপিত হইলে তাতে খাদ্যোৎপাদনের যে কোথায় ব্যাঘাত হইবে তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। অর্থ মানুষের হাতে নানা উপায়ে আসে, কেউ কাজ করে, কেউ পরিশ্রম করে। চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদি নানা উপায়ে আসে। একটা Zoo যদি তৈরী হয় তার মাধ্যমেও কিছু ব্যবসায়ী রোজগার করতে পারবে। আবার কতিপয় ব্যক্তি সেখানে গেলেই পয়সা খরচ করবে। অর্থ এইভাবে এক হাত হইতে অন্য হাতে যাবে। কোথাও এক জায়গায় থাকবে না। কাজেই Zoo করতে যে টাকা খরচ হবে তা আবার জনসাধারণের হাতেই যাবে। আবার জনসাধারণের অর্থ হইতেই তার

রক্ষণাবেক্ষণ হবে। এই চিড়িয়াখানাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয়ও রয়েছে। ভারতে যে সমস্ত বন্যপ্রাণী আছে, সেই সমস্ত প্রাণী রক্ষা করারও ব্যবস্থা থাকা দরকার। যে সব প্রাণী ভারতে নাই, অন্য দেশ হইতে তা আমাদের আনতে হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে আশ্বাস দিয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই প্রস্তাব withdraw করিতেছি।

Mr. Speaker :—The discussion on this resolution is over. Now I would take the leave of this house to withdraw the resolution. The question before the house is that the leave be granted to withdraw the resolution moved by Shri Umesh Lal Singh that this Assembly is of opinion that a Zoo is to be made at the outskort of Agartala City and for its establishment and proper management a provision be made in the next budget.

The Resolution was put to vote and withdrawn.

There is another Resoulution of Shri Rajkumar Kamaljit Singh. I would call on Sri Singh to move his Resolution that this Assembly is of opinion that a State Aquarium is to be organised with adquate number & aquatic animals and various sorts of fish, living and dead (scientifically preserved) in a suitable building which may create a very attractive as well as educative centre for the people, for this purpose a requisite amout of fund may be provided in the next budget to make work for easy start.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Hon'ble Speaker Sir, আজকে House এর সামনে আমি যে Resolution টা এনেছি তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আমি আশা করি House তা সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করবেন। তার কারণ ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা যারা মৎস্য ভোজী আছি বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় আমরা যারা আছি তাদের কাছে মৎস্য প্রিয় খাদ্য। ত্রিপুরা ভারতবর্ষের এমনই এক প্রান্তে অবস্থিত যে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় যে সকল মাছ পাওয়া যায় ত্রিপুরার অধিবাসীরা বা আমাদের ছেলে মেয়েরা তা দেখবার সুযোগ সুবিধা পায়না তদুপরি কি ধরণের মাছ কোথায় আছে তা দেখতে পেলে এখানকার যারা মৎস্যচাষ সম্বন্ধে উৎসাহী তারা এটা দেখে মৎস্যচাষ সম্বন্ধে উৎসাহ পেতে পারে। তদুপরি এখানকার স্কুলে এবং কলেজের ছাত্ররা এমন কি আজকাল Higher Secondary School এ এসব সম্বন্ধে Syllabus দিয়েছে তারাও দেখতে পারবে। তারজন্য এর প্রয়োজনীয়তা বোধ করে আমি আগামী বাজেটে উপযুক্তভাবে টাকার সংস্থান করে যাতে আমাদের আরোও একটা Aquarium করা যায় তারজন্য House এর সামনে এই প্রস্তাব রেখেছি।

Mr. Speaker —Now I call on Hon'ble Member Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ যে বক্তব্যটি রেখেছেন সেটা অবশ্য একাধিক দিয়ে ভাল। কিন্তু এই টাকা খরচ করতে গিয়ে মৎস্য চাষীরা যাতে মৎস্যের চাষ ঠিক ঠিকভাবে মানুষকে দেখাইয়া দিতে পারে তারজন্য তাদের এটা একান্তই দেওয়া দরকার। এবং তারাই এই জিনিষটা দেখাইয়া দিতে পারিবে বলেই মৎস্য চাষীদের জন্য State Aquarium করা হউক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker—Now I call on Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় Dy. Speaker মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিং যে প্রস্তাবটা এখানে রেখেছেন সেই প্রস্তাবটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে খুবই দরকার। কারণ ইতিহাসের গতানুগতিক যুগ থেকেই মাছ খাওয়া আমাদের অভ্যাস। বর্তমান যে একটা মৎস্য সঙ্কট দেখা দিয়েছে সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই যদি মৎস্য চাষ করার ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হলে ত্রিপুরাবাসীদের পক্ষে সেটা খুবই মঙ্গলজনক হবে এবং এই প্রস্তাবটা সমর্থন যোগ্য বলে আমি মনে করি।

Mr. Speaker—Now I call on Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L: Singh (Chief Minister)—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য একটি প্রস্তাব এনেছেন to organise a public Aquarium. Aquarium Biology ইত্যাদির পক্ষে দরকার। এখানে Biologyর class হচ্ছে। মৎস্য জীবনের গতিবিধি কি এবং কিরকম conditionএ কোথায় কি ভাবে তারা বর্দ্ধিত হতে পারে Artificialy Pool কি ভাবে দেওয়া যেতে পারে এবং feeding rearing কি ভাবে গড়ে উঠতে পারে সেই জিনিষগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সেই অনুসারে আমাদের fishery Deptt. থেকে fishery section of Agriculture Deptt. একটা aquarium কলেজ টিলাতে করেছে। তবে সেটা Biological purposeএ নয়। তার কাজ বিশেষ করে মৎস্যের গতিবিধি এবং তার পুষ্টি different খাদ্যের মধ্য দিয়ে এবং artifical breeding ইত্যাদি কার্য্যের মধ্যে সন্নিবিষ্ট। তবে এটা করলে পরে যেমন মাদ্রাজ এবং বোম্বাইতে aquarium হয়েছে তাতে একটা cottage Industry to some extent for the development. কারণ aquarium এর যে বাকসগুলি হয় সেগুলো সে সমস্ত জাগাতে তৈরী হবে। তবে সেটা Bombay, Madras এর Hotel, School, College ও অন্যান্য বাড়ীতে সংরক্ষণ করে এবং তার মধ্য দিয়ে তাদের খাদ্য বা different material collect করে এনে সেখানে দেয় তাতে একটা Cottage Industry develope করে। যখন আমরা মনে করি privately একটা enterprise যদি খুব developed হয়ে উঠে তখনই aquarium ভাল ভাবে হয়। যেমন Bombay এবং Madras এ সেটা হচ্ছে। Sea couse এর প্রবর্ত্তন হয়েছে। Differnt sea fishকে কর develope করা চলে এবং tank fishকে develope করা চলে। এবং তার সাথে সাথে নানা প্রকার অন্যান্য fish রাখা হয়

গৃহ সজ্জার জন্য। আমরা সেই অনুসারে একটা বাজেট করে 68-69 budget এ sanction দেওয়ার জন্য Govt of India র নিকট পাঠানো হয়েছে। তবে এখন সেই expenditure এর Sanction না আসা পর্য্যন্ত, এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

সেই হিসাবে আমরা একটা বাজেট করেছি এবং পাঠিয়েছি। অতএব আমি আশা করবো যে তিনি যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন তাকে অনুরোধ করবো এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করার জন্য।

Dy. Speaker—Now I Call on the mover of the Resolution Shri Raj Kumar Kamaljit Singh.

Shri Raj Kr. Kamaljit Singh M.L.A.—মাননীয় Dy. Speaker Sir আমি খুবই আনন্দিত যে House এর সবাই আমাদের মৎস্যের Aquariumএর জন্য যে প্রস্তাব তা সমর্থন করেছেন এবং আমি আরো Grateful to our Hon'ble Chief Minister. কারণ আমরা যে জিনিষটা চিন্তা করেছি সেটা ত্রিপুরার ছেলেদের এবং ত্রিপুরাবাসীদের every Nock & corner এর যা যা প্রয়োজনীয় সেদিক দিয়ে দৃষ্টি রেখে আমাদের আগেই চিন্তা করে তিনি বাজেটে টাকার Provision করে রেখেছেন। আগে যদি জানতাম তাহলে এটা move করার কোন প্রয়োজন ছিল না। However I am very grateful to our Hon'ble Chief Minister. তার জন্য আমি আমার যে প্রস্তাব সে প্রস্তাব Withdraw করছি।

Mr. Dy. Speaker—Now I think that I shall have to take the leave of the House to withdraw the resolution, The Question before the House is that the leave be granted to withdraw the resolution.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices—'Ayes'

As many as are of Contrary opinion will please say 'Noes'

No voice.

I think 'Ayes' have it, "Ayes" have it. So the resolution is withdrawn.

There is another resolution of Shri Bidya Ch, Deb Barma. I would Call on Shri Deb Barma to move his resolution that this Assembly is of opinion that "যেহেতু শিক্ষা দপ্তরের অধ্যাপক ও শিক্ষক নিয়োগ, প্রমোশন ও বদলীর ব্যাপারে সকল প্রকার বিধি নীতি লংঘন করা হইতেছে, সেইহেতু, এই ব্যাপারে তদন্তকরার জন্য একটি কমিশন গঠন করা হোক"।

Shri Bidya Ch. Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি এই প্রস্তাবটা এনেছি এই কারণে যে আমরা দেখছি যে শিক্ষা দপ্তরের অধ্যাপক ও শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে যে সমস্ত নিয়ম নীতি আছে সেগুলি ঠিকভাবে চলছে বলে আমার মনে হয়না। কারণ অধিকাংশ প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে বহু দরখাস্ত পড়ে কিন্তু এইভাবে দরখাস্ত দিয়ে যারা interview দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা 3rd divisionএ পাশ করেছে তারা appointment পেয়েছে, কিন্তু যারা 2nd divisionএ পাশ করেছে তারা appointment পায়নি। ঠিক এই রকমভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যাদের পিছনে মুরুব্বার জোর আছে তারাই পেয়েছে এবং যাদের তা নেই তারা বহুবার দরখাস্ত করেও চাকুরী পায় নাই। আজ পর্যন্ত তারা বেকার অবস্থায়ই আছে। কাজেই সেদিক থেকে বিবেচনা করে আমি আর একটা ব্যাপারে বলতে চাই যে শিক্ষক বদলীর ব্যাপারে একই ধরণের নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। কারণ এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে তুলসীবতী স্কুলের যিনি শিক্ষিকা ছিলেন উনাকে এখান থেকে বদলী করে অন্য জায়গায় পাঠিয়েছেন। কিন্তু তুলসীবতীতে আনা হয়েছে কৈলাসহরের একজন শিক্ষিকাকে। তিনি এখানকার প্রথম শ্রেণীর স্কুলের জন্য উপযুক্ত কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখা উচিত ছিল। কাজেই সেইদিক থেকেই এখন দেখা যাচ্ছে যে তুলসীবতী স্কুলে একটা বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে। কারণ তিনি এখানকার প্রথম শ্রেণীর স্কুলের পক্ষে অযোগ্য। কাজেই সেদিক থেকে বিষয়টি ঠিক ঠিক ভাবে বিবেচনা করা হয় নি বলে আমি মনে করি। তাছাড়া কলেজে Chemistry ক্লাসের জন্য যে lecturer কে U. P. S. C. select করেছিলেন সেই ভদ্রলোক আজ পর্যন্তও এখানে কোন স্থান পাচ্ছেন না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে যারা অযোগ্য তারাই স্থান পাচ্ছেন আর যারা অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি তারা কোন স্থান পাচ্ছেন না। কাজেই সেই সমস্ত দিক বিবেচনা করে যদি সরকার পক্ষ একটু সেদিকে লক্ষ্য রাখেন—শুধু লক্ষ্য রাখা নয় আমি মনে করি এই ব্যাপারে একটা তদন্ত করা দরকার। এই ব্যাপারে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাছাড়া এখানকার বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুলগুলিতে দেখলাম যে কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকা যদি M. L. Aদের পরিচিত বা খাতিরের লোক হন তবে তিনি সারা জীবন একজায়গায়ই চাকুরী করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ যদি বলতে যাই তবে বলতে পারি দেবরায় বাড়ীর ধনঞ্জয় দেববর্মাকে একবার বদলী করা হয়েছিল অন্য জায়গায় কিন্তু সে আজ পর্যন্তও সেখানে যায় নাই। এ ছাড়া ঘোড়া-কাপায় একজন মাষ্টার আছেন। উনি বহুদিন ধরে সেখানে আছেন অথচ শিক্ষা দপ্তর তাকে transfer করার জন্য কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। কাজেই সেইদিকে যদি Education Department একটু দৃষ্টিপাত করেন তবে বিশেষ ভাল হয় বলে আমি মনে করি। আবার কলেজের অধ্যাপক নিয়োগের ব্যাপারটা যদি U. P. S. C. এর নিয়মমত করা হয় তবে অধ্যাপককে U. P. S. Cতে হাজির হতে হয়। কিন্তু U. P. S Cতে না পাঠিয়েই মহিলা কলেজে হীরালাল চাটার্জিকে অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ করা হয়।

কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারগুলি তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন এবং নীতিগুলি যাতে যথাযথভাবে পালন করা হয় তারজন্য আমি শিক্ষা দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker : – Now I call on Hon'ble Member Shri Suresh Chandra Chowdhury.

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শিক্ষা দপ্তরের কার্যাকলাপ সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা যে প্রস্তাব এনেছেন – প্রথমতঃ আমি তার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছিনা। চাকুরীর কথা প্রথম বলছেন, 1st Division, 2nd Division এ পাশ করলে চাকুরী পাওয়া যায় না, মেম্বারদের সাথে যাদের পরিচয় আছে তারা 3rd Division-এ পাশ করলেও চাকরী পায়। একটা কথা আছে, Employment Exchange এর মারফতে interview নেওয়া হয়, যদি 1st Division এবং 2nd Divisionকেই চাকরী দেওয়া হত তাহলে interview এর কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। যারা 1st Division-এ পাশ করেছে শুধু তাদেরই চাকরী দেওয়া হত। তারপরে 2nd Divisionকে চাকুরী দেওয়া হত—তবে interviewর প্রয়োজনীয়তা ছিল না। Interview-তে যাদের যোগ্য মনে করেছে 1st Division হউক, 2nd Division হউক, 3rd Division হউক যোগ্যতা অনুসারে তাদেরকে চাকরীতে নিয়োগ করা হয়েছে, এটাই হচ্ছে নিয়ম এবং সেই নিয়ম অনুসারে আমরা জানি যে Primary শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে বা এখন যে কর্মচারী নিয়োগ করা হয় তা এই নিয়ম অনুসারেই নিয়োগ করা হয়। তিনি যে এই ধরণের অভিযোগ এনেছেন তা একটু চিন্তা করলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে interview বোর্ড কেন করা হয় এবং interview নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কি? তারপর বদলি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, বদলির ব্যাপার অনেক সময় administrative কারণে হয়। একজায়গায় অনেকদিন থাকলেই যে তাকে বদলি করতে হবে তার কোন কারণ নেই। হয়ত এক জায়গায় কয়েকদিন থাকলেও তার বদলি হতে পারে। কারণ একজন লোক যদি নিয়োগ করা হয়, তিনি যদি ঠিক ঠিক মত কাজ না করেন, তিনি শিক্ষকই হউন বা অন্য কর্মচারীই হউক হয়ত administrative ব্যাপার মনে করে যে উনাকে বদলি করলে হয়ত সংশোধন হয়ে যেতে পারে। এই সব কারণেই বদলির প্রশ্ন উঠে এবং বদলি করা হয়। এগুলির সবগুলি যে উদ্দেশ্য মূলকভাবে করা হয় তা নয়। এইগুলি official ব্যাপার, official administration ঠিক রাখার জন্য এগুলির প্রয়োজন হয়ে পরে এবং করা হয়। তিনি যে ভাবে শিক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন এটা ঠিক নয় এবং এটার জন্য কোন কমিশন বসানোরও প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করিনা। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now I call on Hon'ble Education Minister, Shri Krishnadas Bhattacharjee.

Shri Krishnadas Bhattacharjee (Education Minister) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিদ্যা দেববর্ম্মা যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেটা আমি সমর্থন করতে পারছি না, কারণ তিনি সাধারণ ভাবে বলে গিয়েছেন কিন্তু তিনি কোন specific case দিতে পারেননি যেখানে চাকুরীর ব্যাপারে বা বদলির ব্যাপারে কোন কিছু করা হয়েছে। সাধারণভাবে তিনি বলেছেন যে M. L. A দের backing না থাকলে, নাকি চাকুরী হয় না। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। কারণ চাকুরীর ব্যাপারে interview board করা হয়, interview board যাদেরকে selection করে তাদেরকেই চাকুরী দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে 1st division, 2nd divieion এবং 3rd division এর লোকও থাকতে পারে। 2nd division এ পাশ করলেই যে চাকুরী পাবে এমন কোন কথা নয়। Interview তে অনেক সময় 2nd division ও reject হয়, আবার 3rd division ও reject হয়, এবং সেই ভিত্তিতেই প্রাইমারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

বদলির ব্যাপারে তিনি বলেছেন অনেক দুর্গম স্থানে অনেক শিক্ষক থাকেন তাদেরকে বদলি করা হয় না। এটা ঠিক নয়। কারণ গত ৩।৪ বৎসরে ১।২টা নয় কয়েকশত শিক্ষককে তাদের চাহিদামত স্থানে বদলি করা হয়েছে। কিন্তু সেটা সব সময় সম্ভব হয় না। অনেকেই হয়ত চান আমরা আগরতলা শহরে আসতে চাই বা আমরা sub-division এর টাউনে যেতে চাই। কিন্তু টাউনে সকলকে আনা সম্ভব হয় না। সুতরাং দুর্গম স্থান থেকে যতটা বদলি করা দরকার ততটা করা সম্ভব হয় না। তবে এইটুকু বলতে পারি যথাসম্ভব ৪ বছর যাওয়ার পর তাদেরকে দুর্গম স্থান থেকে চাহিদা মত স্থানে বদলি করা হয় এবং তারা যাতে তাদের home town এ বেশ কিছু বছর পর আসতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হয়। হয়ত সেটা আশানুরূপ হয় না—মাননীয় সদস্য যা চাইছেন ঠিক তার মনোমত হয়ত হচ্ছেনা। কিন্তু নীতিগতভাবে যেটুকু করা সম্ভব সেটুকু আমরা Education Department থেকে করছি। মাননীয় সদস্য যে অভিযোগটি করলেন যে যারা বাইরে পরে থাকে বহু বছর ধরে তাদের transfer করা হয় না। অথচ তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি প্রতিভা দত্তকে আনার জন্য তিনি অভিযোগ করেছেন। এটা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। তিনি তার home station থেকে প্রায় ১০ থেকে ১২ বছর যাবত বাইরে ছিলেন। তিনি যত বিনা বাধায় অম্লান বদনে ১০।১২ বছর বাইরে ছিলেন, তাকে তার service এর শেষ মুহূর্ত্তে যদি তার Home station আনা হয় সেটা কোন অন্যায় হয়েছে বলে আমি মনে করি না। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম Headmistress. মহারাজার আমল থেকে Headmistress ছিলেন। তিনি তুলসি-বতীতে Headmistress হিসাবে প্রথম কাজ করেন এবং তাকে public interest এ পাঠানো হয়েছে—কৈলাসহর, ধর্ম্মনগরে। তিনি তা অম্লান বদনে গ্রহণ করেছেন। এবং তার পতি, পুত্র, কন্যা তাদেরকে ছেড়ে ১০।১২ বছর বাইরে ছিলেন। তার reteire-

ment সময় এসে গেছে। এখন যদি তাকে তার home town আনা হয়, তা যদি অন্যায় হয়ে থাকে, .তাহলে নিজের কথাই contradectory বলছেন। অনেকদিন বাইরে আছেন তাদেরকে বদলি করা হয় না যে সব বলেছেন তা ঠিক নয়, তারপর তুলসীবতীর Headmistressকে ধর্মনগরে বদলি করাতে উনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

সেটা তারই প্রতিধ্বনি। কারণ তিনিও অনেকদিন ধরে আগরতলায় ছিলেন Inspector হিসাবে, Headmistress হিসাবে। সুতরাং তার transfer over due। সুতরাং তাকে transfer করাতে কোন অন্যায় করা হয়েছে বলে আমি মনে করি না। অবশ্য ত্রিপুরার sub-division গুলির মধ্যে একটা important sub-division এবং ভাল স্কুলেই তাকে বদলি করা হয়েছে। তুলসীবতী একটি Higher Secondary School এবং তাকে যে স্কুলে বদলি করা হয়েছে সেটিও একটি Higher Secondary School। তুলসীবতী একটি 1st grade School এবং ধর্মনগরের যে স্কুলে বদলি করা হয়েছে তাও একটি 1st grade School। সুতরাং তাঁর বদলি যে অযৌক্তিক হয়েছে তা আমি মনে করিনা।

কলেজ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা কোন post পূরন করা হচ্ছে না। উনার এই কথটা আমি বুঝতে পারলাম না। কলেজের staff কি করে নিয়োগ করা হয় তা উনার জানা দরকার। কারণ কলেজে যে Lecturer এর post সেগুলি Gazetted post, U. P.S.C. এর interview দ্বারা এই post fill-up হয় এবং যেখানে খুব necessity হয় সেখানে ad-hoc appointment দেওয়া হয়। তাকেও U.P.S.C face করতে হয়। U.P.S.Cতে না গিয়ে তার উপায় নেই। যেমন, যখন আমরা U.P.S.Cতে requisition পাঠাই তখন সেটার advertise করতে প্রায় ৬ মাস লেগে যায়। Advertisement এর পর interview, তারপর appointment হয়। তাতে প্রায় এক বছর লেগে যায় হঠাৎ যদি কোন স্থানে Professor এর post খালি হয় বা কেউ চলে যান, তখন emergency এর জন্য আমাদের ad-hoc appointment দিতে হয়। এভাবে ad-hoc appointment দেওয়া হয়, এক দিন না একদিন আজ হউক কাল হউক U.P.S.C. তাকে face করতেই হয়। তাই U.P.S.C. ছাড়া উপায় নেই। মাননীয় সদস্য বুঝতে পারবেন যে আমরা গত এক বছরের মধ্যে ৯টি Lecturer এর post এ appointment দিয়েছি। তার মধ্যে ৬ জন U.P.S.C. কর্তৃক elected তিনটি মাত্র post এ আমরা ad-hoc appointment দিতে বাধ্য হয়েছি, কারণ emergency র ব্যাপার। তাদের ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে U.P.S.Cতে হাজির হতে হবে। মাননীয় সদস্য আরও ভাল ভাবে বুঝতে পারবেন আমি যদি আরেকটা figure দেই যে আমাদের College, Education department এর সমস্ত বিভাগে ৪৫টি gazetted postএ appointment দেওয়া হয় গত বছরে। এই ৪৫টি Post এর মধ্যে ৭টি post এ ad-hoc appointment দেওয়া হয়েছে যাদের একদিন না একদিন U.P.S.C. face করতে হবে। তাদের appointment দেওয়া হয়েছে emergency এর জন্য। বাকী ৩৮টি post U.P.S.C. elected কাজেই appointment এর ব্যাপারে নীতি বিরুদ্ধ কোন কাজ হয়েছে বলে আমি মনে করি না। এবং তাকে কঠোর ভাবে পালন করা হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আরেকটি বিষয় যদি মাননীয় সদস্য দেখেন যে, প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকের নিয়োগের ব্যাপারে কতটা নীতি Education deptt. মেনে চলেছেন তাহলেই তিনি বুঝতে পারবেন। কিছুদিন আগেই ৮৬টি প্রাইমারী শিক্ষকের appointment দিয়েছি। মাননীয় সদস্য জানেন যেখানে tribal এর জন্য reserve রয়েছে 30%, সেখানে আমরা tribal appointment দিয়েছি 39%—more than the quota fixed by the Central Govt. কাজেই কোন দিক দিয়ে নীতির কোন লঙ্ঘন হচ্ছে বলে আমি মনে করি না।

আরেকটি কথা বলেছেন যে, তুলসীবতীতে নতুন Headmistress আসার দরুণ মেয়েদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এরকম কোন বিক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে বলে শুনতে পাইনি, আমাদের কানেও আসেনি। অথচ তিনি আসার পর strictly school manage করছেন, সেই report আমরা পেয়েছি। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত স্কুলটি manage করছেন। সেটা আমি জানতে পেরেছি এবং আমাদের Education Directorও সেটা স্বীকার করেছেন তিনি কোথা হতে জানতে পারলেন যে তুলসীবতী স্কুলে বিক্ষোভ হচ্ছে আমি বুঝতে পারছিনা।

আরেকটি কথা বলেছেন যে Women Collegeএর Principal, U.P.S.C. face না করেই ঐ postএ আছেন। মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন যে Women College খুব তাড়াতাড়ি start করা হয় এবং সেখানে আমাদের ad-hoc appointment দিতে হয়। M. B. B. College এর সবচেয়ে senior lecturer যিনি ছিলেন, Head of the Department of History, Dr. Hiralal Chatterjee তাকে আমরা ad-hoc appointment দেই। আমরা কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে ad-hoc appointment দিয়েছি বলে মনে করি না। তাকে হয়ত U.P.S.C. face করতে হবে না হয়ত U P. S. C. থেকে rule frame করে এনে তার appointmentকে regularise করতে হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, U.P.S C. এর কাছে যেতেই হবে। হয়ত তাকে U.P S.C.-এর কাছে appear হতে হবে না কিন্তু U.P.S.C. থেকে rule frame করে এনে তাকে deserving candidate বলে স্বীকার করতে হবে। সেই ব্যাপারে rule frame করার জন্য আমরা U.P.S.C তে পাঠিয়েছি। U.P.S.C আমাদের rule টা approved করে পাঠাবেন এবং তখন হয়ত হীরালাল চাটার্জির caseটি regularise হবে। মাননীয় সদস্য নিয়োগ, বদলি ইত্যাদির ব্যাপারে আর কোন specific কেস আনতে পারেননি। যদি আনতেন আমি তার ও উত্তর দিতে প্রস্তুত ছিলাম। এবং আমি আশা করছি নিয়োগ, বদলি ইত্যাদির ব্যাপারে তিনি যে একটি কমিশন গঠন করার প্রস্তাব দিয়েছেন সেই প্রস্তাবটি তিনি তুলে নেবেন এবং এই প্রস্তাবটি দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই এটা উনি স্বীকার করবেন।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble member, Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Commission গঠন করার কথা ব ছি এবং তার সমর্থ নেই আবারও বলছি। কারণ Women College এর মত

পুরুষ অধ্যাপক ভারতবর্ষের আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই, সারা পশ্চিম বাংলাতে তো নেই। এখানে হীরালাল চাটার্জিকে রেখেছেন আপনারা। মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে রাখা হয়েছে। হীরালাল চাটার্জি U. P. S. C কর্তৃক selected নন। কাজেই এই দিক দিয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই ব্যাপারে অন্তত তদন্ত করা দরকার। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—The discussion is over. I shall put the resolution to vote. The question before the House is that this Assembly is of opinion that.
" যেহেতু শিক্ষা দপ্তরের অধ্যাপক ও শিক্ষক নিয়োগ, প্রমোশন ও বদলীর ব্যাপারে সকল প্রকারের বিধি ও নীতি লংঘন করা হইতেছে, সেহেতু এই ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য একটি কমিশন গঠন করা হউক "

As many as are of that opinion will please say Ayes.

Voices- Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

Voices Noes.

I think noes have it, noes have it noes have it.

The resolution is lost.

The House stands adjourn till 11. A. M. tomorrow! the 19th December, 1967.

...

PAPERS LAID ON THE TABLE

UNSTARRED QUESTION NO. 447 by Sri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

১) খোয়াই আঠারমুড়া সাবরুম বিরাজ চৌধুরী বাড়ীতে কি কোন ডাকাতি হইয়াছে;

২) যদি হইয়া থাকে, তবে ঐ সম্পর্কে পুলিশ কয়জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে,

৩) সরকার কি ঐ কার্যে কোন অভিযোগ পাইয়াছেন যে সশস্ত্র সিপাহী ঐ ডাকাতিতে অংশ গ্রহন করিয়াছেন,

৪) যদি অভিযোগ পাইয়া থাকেন তবে এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে?

ANSWER

১) হ্যাঁ,

২) পুলিশ ২ (দুই) জনকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং তিন জন কোর্টে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

৩) না,

৪) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 530 by Sri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

১) ত্রিপুরার তপশীলা জাতার প্রকৃত লোক সংখ্যা কত? ১৯৬২ সনের পর ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু আগমনের ফলে তাহাদের জনসংখ্যা কত বাড়িয়াছে বলিয়া ত্রিপুরা সরকার মনে করেন কি?

২) ত্রিপুরায় গত লোক গননায় তাহাদের জন সংখ্যা ১ লক্ষ ১৯ হাজার হইলেও তপশীলা জাতীর মন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাসের বক্তৃতা হইতে জানা যায় তাহা ৪ লক্ষ হইবে, সরকার কি এই মতের সঙ্গে একমত?

ANSWER

১।
২।

১৯৬১ইং সনের আদম সুমারী মতে ত্রিপুরায় ১, ১১, ৭১৫ জন তপশীলা জাতি আছেন। ১৯৬২ সন হইতে আগত উদ্বাস্তদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তপশীলা জাতি থাকা সম্ভব কিন্তু আগামী আদম সুমারী না হওয়া পর্যন্ত সঠিক জনসংখ্যা বলিবার সুবিধা নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 531 by Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

১) ত্রিপুরায় তপশীল - ভুক্ত জাতীর তালিকা হইতে কতগুলি তপশীলা জাতার নাম বাদ পড়িয়াছে?

২) মালো, নট্ট, শব্দকর, বাদ্যকর জাতীগুলিকে তপশীলাভুক্ত জাতির তালিকাভুক্ত করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের নিকট কি আবেদন করা হইয়াছে?

৩) যদি করিয়া থাকে, তবে ঐ জাতিগুলিকে তালিকাভুক্ত করার জন্য ত্রিপুরা সরকার সুপারিশ করিয়াছেন কি?

ANSWER

১। ত্রিপুরার তপশীলা জাতার তালিকা হইতে কোন তপশীলভুক্ত জাতী বাদ পড়ে নাই।

২। হ্যাঁ,

৩। মালো, নট্ট, শব্দকর, বাদ্যকর, জাতিগুলিকে তপশীলভুক্ত জাতির তালিকাভুক্ত করার জন্য ভারত সরকারের নিকট সুপারিশ করা হইয়াছে।

Unstarred Question No. 451
by Shri Bidya Ch. Deb Barma, M.L.A

প্রশ্ন

(a) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে কতজন এখনো অস্থায়ী আছেন এবং তাহাদের মধ্যে তিন বছরের বেশী চাকুরী করিতেছেন এমন সংখ্যা কত ?

(b) যাহারা তিন বছরের বেশী চাকুরীতে আছেন সেই সকল কর্মচারীকে Permanent and Quasi-permanent ঘোষণা করার কথা সরকার বিবেচনা করিবেন কি ?

(c) গত ৫ বছরে কয়জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে স্থায়ী বা আধা স্থায়ী ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাদের বিবরণ।

উত্তর

(a) অস্থায়ী সংখ্যা ৩৩৯৮ জন তন্মধ্যে তিন বছরের বেশী চাকুরী করিতেছেন ১৯২৯ জন

(b) যে সকল কর্মচারী তিন বছরের বেশী চাকুরীতে নিযুক্ত আছে নিয়মানুযায়ী তাহারা Permanent এবং Quasi Permanent হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হইলে তাহাদিগকে সেই ভাবে Permanent এবং Quasi Permanent বলিয়া ঘোষণা করার বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

(c) ৮৩৯ জনকে স্থায়ী করা হইয়াছে।
৮৭৯ জনকে আধা স্থায়ী করা হইয়াছে।

Unstarred Question No. 446
by Shri Bidya Chandra Deb Barma M.L.A

প্রশ্ন

(১) গত আগষ্ট মাসে উদয়পুরে পুলিশ কি এক ট্রাক বে-আইনী চাউল আটক করিয়াছেন ;

(২) যদি আটক করিয়া থাকে, তবে ঐ চাউল কি করা হইয়াছে, এবং ট্রাকের মালিক সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

উত্তর

(১) হ্যাঁ।

(২) ধৃত চাউল উদয়পুর কোর্টে চালান দেওয়া হইয়াছে এবং কোর্টের নির্দ্দেশ মতে উহা জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে। গাড়ীর মালিক এই ব্যাপারে কোনরূপ সংশ্লিষ্ট থাকার প্রমাণাভাবে তাহার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।

Unstarred Question No. 443
by Shri Bidya. Ch. Deb Barma, M.L.A

প্রশ্ন

(১) বিলনীয়া বাইখোরা থানার আবাংছড়া গ্রামের শ্রীবাহু চন্দ্র ত্রিপুরা পুলিশের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট কোন অভিযোগ করিয়াছেন কি ;

(২) অভিযোগ করিয়া থাকিলে তাহার বিবরণ।

(৩) এই অভিযোগ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

উত্তর

(১) হঁ্যা।

(২) বাইখোরা থানার অন্তর্গত আবাংছড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীবাহু চন্দ্র ত্রিপুরা, গত ২০—৯—৬৭ ইং তারিখে এক অভিযোগ করিয়াছে যে শ্রীধনিরাম (চৌধুরী) ত্রিপুরা ও অন্য আরো ৪ জন গত ২২-৮-৬৭ ইং তারিখে তাহার ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া তাহার স্ত্রীকে ও তাহাকে মারধর করিয়া ঘরের জিনিষ পত্র ও নগদ টাকা-পয়সা ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। উক্ত ঘটনা বাইখোরা থানায় এজাহার দেওয়া সত্বেও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী চুরির এক অভিযোগ ক্রমে তাহার বর্ণিত কতিপয় বিবাদীগণকে নিয়া অভিযোগকারীর বাড়ী খানা তল্লাসী করেন। এই ঘটনার কিছুদিন পর অভিযোগকারীর অনুপস্থিতিতে দুইজন কনেষ্টবল কয়েকজন বিবাদীকে সঙ্গে নিয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হয় এবং শ্রীবাহুচন্দ্রকে খুঁজিয়া আনিবার জন্য তাহার স্ত্রীকে বলেন; তাহার স্ত্রীর খোঁজ করিতে বাহির হইলে পথে উক্ত বিবাদীগণ তাহার স্ত্রীকে মারধর করে। উক্ত মারধরের ঘটনা অন্যান্য গ্রাম বাসীদের ও তথাকার ট্রাইবেল সুপারভাইজারকে জানান হইয়াছে বলিয়া দরখাস্তে প্রকাশ করা হইয়াছে।

(৩) তদন্তক্রমে অভিযোগটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

Unstarred Question No. 448
by Shri Bidya Ch, Deb Barma, M.L.A

প্রশ্ন

(১) শিক্ষা অধিকর্ত্তা অফিসের কর্ম্মচারী শ্রীহরিচরণ চক্রবর্ত্তিকে কি পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং অপর কাহারো বিরুদ্ধে কি কোন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে ;

(২) যদি থাকে তাহার বিবরণ ;

(৩) কি কি কারণে ইহাদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

(১) না। হরিচরণ চক্রবর্ত্তী নামে শিক্ষা অধিকর্ত্তা অফিসে কোন কর্ম্মচারী নাই এবং অপর কাহারো বিরুদ্ধে কোন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা থাকা প্রকাশ পায় না।

(২) প্রশ্ন উঠেনা।

(৩) ঐ

UNSTARRED QUESTION NO. 591

By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

1. Total number of Government employees in Tripura and its department-wise break-up ;
2. total number of Government employees so far declared parmanent and department-wise break-up ;
3. total number of Government employees so far declared quasi-permanent and department-wise break up ;
4. total number of Government employees who have completed three years of continuous service and its department-wise break-up ?

ANSWER

1. Total number of Government employees in Tripura is 23,692. Department-wise break-up is given below :—

Civil Secretariat	...	319
Public Works Department	...	2142
Forest Department	..	1048
Medical & Public Health Deptt.	...	2059
Agriculture Department	..	1015
Industries Department	...	620
Education Department	..	9122
Animal Husbandry Department	...	358
Development Department :		
Co-operation	...	175
Publicity	...	111
Panchayat Raj	...	457
Tribal Welfare & Welfare of Sch. Castes	...	203
Community Development	...	169
Rural Water Supply	...	55
Home Department :		
Police	...	2472
Jail	...	138
Enforcement & Anti-Corruption	...	9
Fire Services	...	79

District Sailors, Soldiers & Airman's Board	...	4
Statistical Organisation	...	143
Evaluation Organisation	...	16
Printing & Stationery	...	121
Survey & Settlement Org.	...	913
District Administration	...	986
Agri. Income-Tax Orgn.	...	3
Registration Organisation	...	52
Excise Organisation	...	42
Labour Department :		
Labour Organisation	...	56
Sub-Regional Employment Exchange Organisation	...	24
Food & Civil Supplies Department :		
Food Organisation	...	413
Civil Supplies Org.	...	69
Law Department :		
Judicial Commissioner's Office	...	22
District & Sessions Judges Office	...	135
Election Organisation	...	40
Legislative Assembly Sectt.	...	37
Rehabilitation Department	...	41
Town & Country Planning Organisation	..	24

2. Total number of Government employees so far declared permanent is 6293. Department-wise break-up is given below :—

Civil Secretariat	...	140
Public Works Depart ment	...	294
Forest Department	...	473
Medical & Public Health Department	...	155
Agriculture Department	...	67
Industries Department	...	86

Education Department	...	1635
Animal Husbandry Department	...	8

Development Department :

Co-operation	...	71
Publicity	...	9
Panchayat Raj	..	3
Tribal Welfare & Welfare of Sch. Castes	..	113
Community Development	...	59
Rural Water Supply	...	1

Home Department :

Police	...	1885
Jail	...	102
Enforcement of Anti-Corruption	...	7
Fire Services	...	51
District Sailors, Soldiers & Airman's Board	...	—
Statistical Org.	...	45
Evaluation Org.	...	5
Printing & Stationery Org.	...	36
Survey & Settlement Org.	...	8
District Administration	...	763
Agri. Income Tax	...	3
Registration Org.		19
Excise	...	27
Labour Organisation	...	15
Sub-Regional Employment Exchange Organisation	..	7
Food Organisation	...	41
Civil Supplies Org.	...	13
Judicial Commissioner's Court	...	14

District & Sessions Judges Office	..	84
Election Organisation	..	31
Legislative Assembly Sectt.	...	21
Rehabilitation Department	...	
Town & Country Planning Org.	...	

3. Total number of Government employees So far declared quasi-permanent is 3,473. Department-wise break-up is given below :—

Civil Secretariat	...	130
Public Works Department	...	127
Forest Department	...	181
Medical & Public Health Department	...	267
Agriculture Department	...	235
Industries Department	...	234
Education Department	..	1346
Animal Husbandry Deptt.	...	130
Development Department		
Co-operation	...	6
Publicity	...	5
Panchayat Raj	...	—
Tribal Welfare & Welfare of Sch. Castes	...	55
Community Development	...	28
Rural Water Supply	...	19
Home Department :		
Police	...	92
Jail	...	12
Enforcement & Anti-Corruption	...	—
Fire Services	...	24
District Sailors, Soldiers & Airman's Board	...	3

Statistical Organisation	...	71
Evaluation Organisation	...	1
Printing & Stationery Org.	...	29
Survey & Settlement Org.	...	178
District Administration	..	74
Agri. Income-Tax Org.	...	—
Registration Org.	...	3
Excise Organisation	...	4
Labour Organisation	...	3
Sub-Regional Employment Exchange Organisation	...	8
Food Organisation	...	148
Civil Supplies Org.	...	20
Judicial Commissioner's Office	...	2
District & Sessions Judges Office	...	25
Election Organisation	...	3
Legislative Assembly Sectt.	...	5
Rehabilitation Department	...	7
Town & Country Planning Organisation		1

4. Total number of Government employees who have completed 3 years of continuous service is 11,974. Department-wise break-up is given below :—

Civil Secretariat	...	139
Public Works Department	...	628
Forest Department	..	193
Medical & Public Health Deptt.		1370
Agriculture Department	...	485
Industries Department	...	443
Education Department	...	4238
Animal Husbandry Deptt.	...	261
Development Department :		
Co-operation	...	154
Publicity	...	59
Panchayat Raj	...	238

Tribal Welfare &		
Welfare of Sch. Caste	...	55
Community Development	...	25
Rural water Supply	...	32

Home Department :

Police	...	1926
Jail	...	125
Enforcement & Anti-corruption	...	8
Fire Services	..	—
District Sailors, Soldiers		
& Airman's Board	...	4
Statistical Organisation	...	8
Evaluation Organisation	...	—
Printing & Stationery Org.	...	65
Survey & Settlement Org.	...	866
District Administration	...	118
Agri. Income Tax Org.	...	—
Registration Organisation	...	9
Excise Organisation	...	11
Labour Organisation	...	34
Sub-Regional Employment		
Exchange Org.	...	1
Food Organisation	...	246
Civil Supplies Org.	...	56
Judicial Commissioner's Office	...	6
District & Sessions Judges Office		121
Election Organisation	...	7
Legislative Assembly Sectt.	...	30
Rehabilitation Department	...	9
Town & Country Planning Org.	...	4

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

December, 19, 1967.

The house met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on the Tuesday, the 19th December, 1967.

PRESENT

Shri M.L. Bhowmik, Speaker in the Chair, The Chief Minister, Ministers, Deputy Speaker, Deputy Minister and twenty five Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker —To day in the list of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Shri Aghore Deb Barma M. L. A.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. ∠80,

Shri Prafulla Kr. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 280

QUESTION	ANSWER
1) Whether it is fact that the employees of the Veterinary Department who works in the dispensary especially Veterinary Doctors and VFA staff are not getting over-time duty or any kind of allowances;	The Veterinary doctors and V. F. A. staff who work in the dispensary are not getting over-time allowances;

2) if so, the reasons thereof?

The veterinary doctors and the V. F. A. are treated as field staff and as such they are not entitled to get over-time allowances as per item No. (d) of Rule 4 of the Government of *India, Ministry of Finance Office Memorandum No. F. 9 (5)-E. II(B)/60 dt. 1. 6. 1961.*

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন. এই সেকশনে যারা কাজ করেন তাদের আলাদা ছুটির কোন ব্যবস্থা আছে কি না ? অর্থাৎ বিশেষ কোন ছুটির ব্যবস্থা আছে কি না ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—নিয়মের বাইরে কোন ছুটি হয় না, নিয়মানুসারে ছুটী দেওয়া হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমাদের যারা ষ্টেট এম্প্লয়িজ আছেন, তারা রবিবার এবং অন্যান্য ছুটীর দিনে ছুটী পান তদুপরি যদি ওভার টাইম কাজ করে তাহলে ও, টী; এ্যালাউন্স পান। এটা নিয়মে আছে, কিন্তু এখানে নিয়মের ব্যতিক্রম হচ্ছে, অতএব তাদের স্পেশাল ছুটির কোন ব্যবস্থা আছে কি না ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—স্পেশাল কোন ছুটী নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত গভর্ণমেন্ট এমপ্লইরা ছুটীর দিনে ছুটী ভোগ করতে পারেন না, এবং ওভার টাইম খাটার পর ও, টী, এ্যালাউন্স পান না, তাদের সম্পর্কে বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা দরকার মনে করেন কি না ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—ওদের ছুটীর ব্যাপারে আইনমাফিক ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, আইনের মধ্যে কি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা আছে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—আইন একটা লম্বা জিনিস, কোন আইন তিনি জানতে চান তার নোটিশ দিলে পরে আমি বলতে পারব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যাদের রিলেশানে প্রশ্ন করেছি, তাদের সম্পর্কেই আইনের মধ্যে কি আছে আমি জানতে চাইছি।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ ঃ—আমি এর জন্য নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার। He is absent. Then I call on Shri Kshitish Chandra Das, M. L. A.

Shri Kshitish Chandra Das :—Question No. 362.

Shri T. M. Das Gupta :— Mr. Speaker, Sir, Starred Question No. 362.

প্রশ্ন

ক) জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল staff এর মধ্যে যাহারা un-revised scale এ বেতন পাইতেছে তাহাদের periodical increment কি কারণে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

খ) ইহা কি সত্য যে un-revised scale এ এখন যাহারা বেতন পান তাহাদের মধ্যে কারো কারো periodical increment আবার হয়েছে।

গ) যদি সত্য হয় তবে কি ভাবে হয়েছে জানাবেন কি ?

ঘ) যাহারা এখন un-revised scale এ আছে, তাহাদের scale revised হইতে কতদিন লাগিবে, না revised হইবে না।

ঙ) পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বেতনক্রম ত্রিপুরার বরাবরই প্রযোজ্য হয়, তবে জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল staff এর বেলায় ব্যতিক্রম আছে কি ? থাকিলে কারণ কি, স্যানিটারী ইনস্পেক্টারদের পশ্চিমবঙ্গে scale কত ? আর ত্রিপুরায় বর্তমানে কত ?

উত্তর

ক) কতকক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত বেতনক্রম এর জন্য revised scale দেওয়া যায় নাই। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বেতনের হার স্থির করার জন্য জানানো হইয়াছে।

খ) হ্যাঁ

গ) যাহারা পুরাতন বেতনহার নেওয়ার জন্য option দিয়াছেন তাহারাই শুধু increment পাইতেছেন,

ঘ) এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে, এখনও সিদ্ধান্ত হয় নাই, শীঘ্রই হইবে আশা করা যায়।

ঙ) শুধু স্যানিটারী ইনস্পেক্টারদের বেলায় ব্যতিক্রম আছে। কারণ জানা নাই।

পশ্চিমবঙ্গে স্যানিটারী ইনস্পেক্টারদের বেতন হার যথাক্রমে :—

১) ১২৫—২০০

২) ১৫০—২৫০

৩) ২০০—৪০০

ত্রিপুরা সরকারের স্যানিটারী ইনস্পেক্টারদের পরিবর্তিত বেতনহার নিম্নরূপ —

১) ১৫০—২৫০ টাকা ২) ১২৫—২০০ টাকা।

সাপ্লীমেন্টারী :—

শ্রী ক্ষীতিশ চন্দ্র দাস :—এই যে ১২৫-২৫০ এবং ১৫০-২৫০ স্কেল বলা হয়েছে, স্কেলটি রিভাইজড্ হওয়ার আগে কোন স্কেলটি ছিল ?

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—রিভাইজড্ হওয়ার আগে কেউ ৯০ টাকা পেয়েছে আবার কেউ ১০০-২০০ পেত, রিভাইজড্ হওয়ার পর যাদের অপশান নেওয়া হয়েছে তাদের ১৫০-২৫০ স্কেলে বেসিক বৃদ্ধি হয়ে ১৬৫ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে এবং নূতন যারা তাদের ১২৫-২০০ স্কেলে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—১২৫-২০০ এবং ১৫০-২৫০ এই দুইটি স্কেল কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হচ্ছে ? কোন কোন সেনিটারী ইন্‌সপেক্টার ১২৫-২০০ স্কেল পাবে এবং কোন কোন সেনিটারী ইন্‌সপেক্টার ১৫০-২৫০ স্কেলে পাবে সেটা কিসের উপর ভিত্তি করে এই ডিফারেনসিয়েশানটা করা হচ্ছে ?

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন একই পোষ্টে কাজ করার পর তাদের বেতনের তারতম্য কেন করা হয় ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নোটিশ চেয়েছেন। শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

Mr. Speaker :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—389.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Mr. Speaker. Sir, question No. 389.

Question	Answer.
১। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির জমি কোন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান জবর দখল করিয়াছেন।	এ পর্য্যন্ত ৭টি ক্ষেত্রে enroachment দেখা গিয়াছে। এই ৭টি ক্ষেত্রে অবৈধ দখল খালাস করিয়া দেওয়ার জন্য Settlement Officer এর নিকট প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে ২২টি ক্ষেত্রে অবৈধ দখল খালাস করিয়া সংশ্লিষ্ট ভূমি মিউনিসিপ্যালিটিকে ঐ Office হইতে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।
২। জবর দখলকারী কাহারও বিরুদ্ধে উচ্ছেদের নোটিশ হইয়া থাকিলে তাহাদের নাম।	যে সমস্ত ক্ষেত্রে জবর দখল কারীদের উপর Settlement Office হইতে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের একটি তালিকা নিম্নে

দেওয়া গেল :—

১। অনন্তময়ী মজুমদার

২। (i) শ্রীনরেন্দ্র গুপ্ত

(ii) শ্রীমতি হেমঙ্গীনি দাশ

৩। শ্রীজীবন কৃষ্ণ কুণ্ড

৪। শ্রীনিবারণ চন্দ্র সূত্রধর

৫। শ্রীমতি পার্ব্বতী দেবী

৬। শ্রীসুকুমার কর

৭। শ্রীমতি কমল রাণী দাশ

৮। শ্রীসুরেশ চৌধুরী

৯। শ্রীবিশ্বনাথ ধর

১০। শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

১১। শ্রীমতি চম্পকলতা সাহা

১২। শ্রীমনিন্দ্র চন্দ্র সাহা

১৩। শ্রীমতিলাল সাহা

১৪। ইসমাইল আলী

১৫। শ্রীগোপি বল্লভ সাহা

১৬। শ্রীসুধেন্দু তলাপাত্র

১৭। শ্রীনিমাই চন্দ্র দেববর্ম্মা

১৮। শ্রীমতি ক্ষীরুদ নন্দীনি দেবী

১৯। শ্রীকামিনী মোহন দেববর্ম্মা

২০। শ্রীদেবেন্দ্র কুমার পাল

২১। শ্রীঅনিষ কুমার দেববর্ম্মা

২২। শ্রীগোপাল চন্দ্র দেববর্ম্মা

২৩। শ্রীমধুসুদন দত্ত

২৪। শ্রীললিত মোহন দেব

২৫। শ্রীমতিলাল চৌহান

২৬। শ্রীসোনাতন ঘোষ

২৭। শ্রীদীনেশ চন্দ্র দাশ

২৮। শ্রীসুধীর কুমার বর্দ্ধন

২৯। শ্রীমতি পারুল প্রভা সেন

৩০। শ্রীমতি সুনীতি বালা সেন

৩১। শ্রীমতি মনোরমা দাস

Question	Answer
	৩২। শ্রীমতি লক্ষ্মীরাণী দেবী
	৩৩। শ্রীঅনুপ চন্দ্র চৌধুরী
	৩৪। শ্রীশশধর দত্ত
	৩৫। শ্রীঅল রঞ্জন গুপ্ত
	৩৬। শ্রীমতি উষারাণী সেনগুপ্ত
	৩৭। শ্রীরাজকুমার চৌধুরী
	৩৮। শ্রীরামলাল গঙ্গোপাধ্যায়
	৩৯। শ্রীমতি চারুশিলা দেবী
	৪০। শ্রীসুকুমার চৌধুরী
	৪১। শ্রীসুরেশ চন্দ্র গুপ্ত
	৪২। শ্রীহেমন্ত কুমার পোদ্দার
	৪৩। শ্রীগৌরাঙ্গ মোহন ঘটক
	৪৪। শ্রীসুরেন্দ্র মোহন মজুমদার
	৪৫। শ্রীমাখন লাল লোধ
	৪৬। শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন পাল
	৪৭। শ্রীঅনুকুল চন্দ্র দত্ত
	৪৮। শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত
	৪৯। শ্রীঅরুণ চন্দ্র দে
	৫০। শ্রীমুরারী মোহন দেববর্মা
	৫১। শ্রীকালী চন্দ্র রায় চৌধুরী
	৫২। শ্রীগিরিশ চন্দ্র নন্দী
	৫৩। শ্রীসুবল চন্দ্র নন্দী
	৫৪। শ্রীগোপাল চন্দ্র দেব
	৫৫। শ্রীসুকুমার রায়
	৫৬। শ্রীমহেন্দ্র মোহন দেববর্ম্মা
	৫৭। শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র পাল
	৫৮। শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র বণিক
	৫৯। শ্রীসুধাংশু ভূষণ চক্রবর্ত্তী
	৬০। শ্রীঅর্জ্জুন বিহারী দে
	৬১। শ্রীনবদ্বীপ বর্ম্মণ
	৬২। শ্রীমতি কমলা রাণী দাশগুপ্তা
	৬৩। শ্রীজগদীন্দ্র কুমার দেববর্ম্মা

৬৪। শ্রীমতি কুমুদীনি সাহা

৬৫। শ্রীমতি সুপ্রভা সাহা

৬৬। শ্রীসুধন চন্দ্র দে

৬৭। শ্রীহরিপদ বিশ্বাস

৬৮। শ্রীসুনাতন সাহা

৬৯। শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র সাহা

৭০। শ্রীসুবল চন্দ্র দাশ

৭১। শ্রীতরুনী কান্ত ভৌমিক

Shri U.K. Roy :—Point of order. Can such questions be admitted as Starred question,

Mr. Speaker:— I do not think there is any bar.

Shri U. K. Roy —I would draw the attention to Rule 35 (11),

Mr. Speaker :—Alright, I shall give my ruling later on.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বোধজং দীঘির পারে অর্থাৎ রাস্তার উপর যেসমস্ত বসত বাড়া আছে এইগুলি মিউনিসিপ্যালিটির জায়গা কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সমস্ত বে-আইনা দখলকার তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন মিউনিসিপ্যালিটির জমি যাতে দখল করতে না পারে তার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আইন রয়ে গেছে। যারা বেদখল করেছে তাদিগকে উচ্ছেদের যাবতীয় বন্দোবস্ত রয়ে গেছে ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে কতজন ইঞ্জিনীয়ার আছেন যারা জবরদখলকারীদের সাহায্য করতে পারেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—মাননায় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা বেদখলকারী তাদের একটা লিস্ট দেওয়া হয়েছে।

Shri U. K. Roy, Hon'ble Speaker, Sir, Has the point of order been ruled out ?

Mr Speaker ,—No, I shall give may ruling later on.

Shri U. K. Roy .—If the point of order is not ruled out then how the House can continue ?

Mr Speaker.— These are supplementary questions.

Shri U. K. Roy ,—Anyway, it is continuation,

Shri T. M. Dasgupta (Health Minister).—Mr. Speaker, Sir, sometimes it might be difficult for the Speaker to decide beforehand what would be the

nature of answer to the question. So, I think, the Speaker might have thought at the first instance that the reply would not be of such voluminous nature. So the Speaker might have decided at the momet that it should be a Starred question. But subsequently if anybody, does not raise any point or even the ministry itself does not raise any objection, it can go as starred question. In the present context the Speaker has done the justified thing.

Shri U. K. Roy :—This reply should have come from the Speaker, not from any other Member of the House.

Mr. Speaker .—Hon'ble Minister have given his observation only.

Shri U. K. Roy :—But why ? The question now remains between the questioner and the Speaker.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—যেহেতু এটা স্টাড কোয়েশ্চান হিসাবে উত্তর দেওয়া হয়েছে সুতরাং এই মুহুর্ত্তে এটাকে আনষ্টার্ড করে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

Mr. Speaker :—Yes, you are right. At this moment it eannot be treated as unstarred question. The Speaker has got the power to admit a question as starred or unstarred. The Speaker cannot foresee that the reply will be such big.

Shri U. K. Roy :—Not always. In certain cases when he allows a question in violation of the rules, it can be questioned.

Shri S. L. Singh (Chief Minister):—Mr. Speaker, Sir, first of all public importance, then on that basis also speaker has right to give this decision.

Shri P. R. Dasgupta :—It is a most important question.

Mr. Speaker :—It is a most important question no doubt.

Shri U. K Roy :—It is a most important question no doubt. But the thing whould have been admitted as an unstarred question, in conformity with the rules.

Shri P. R Dasgupta :—Question is this, if it be unstarred then the supplementary questions cannot arise and the questioner cannot be satisfied,

Shri U. K. Roy : He must be satisfied within the purview of the rules, I would draw your attention to rule 295 where it is stated that 'No decision of the Speaker in respect of disallowance of any resolution or question or in respect of any other matter shall be questioned. But if a question is allowed not according to the provisions of the rules it can be questioned.

Shri S. L. Singh :—On the basis of rule 35 also, as he mentioned, the Speaker can allow this question as starred question at his disereation if he thinks it as public importance.

Mr. Speaker :— I have decided to admit this question as starred question as it was a matter of public importance and I could not foresee that the reply will be so big.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।—জবর দখলকারীদের উচ্ছেদ করার জন্য এই পর্যন্ত কতটা নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং কতবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এর মধ্যে আগেই মেনশান করিয়াছি যে, ৭১টি ক্ষেত্রে অবৈধ দখল খালাস করিয়া দেওয়ার জন্য সেটেলমেন্ট অফিসারের নিকট প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে ২টি ক্ষেত্রে অবৈধ দখল খালাস করিয়া সংশ্লিষ্ট ভূমি মিউনিসিপালিটীকে ঐ অফিস হইতে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।—ইটখলা রাস্তার উপর যে সমস্ত বাড়ী আছে, তাদের উচ্ছেদের জন্য কোন নোটিশ দেওয়া হয়েছে কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে ৭১টি কেস অব এনক্রোচমেন্ট আছে, তার মধ্যে ২টি বুঝাইয়া দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।—মিউনিসিপাল অফিসের জমাদার নিজ নামে ইটখলা রাস্তার উপর বসত বাড়ী করে সেখানে আছে। তার উপর নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিনা এবং এই নামের লিষ্টে তার নাম ইনক্লুডেড আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ— আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা। :—কোয়েশচান নাম্বার [illegible]

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মিঃ স্পীকার স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার [illegible]।

প্রশ্ন	
১। বাজার উন্নয়ন ও বস্তি উন্নয়ন (Slum clearance) এর জন্য এ পর্যন্ত মোট কত টাকা আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির হাতে দেওয়া হইয়াছে ;	বাজার উন্নয়ন ও বস্তি উন্নয়ন (Slum clearance) এর জন্য এ পর্যন্ত মোট ৬,৮৭,১০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।
২। তাহার মধ্যে কোন বাজার বা বস্তির জন্য কত টাকা খরচ হইয়াছে ?	ক) রামনগর হরিজন কলোনীতে হরিজনদের জন্য বাস গৃহ নির্ম্মান বাবত ব্যয় ৯৬০৬৮টাকা।

খ) ইন্দ্রনগর হরিজন কলোনীতে তাহাদের জন্য বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য ব্যয় ১,০২,০৩০ টাকা

১,৯৮,০৯৮ টাকা

বাজার উন্নয়ন—বাবত

গ) দুর্গা চৌমুহনীতে নূতন বাজার স্থাপন বাবত ১,০৮,৯৭৮টাকা।

ঘ) বটতলা বাজার মৎস্য ও মাংসের ষ্টল নিম্মাণ বাবত ৩০,৯৬৪টাকা।

ঙ) মহারাজগঞ্জ বাজারের দোকান ঘর নির্ম্মান বাবত ৭৮,৫১৯ টাকা।

চ) খোসবাগে হকার্স মারকেট নির্ম্মাণ বাবত ১,২০,৫১৫ টাকা।

ছ) ধলেশ্বর নূতন বাজার স্থাপন বাবত ৪৭,২৬১টাকা।

মোট ৩,৭৮,২৩৪টাকা।

সর্ব্বমোট ৫,৭৪,৩৩২টাকা।

অবশিষ্ট টাকা হইতে ৫৬,৪৩৬ টাকা ধলেশ্বর বাজারে ব্যয় করার পরিকল্পনা সরকারের নিকট দাখিল করা হইয়াছে এবং ইহা পরীক্ষাধীন আছে। বাকী টাকা লেইক চৌমুহনী বাজারে ব্যয় করা হইবে। ঐ স্থানে প্রয়োজনীয় জমির জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

৩। বটতলী বাজারে উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণে যদি বিলম্ব হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি?

বটতলা বাজার দশ বৎসরের জন্য ১৯৬৫ইং সনে মিউনিসিপালিটিকে দেওয়া হইয়াছে। এইবাজার স্থায়ী ভাবে মিউনিসিপ্যালিটিকে দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৪। বটতলি বাজারের উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করার কি ব্যবস্থা হইবে ?	বটতলা বাজার স্থায়ীভাবে মিউনিসিপালিটির নিকট হস্তান্তর করার পরেই মিউনিসিপালিটি ঐ বাজারের সর্ব্ববিধ উন্নয়ন মূলক কার্যাদি করিতে পারিবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—ইহা কি সত্য নহে যে বটতলা বাজারে জল ও ড্রেনের কোন ব্যবস্থা নাই ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—বটতলা বাজারে জলও আছে ড্রেনও আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সময় টাকার হিসাব এখানে দিলেন, সেই টাকার মধ্যে ল্যাণ্ড এ্যাকুইজেশান বাবদ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার টাকা ইনক্লুডেড কিনা ?

শ্রীএস, এল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩৬

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৩৯।

QUESTION	ANSWLR
1. Is it a fact that the staff of Veterinary Department of Tripura attend their duties on all 365 days of the calender year ?	Yes.
2. If so, what are the arrangements made for the compensation of their leave viz. Sundays, Gazetted holidays and other special holidays ?	During Sundays and holidays excepting Puja holidays the Institutions remain opened during morning spell. In the afternon, skeleton staff is provided to look after Dispensary work. During Puja holidays 1st half 50% staff man the work of the dispensary and 2nd half other 50% staff attend the duty. No compensation either in the shape of allowance or leave is allowed to the staff.
3. If not, why;	Due to paucity of Veterinary Assistant Surgeon both in Government Department and in Private capacity.

উত্তর

ক) (১) ১৯৬৬ সনের সেপ্টেম্বর মাস থেকে নাই।

(২) গত ১৫।১১।৬৭ইং তারিখে একজন ডাক্তারকে তিলথৈ ডাক্তারখানায় posting দেওয়া হইয়াছে।

(৩) ১৯৬৬ সনে দৈনিক গড়ে ৯১·৮ জনকে চিকিৎসা পত্র ও ঔষধাদি দেওয়া হইয়াছে।

খ) উক্ত ডাক্তারখানায় ডাক্তার দেওয়ার জন্য ও ডাক্তার কম্পাউণ্ডারের কোয়াটার মেরামত করার জন্য মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের ৩০।৪।৬৭ইং তারিখে লিখিত একখানা চিঠি কর্তৃপক্ষের হস্তগত হইয়াছে। এ ব্যাপারে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হইয়াছে। ডাক্তারের স্বল্পতা-বিধায় সেখানে যথা সময়ে ডাক্তার দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

গ) এ যাবৎ ১৯টি ডিসপেনসারীতে ও ১৮টি মেডিকেল ইউনিটে ডাক্তার নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এই যে ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডার এবং ডাক্তারের কোয়াটার আছে সেগুলি কি মেরামত হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সমস্ত ডাক্তার-খানায় এখন ডাক্তার নাই, কেন এই সমস্ত ডাক্তারখানায় এখন ডাক্তার দেওয়া হচ্ছে না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না, সেই জন্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি তিলথৈ সরকারী ডাক্তারখানায় কখন ডাক্তার দেওয়া হবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—ডাক্তার একজন দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং ঃ—যে সব ডাক্তারখানায় ডাক্তার নাই এইসব ডাক্তারখানায় কি ভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—যে সব ডাক্তারখানায় ডাক্তার নাই সেখানে একজন করে কম্পাউণ্ডার আছে আর ক্লাস ফোর স্টাফ আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কোন কোন ডাক্তার-খানায় ডাক্তার তো নাই ই, এমন কি আসবাবপত্রও নাই কেন ?

মিঃ স্পীকার ঃ—এই রকম ডাক্তারখানার নাম করতে পারেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—কৈলাসহরের মাণিকপুরে আছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—নোটিশ চাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই তিলথৈ সরকারী ডাক্তার-

খানা এবং ডাক্তারের কোয়ার্টার অবিলম্বে মেরামত করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমাদের তরফ থেকে পি ডব্লিও, ডি,কে রিকোয়েসট করার কথা। সেটা করা হয়েছে বলে আমাদিগকে জানিয়েছেন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ডাক্তারখানায় যে সব ক্লাস ফোর স্টাফ রাখা হয়েছে তাদের সংখ্যা কত ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—যে সমস্ত মেডিক্যাল ইউনিট বা ডাক্তারখানার মধ্যে বর্তমানে কোন ডাক্তার নাই তাদের রিক্রুট করার জন্য সরকারী তরফ থেকে কোন অ্যাডভার্টাইজ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—অ্যাডভার্টাইজ অনেক করা হয়েছে। তাছাড়া যেহেতু ত্রিপুরার ডাক্তাররা দিল্লীর সি, এইচ, এস, এর আণ্ডারে সে জন্য সি, এইচ, এস, থেকে কিছুদিন আগে ৩০ জনের নাম পাঠানো হয়েছিল। তার মধ্যে একজনের কথা আমি জানি তিনি সরাসরি এসে জয়েন করেছেন, বাকীরা জয়েন করেন নাই। তাদের সঙ্গে করেসপণ্ডেন্স চলছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন ডিরেক্টলি রিক্রুট করতে সরকারের পক্ষে কি বাধা আছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কোন বাধা নাই। অ্যাডভার্টাইজ করলে লোক আসে না। সেইজন্য ঘন ঘন আমরা অ্যাডভার্টাইজ করিনা। এখন দিল্লী থেকে অ্যাডভার্টাইজ করে তারাই পাঠাচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :- গত ১৯৬৬-৬৭ সালে কতবার অ্যাডভার্টাইজ করা হয়েছে ডাক্তার রিক্রুট করার জন্য ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Suresh Chandra Choudhury,

Shri Suresh Ch. Choudhury :—Question No. 536

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, question No. 536.

প্রশ্ন

১) ঋষ্যমুখে একটি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলা হইয়াছে। ইহার গৃহ নির্ম্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) ঋষ্যমুখ প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে রোগী ভর্ত্তির ব্যবস্থা আছে কিনা ? রোগীদের খাদ্য সরবরাহের কি ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন ; সরকার খাদ্যসরবরাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন কি না ?

৩) কলসী ডিসপেনসারীতে আজ কত দিন যাবৎ ডাক্তার নাই, ইহা মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

৪) 'একিমপুর মেডিকেল ইউনিটে নাইট গার্ড ব্যতীত কোন প্রকার মেডিকেল ম্যান নাই ; নিযুক্ত থাকিলেও উক্ত স্থানে উপস্থিত থাকেনা—ইহা মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

উত্তর

১) আছে।

২) আছে। (ii) গত ২৬.৯.৬৭ ইং তারিখে শ্রীনীলাম্বর রায়কে ঐ প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারে খাদ্য সরবরাহের জন্য Diet contractor হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন বলিয়াই Diet contractor নিযুক্ত করা হইয়াছে।

৩) গত ১-২-৬৬ ইং হইতে কলসী ডিসপেনসারীতে ডাক্তার নাই।

৪) একিমপুর মেডিকেল ইউনিটএ নাইটগার্ড ব্যতীত একজন কম্পাউণ্ডারও সেখানে আছে। উক্ত কম্পাণ্ডার ঐখানে থাকেনা এমন কোন খবর জানা নাই।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—ঋষামুখ প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারে গৃহনির্ম্মাণের কাজ কখন আরম্ভ হবে বলতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হচ্ছে। কবে হবে কোন নির্দ্দিষ্ট দিন বলতে পারছি না।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—ঋষামুখ প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারে কন্ট্রাকটর খাদ্য সরবরাহ করে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এখন পর্যান্ত সরবরাহের খবর পাওয়া যায় নাই।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—কলসী ডিসপেনসারীতে ডাক্তার দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—ডাক্তার অ্যাভেইলেবল হলেই দেওয়া হবে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—সেখানে কোন কম্পাউণ্ডার বা আদার ষ্টাফ আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—Question No.547

Shri T.M. Das Gupta :—Mr. Speaker, Sir, Starred Question No.547.

Question	Answer
1. The step taken by the Government of Tripura to redress the grievances of the Dokan Karmacharies	A draft bill on the line of West Bengal Shops and Establish-

keeping in view of the assurance given by the Labour Minister on the Floor of the Assembly on the 11th April, 1967.

ments Act, 1963 has already been prepared and further action in this respect is being taken.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গত এপ্রিল মাসের ১১ই তারিখে এই হাউসে যে রিপ্লাই দিয়েছিলেন সেখানেও বলেছেন যে এই সম্পর্কে ড্রাফট সেক্রেটারিয়েটে বিবেচনাধীন আছে। আজকে হচ্ছে ডিসেম্বর মাস, এই ১০ মাস পরেও বলা হচ্ছে যে এই ড্রাফ্‌ট সেক্রেটারিয়েটের বিবেচনাধীন আছে। অতএব আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এই ড্রাফ্‌ট আর কতদিন পর্য্যন্ত লালফিতার বন্ধনে থাকবে?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন এটা এমন পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে সেটা কেবিনেটে পেশ করা হবে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই এ্যাসুরেন্স দিতে পারেন কি না যে নেক্সট যে ফিনানশ্যাল সেসান হবে সেখানে এটা পেস করা হবে?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এই এ্যাসুরেন্স দেওয়া সম্ভবপর নয়, কারণ কেবিনেট থেকে পাশ হয়ে গেলে পর সেটা আবার দিল্লীতে যাবে এবং সেখান থেকে এটা ফিরে আসার পর সেটাকে বিবেচনার জন্য এই এ্যাসেম্বলীতে পেশ করা হবে। সুতরাং এখন দিল্লীতে কতদিন পর্য্যন্ত থাকবে সেটা বলা যায় না। কাজেই এই এ্যাসুরেন্স দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই দশ মাসের মধ্যে কি কেবিনেটেও পেস করা হয় নি?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি এর উত্তর আগেই দিয়েছি।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই পর্য্যন্ত কতটা রিপ্রেজেন্টেশান এই দোকান কর্ম্মচারী সমিতি থেকে পেয়েছেন এবং প্রথম রিপ্রেজেন্টেশান কত তারিখে পেয়েছেন?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—১৯৬৩ সালে কোন রিপ্রেজেন্টেশান পেয়েছেন কি না?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা আমরা জানতে পারি কিনা যে দোকান কর্ম্মচারী সমিতির যেসব গ্রিভেন্‌সেস্‌ আছে—তাদের আট ঘণ্টার অতিরিক্ত কাজ, তাদের বোনাস এবং অনেককে ৯ ঘণ্টা করে কাজ করানো হয়, হোলিডেতে কাজ করানো হয়-এইসব গ্রিভেন্স সম্পর্কে কোন রকম নোটিশ লেবার মিনিষ্ট্রী পেয়েছেন কি না?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এর জন্য আইন আছে, যে কোন ইন্‌ডিভিজুয়েল কমপ্লেন লেবার ডিপার্টমেন্টে দিতে পারে। পশ্চিমবাংলার আইনের সঙ্গে সমতা করে ১৯৪৭ সনের আইন

এখানে বিরাজ করছে এবং সেই হিসাবে তাদের ডিমাণ্ড লেবার অফিসারের কাছে তারা দিতে পারে। সেই অধিকার তাদের আছে এবং সেভাবে করলে পরে সেটার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই রকম রিপ্রেজেন্টেশান লেবার মিনিষ্ট্রী ১৯৬৭ সালে পেয়েছেন কি না, সেটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—একটা হচ্ছে জেনারেল রিপ্রেজেন্টেশান, আরেকটা হচ্ছে ইনডিভিজুয়েল রিপ্রেজেন্টেশান। যদি জেনারেল রিপ্রেজেন্টেশান দেওয়া হয় তাহলে সরকার যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পার্টিকুলার কোন রিপ্রেজেন্টেশান যদি দেওয়া হয় তাহলে ইনসপেক্টার আছে, তিনি এনকোয়ারী করেন, অভিযোগ শুনেন এবং তারপর যথাবিহিত ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে আগের যে এ্যাক্ট চালু আছে সেই এ্যাক্ট অনুসারে তাদেরকে রিড্রেস দেওয়া হচ্ছে কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—একটা হচ্ছে জেনারেল কমপ্লেন পার্টিকুলার একটা লোকের উপর এবং আরেকটা হচ্ছে ইনডিভিজুয়েল কমপ্লেন। ইনডিভিজুয়েল কমপ্লেন যদি পেন্ডিং থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমি সেটা দেখব।

Mr. Speaker : —Hon'ble Member, Supplementary Question can not be wider than the original one.

Shri P. R. Das Gupta : —I agree Sir, but the nature of the question is very important. So the importance of the question should be considered and should be given due regard by the Speaker. This touches the efficiency of the Administration, because draft lies in the Office for last 11 months and it has not been placed before the Cabinet even. How we can expect that justice to be done to these 'Dokan Karmacharies' ?

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—I want protection Sir. This is a Question of legislation. First of all Labour Department see the thing itself, then it is to be seen by the Legal Department and all other Departments also for other duties to perform Sir. So some latitude is to be given for drafting suitable legislation.

Shri P. R. Das Gupta :—But the Draft is there.

Mr. Speaker :—He has already explained the difficulties.
Shri Nishikanta Sarkar.

Shri Nishikanta Sarkar :—Question No. 623.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, Starred Question No. 623.

প্রশ্ন

১। উদয়পুর বিভাগের গকুলপুর হইতে রাজনগর রাস্তাটি তৈরার কাজ কবে আরম্ভ হইয়াছে ?

২। এ পর্য্যন্ত উক্ত রাস্তা করার জন্য কত টাকা খরচ হইয়াছে এবং আরও কত টাকা খরচ করা হইবে ?

৩। উক্ত রাস্তার কাজ শেষ হইতে আর কত বছর সময় লাগিবে ?

উত্তর

১। ১৯৬৫ ইং সনের মে মাসে।

২। এ পর্য্যন্ত ২২,৯২০·৯৫ নঃ পঃ খরচ হইয়াছে এবং আরও আনুমানিক ১৪,৪৮৫·০০ টাকা খরচ হইবে।

৩। এই বৎসর রাস্তাটি শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ— এই রাস্তার জন্য মোট কত টাকা রাখা হয়েছিল ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— আগেই বলা হয়েছে ২২,৯২০·৯৫ পঃ খরচ হইয়াছে এবং আরও আনুমানিক ১৪,৪৮৫ টাকা খরচ হবে। এই রাস্তাটি এই বৎসর শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ— এই রাস্তাটির জন্য যে টেণ্ডার দেওয়া হয়েছিল তাতে কত দিনের টাইম দেওয়া হয়েছিল শেষ করার ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়াকি বলতে পারেন এই রাস্তাটির জন্য এস্‌টিমেটেড কস্ট কত ছিল ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ— যে রাস্তাটা করা হচ্ছে সেটা কত মাইল লম্বা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ— যে রাস্তটা করা হচ্ছে তার কোন মেজারমেণ্ট নেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— আমি নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :— Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 144.

Shri T. M. Dasgupta :— Mr. Speaker, Sir, question No. 144.

QUESTIONS.

1. Whether the Govt. desires to increase the amount of expenditure on diet per indoor T. B. patient of T. B. Ward, Agartala and also rate of diet in respect of out-lying Hospitals and Primary Health Centres where the number of patients are very small ;
2. If so, what steps have been taken in the matter ?

ANSWERS.

(1) & (2) Scale of diet setforth for Hospitals and Primary Health Centres' patients are supplied whatever might be the cost.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বর্ত্তমানে টি, বি, পেশেন্টদের কত করে দেওয়া হচ্ছে মাথাপিছু ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এখন যে নিয়ম আছে তাতে মাসে অ্যাভারেজ যা খরচ পড়ে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ডায়েট সাপ্লাই করতে তাই দেওয়া হয় ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে এক্জাক্ট মাথাপিছু কত করে পড়ে, বর্ত্তমানে যা দেওয়া হয় ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— এটা কণ্ট্রাক্টরের রেটের উপর নির্ভর করে । এক এক মাসে এক এক রকম পড়ে । মাননীয় সদস্য যখন জানতে চেয়েছেন আমি মোটামুটি তা জানিয়ে দিচ্ছি । এপ্রিল মাসে গড়ে ১'৩৪ পঃ, মে মাসে ১'৪০ পঃ, জুন মাসে ২'৪৬ পঃ এবং জুলাই মাসে পড়েছে ২'৩০ পঃ ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এটা কিসের ভিত্তিতে ঠিক করা হয় ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি বললাম তো ডায়েটের জন্য পেশেন্টদের ৬ রকমের স্কেল আছে । তার ভিতর থেকে ডাক্তাররা যে স্কেল উপযুক্ত মনে করেন তা দেন এবং তারপর যদি ডাক্তাররা মনে করেন যে দুয়েকটা জায়গায় স্পেশাল ডায়েট দেওয়া দরকার তখন সেটাও তারা প্রেসক্রাইব করেন ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—বর্ত্তমানে যে স্কেল আছে সেটা কোন্ ইয়ারে ঠিক করা হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এটা বছর বছর কণ্ট্রাক্ট হচ্ছে ।

Mr. Speaker :—Shri Jatindra Kumar Majumder.

Shri Jatindra Kumar Majumder : - Question No. 293.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, question No. 293.

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরার সরকারী হাসপাতালগুলিতে Anti-rabic treatment centre আছে কি ?

খ) যদি থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল Centre এ Rabics trained চিকিৎসকদের নাম ;

গ) এবং ঐ সকল centre এ কুকুর, বিড়াল ও শৃগালের কামড়ে আক্রান্ত কত রোগীকে ১৯৬৭ইং সনের ১লা জুন পর্যান্ত চিকিৎসা করা হইয়াছে ;

ঘ) ঐ সকল রোগীদের মধ্যে চিকিৎসায় বিফল মনোরথ হইয়া কত রোগী মারা গিয়াছে ;

ঙ) গোবিন্দবল্লভ হাসপাতালে Rabics Centre এর training প্রাপ্ত কোন চিকিৎসক দ্বারা কুকুর, বিড়াল ও শৃগালের কামড়ে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি ?

উত্তর

ক) আছে ।

খ) হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে নিযুক্ত ডাক্তাররাই Anti-rabic এর চিকিৎসা করিতে সক্ষম ।

গ) ১৯৬৭ সনের জুন পর্যান্ত হাসপাতালগুলিতে ২৭০ জনকে Anti-rabic এর চিকিৎসা করা হয়েছে ।

ঘ) উপরের চিকিৎসিত রোগীদের মধ্যে ৫ জন মারা গিয়াছে ।

ঙ) গোবিন্দবল্লভ হাসপাতালে কোন Anti-rabic centre নাই, তবে ভি, এম, হাসপাতালে Anti-rabic চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে ।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তাররাই অ্যানটিরেবিক ট্রিটমেন্ট করে থাকেন। তাহলে মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এটার জন্য কোন ট্রেনিং এর দরকার আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এখন নুতন যারা ডাক্তার বের হয়ে আসেন তারা ঐ ব্যাপারে ট্রেনিং নিয়েই আসেন ।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—যারা এইরকম ট্রেনিং নিয়ে আসেন তাদিগকে এই ব্যাপারে ব্যবহার করা হয় কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—রোগী থাকলেই ব্যবহার করা হয় ।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—যে সমস্ত ডিস্পেনসারীতে এরকম ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা নাই সেই সমস্ত ডিস্পেনসারীতে যদি এইরকম ট্রেনিং প্রাপ্ত ডাক্তার থাকেন তাহলে এই সমস্ত ট্রিটমেন্টের জন্য তাহাদিগকে এখানে আনার ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এটা আলাদা প্রশ্ন স্যার ।

Mr. Speaker :— Shri Bidya Ch. Deb Barma,

Shri Bidya Chandra Deb Barma :—Question No. 417.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 417.

প্রশ্ন

১) অমরপুর জালায়াতে একটি ডাক্তারখানা খোলার প্রতিশ্রুতি সরকার দিয়াছেন কি ?

২) ইহা কি সত্য যে ঐ প্রতিশ্রুতি অনুসারে গ্রামবাসারা শ্রমদান করিয়া ডাক্তারখানার ঘর তৈরী করিয়াছে ?

৩) যদি ইহা সত্য হইয়া থাকে, তবে ঐ ডাক্তারখানা কবে খোলা হইবে।

উত্তর

১) মেডিকেল ইউনিট খোলার জন্য বলা হইয়াছিল।

২) হঁ্যা।

৩) ইতিমধ্যেই উক্ত ডাক্তারখানা খোলার জন্য একজন কম্পাউণ্ডারকে তথায় বদলী করা হইয়াছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সেখানে কোন ডাক্তার পাঠানো হবে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এখন কম্পাউণ্ডার পাঠানো হয়েছে। ভবিষ্যতে ডাক্তার পাওয়া গেলে পর যা ব্যবস্থা করার করা হবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—যে সমস্ত এলাকায়, যেমন কল্যানপুর, ডাক্তারখানা খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানে ডাক্তারখানা কবে খোলা হবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এটা এই কানেকশনে আসে না।

Mr. Speaker :— Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :— Question No. 455.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 455.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কলিকাতা গেজেটের দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রাক্তন ডি, এইচ, এস, ডাঃ এ, সি, ভট্টাচার্য্যের জন্ম হয় ১৯০৪ সালে ;

২। ইহা কি সত্য যে তাহাকে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত সরকারী চাকুরীতে বহাল রাখা হইয়াছে ;

৩। যদি (১) এবং (২) সত্য হয় তবে কোন বিধি অনুসারে তাহাকে এতদিন সরকারী পদে বহাল রাখা হইল ;

৪। ইহা কি সত্য যে তাহার এই বিষয়টি Vigilance Committeeর হাতে দেওয়া হইয়াছিল ;

৫। যদি দেওয়া হইয়া থাকে Vigilance কমিটি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ?

উত্তর

১। ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীদের বয়স নির্দ্ধারণের জন্য কলিকাতা গেজেট প্রয়োজন হয় না। এ ক্ষেত্রেও প্রয়োজন হয় নাই।

২। হঁ্যা।

৩। ১ নং প্রশ্নের উত্তর "না" হওয়ায় এই প্রশ্নের উত্তর অবান্তর।

৪। এই সম্পর্কে কোন কাগজ Vigilance Committee র নিকট উপস্থিত করা হয় নাই, তবে ডাঃ এ, সি, ভট্টাচার্য্যের জন্ম তারিখ সম্পর্কে কতিপয় অভিযোগ পাওয়া গিয়াছিল।

৫। বিষয়টি ভারত সরকারের নিকট লিখা হইয়াছে।

Mr. Speaker :— Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Question No. 435.

Shri P. K. Das :— Mr. Speaker, Sir, question No. 435.

Question.	**Answer.**
(1) Has the Animal Husbandry Officer been declared as Head of the Animal Husbandry & Vety. Services Department ;	Yes.
(2) If so, from which year ;	1963 (from 1. 7. 1963 i. e, the date from which the Union Territories Act, 1963 was introduced in Tripura).
(3) Is it a fact that the Head of Animal Husbandry &	The Animal Husbandry officer being declared as

Veterinary Services Department does not get the equal pay to that of the Heads of other Departments ;

Head of Department of the Animal Husbandry and Veterinary Services from 1. 7. 1963 is not getting the benefit of the scale of pay of Rs. 625-45-850-50-1150-EB-50-1350/- though the aforesaid scale of pay is applicable to many other Heads of Departments of the State Government.

(4) If so, why ?

The matter of equating pay scales of the Animal Husbandry Officer with that of other Heads of Department is under active consideration of the Cabinet.

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No 564.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 564.

QUESTION

(a) Is there any refrigerator in working condition in the In-door Hospital of Dharmanagar ;

(b) What is the number of Nurses in the In-door Hospital of Dharmanagar ;

(c) has there been any increase in the number of Nurses along with the increase of seats for patients ?

ANSWER

(a) Refrigerator in the In-door Hospital of Dharmanagar is at present out of order.

(b) 6 (six).

(c) Yes.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে রিফ্রিজারেটর কতদিন যাবৎ রানিং কণ্ডিশনে নাই ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি তারিখ বলতে পারব না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই রিফ্রিজারেটর না থাকাতে ডাক্তারখানা এবং প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারগুলোতে পাব্লিকের অসুবিধা হচ্ছে কিনা এবং সেটা রিপেয়ার করার জন্য ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—সেটা রিপেয়ারের জন্য চেষ্টা হচ্ছে। পার্টস্ আজকাল পাওয়া যায় না। সেজন্যই বিলম্ব হচ্ছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি কবে পর্যন্ত এটা ঠিক করা হবে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—জিনিসপত্র পাওয়া গেলেই দ্রুত করা যাবে।

Mr. Speaker : The Question hour is over. There are twenty-one Unstarred Questions. The Ministers may lay on the Table of the House the reply of the Uustarred Ouestions.

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION).

Consideration & Passing of the Tripura Weights & Measures (Enforcement) Bill, 1967 (Bill No. 6 of 1967).

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business, the Tripura Weights and Measures (Enforcement) Bill, 1967 (Bill No. 6 of 1967) is to be taken into Consideration. I would request the Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his motion for consideration of the Bill.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Weights and Measures (Enforcement) Bill, 1967 (Bill No. 6 of 1967) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :—Any Member can Speak if he likes.

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে যে বিল মাননীয় মন্ত্রী এনেছেন সেটা খুবই ভাল জিনিষ কিন্তু এটা ঠিক ঠিক ভাবে যদি কার্যকরী করা না হয় তাহলে পরে এখানে কতকগুলি টাকা অপব্যয় করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। কাজেই সেদিকে লক্ষ্য রেখে ওজন'এর কাজ যাতে ঠিক ঠিক ভাবে করা হয়, সরকারের দৃষ্টি যাতে সেই দিকে থাকে তার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করছি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that the motion moved by the Hon'ble Sachindra Lal Singh that the Tripura Weights & Measures (Enforcement) Bill, 1967 (Bill No. 6 of 1967) be taken into consideration at once.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voice—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Mr. Speaker :—I think 'Ayes' have it. Ayes have it, Ayes have it.

The Motion is Carried

Cl. 2 to Cl 52 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voice—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

Mr. Speaker :—I think 'Ayes' have it. Ayes have it, Ayes have it.

Cl. 1 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

Voice—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

Mr. Speaker :—I think 'Ayes' have it. Ayes have it, Ayes have it.

The Title do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voice—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

Mr. Speaker :—I think Ayes have it. Ayes have it, Ayes have it.

Mr. Speaker :— Next business is the Passing of the Tripura Weights & Measures (Enforcement) Bill, 1967 (Bill No. 6 of 1967). I shall now request the Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his motion for Passing of the Bill.

Shri S. L Singh :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Weights and Measures (Enforcement) Bill, 1967 (Bill No. 6 of 1967) as settled in the Assembly be passed.

Mr, Speaker :— The question before the House is that the Tripura Weights and Measures (Enforcement) Bill, 1967 (Bill No. 6 of 1967) as settled in the Assembly be Passed.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

Voice—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

Voice

Mr. Speaker :— I think Ayes have it, Ayes have it Ayes have it.

The Bill is passed.

CONSIDERATION & ADOPTION OF THE REPORTS OF THE COMMITTEE ON PETITIONS,

Mr. Speaker :— Next Business of the House, the 3rd & 4th Report of the Committee on Petitions is to be taken into consideration. Now, I shall call on Shri Ershad Ali Choudhury Chairman of the Committee to move his Motion for consideration of the Reports.

Shri Ershad Ali Choudhury :— Mr. Speaker, Sir, I, the Chairman of the Committee beg to move that the 3rd and 4th Reports of the Committee on Petitions be taken into consideration forthwith.

Mr. Speaker :— Any Member can speak if he likes.

Now the question before the House is that the 3rd & 4th Reports of the Committee on Petitions be taken into consideration forthwith.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voice—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

Mr. Speaker :— I think Ayes have it. Ayes have it. Ayes have it.

The Motion is considered.

Now I shall call on Shri Ershad Ali Choudhury, Chairman to move his motion for adoption of the Reports.

Shri Ershad Ali Choudhury :— Mr. Speaker, Sir, I, the Chairman of the Committee beg to move that the 3rd & 4th Reports of the Committee on Petitions be adopted.

Mr. Speaker :— The question before the House is that the 3rd & 4th Reports of the Committee on Petitions be adopted.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice—Ayes.

Mr. Speaker: – As many as are of contrary opinion will please say Noes. Voice

Mr. Speaker :— I think, Ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The Motion is adopted..

DISSCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE FOR SHORT DURATION.

Mr. Speaker :– Next item in the List of Business is discussion on matters of Urgent Public Importance for Short Duration on –

'ত্রিপুরায় ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা এবং বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থানে সরকারের চরম ব্যর্থতা।'

Notice has been given by Shri Abhiram Deb Barma, M. L. A. Now, I call on Shri Deb Barma to start discussion.

Hon'ble Member you are allotted 10 minutes time for discussion.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে পাব্লিক ইম্পর্টেন্স ম্যাটার এখানে উপস্থিত করেছি সেটা হচ্ছে 'ত্রিপুরায় ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানে সরকারের চরম ব্যর্থতা।' আজকে কংগ্রেসের ২০ বছর শাসনের পর সারা ভারতবর্ষের দিকে আমরা যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে আজকে বেকার যুবকদের সংখ্যা এবং তাদের যে সমস্যা দিনের পর দিন বাড়ছে, বেকাররা আজকে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কাজের কোন সংস্থান হচ্ছে না এবং অপর দিকে যে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারী আছেন তারা ছাটাই হয়ে যাচ্ছেন এবং দিনের পর দিন তাদের সংখ্যা বাড়ছে। আবার অন্যদিকে নুতন যে সমস্ত যুবক-যুবতী স্কুল কলেজ থেকে বেড়িয়ে আসছে তাদেরও কর্ম-সংস্থান'এর ব্যবস্থা আজকে ২০ বছরের কায়েমী কংগ্রেস সরকার দিতে পারছেন না। কাজেই বেকারের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তার যদি সমাধান না করা হয়, এর অবস্থা আগামী দিনে আরও চরম আকার'এ দেখা দিবে। আজকে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি ত্রিপুরায় নুতন পদ সৃষ্টি হবে না। কয়েক দিন আগেও আমরা দেখেছি যে, যেখানে মাত্র ২০০ শত জন স্কুল মাষ্টার নেওয়া হবে সেখানে হাজার হাজার লোকের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে কিন্তু সেখান থেকে মাত্র ২০০ শত জন নেওয়া হবে, কোন ভাগ্যবান যে সেই স্কুল শিক্ষকের পদ পাবে এবং কোন হতভাগ্য পাবে না, আজ কয়েক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তাদের এপয়েনমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই এই ভাবে ত্রিপুরা রাজ্য'এর বেকার সমস্যা সমাধানের কোন কিছু হবে না। কারণ এই বেকার সমস্যা আজকে স্কুল শিক্ষক বা অফিসার, কেরাণী বা পিওন দিয়ে এই সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। ত্রিপুরায় এই সমস্যার যদি সমাধান করতে হয় বা মোকাবিলা করতে হয়, তবে ত্রিপুরায় মাঝারী শিল্প গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু

কংগ্রেসের ২০ বছর শাসনের পরও ত্রিপুরাতে কোন রকম মাঝারি শিল্প সৃষ্টি করা হয় নি। আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি যে ত্রিপুরাতে চিনির কল, সুতার কল এবং কাগজ কল গড়ে উঠার পরিকল্পনা আছে, মূলতঃ কিছুই ত্রিপুরার মধ্যে বাস্তবে রূপ পাচ্ছে না।

যদি এখানে চিনির কল, সুতার কল থাকতো তাহলে শ্রমিকদের এবং শিক্ষিত বেকারদের একটা সংস্থান হতো। অথচ ত্রিপুরা সরকার সেই দিকে কোন খেয়ালই দিচ্ছেন না। আমরা দেখেছি পাচ বছর আগে একটা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে যে কুমারঘাটে সুতার কল হবে। কিন্তু আজ পাচ বছর পরেও যাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল তাকে সামান্য পাঁচ কানি জমি বন্দোবস্ত দেওয়া ছাড়া আর কিছু হতে দেখিনি। এইভাবে চলতে থাকলে এর পরিনাম আরও খারাপ হবে। কাজেই বেকারদের সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। মাঝারী শিল্প যদি গড়ে তুলতে হয় তাহলে রেল পথের সম্প্রসারণের কাজ শীঘ্র করা দরকার। কারণ যোগাযোগের ব্যবস্থা যদি স্বয়ং সম্পুর্ণ না হয় তাহলে এই শিল্পগুলি গড়ে উঠবে না। আমরা দেখেছি কৈলাসহরে এবং ধর্মনগরে যে আগর গাছ আছে সেই গাছ হতে অগুরু পাওয়া যায়। মহীশূরে আমরা দেখেছি চন্দন এবং অগুরু শিল্প হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে আগর গাছের নামানুসারেই আগরতলার নামকরণ হয়েছে। আমরা দেখেছি করিমগঞ্জের একজন চিত্তরঞ্জন দাস চৌধুরী মহাশয়কে এখানে মহাল ইজারা দেওয়ার জন্য বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু এই ত্রিপুরার লোককেও দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা সরকার কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। যে অগুরুর জন্য মহালের ডাক নূন্যতম ৫০ হাজার টাকা হওয়া উচিত ছিল শুনেছি সেটা ২০ হাজার টাকায়দেওয়া হয়েছে। কাজেই ত্রিপুরার যুবকদের যে কি ভাবে বেকার সমস্যার সমাধান হবে সেটা বুঝতে পারছি না। এই বেকার সমস্যা ত্রিপুরাতে আরও তীব্র হওয়ার কারণ আছে। পাকিস্তান থেকে যে হাজার হাজার উদ্বাস্তু আসছে তার ফলে ত্রিপুরাতে বেকার সমস্যা আরও তীব্র হওয়ার কথা। কারণ এখানে যে সমস্ত উদ্বাস্তু আসছে তাদের কাজ দেওয়ার মত কোন কলকারখানা বা শিল্প নাই যার ফলে তারা বেকার অবস্থায় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকে কুটীর শিল্প যদি এখানে গড়ে তোলা যায় তাহলে ত্রিপুরার বেকারদের একটা অংশ যে কাজ পাবে, সেটাও হচ্ছেন। যে সমস্ত চরকা অচল হয়ে যাচ্ছে তারা যদি সামান্যতম সুযোগ সুবিধা পায় তাহলেও বস্ত্র শিল্পের উন্নতি হতে পারে। এই বেকার সমস্যার আর একটা কারণ আমরা দেখেছি স্বর্ণ নিয়ন্ত্রন আইন। এটা প্রবর্ত্তনের ফলে একটা অংশ বেকার সৃষ্টি হয়েছে। তাদের কোন সাহায্য দেওয়া হয় নাই। তাদের বিকল্প কোন আয় করার মত কাজের ব্যবস্থা করা হয় নাই।

রিফিউজী কলোনীগুলিতে যে ৪০টি সমবায় সমিতিকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছিল আজ সেই কলোনীগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় টাকা এখানে না দিয়ে যদি এই টাকা দিয়ে কুটির শিল্প গড়ে তোলা যেত তাহলে বেকারেরা বাঁচার মত কাজ পেত। কিন্তু আজ সেই সমবায় সমিতিগুলির চিহ্নমাত্র নেই।

কাজের যদি বিকল্প ব্যবস্থা না হয় তাহলে আগামী দিনের ত্রিপুরার জন্য কোন উন্নতির কল্পনাও আমরা আশা করতে পারি না। কাজেই এই হাউসের কাছে আবেদন করব যে,

ত্রিপুরার যুবক যুবতীদের যারা বেকার হয়ে আছে তাদের বিকল্প কর্ম্ম সংস্থানের ব্যবস্থা সরকার যেন করেন। এই কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা যে বক্তব্য রেখেছেন তার সপক্ষে আমি কিছু বলতে চাই। সংবিধানের ডিরেকটিভ প্রিন্সিপলের মধ্যে প্রত্যেককে কাজ দিতে হবে এই কথা আছে। কিন্তু কংগ্রেস সরকারের ২০ বছর রাজত্ব কালের মধ্যে আমরা এই নীতি কার্য্যকরী হতে দেখছি না। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেছেন যে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ফলে কারো কাছ থেকে কোন লগ্নী পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থ নৈতিক মন্দার ফলে বহু প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং লোককে ছাঁটাই করা হচ্ছে, যার ফলে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমাদের ত্রিপুরাতেও বহু প্রতিষ্ঠান করবার জন্য সরকার কথা দিয়েছিলেন কিন্তু সেটা কাগজে কলমেই রয়ে গেছে। তার প্রমাণ স্বরূপ আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে চিনির কল, সূতার কল ইত্যাদি করবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি সরকার রক্ষা করতে পারছেন না। আর একটা কথা হল ডুমবুর পরিকল্পনা রূপায়িত হবে কিনা সেটাও আমরা জানি না। এই ভাবে যদি আমাদের প্রত্যেকটি পরিকল্পনা একটা একটা করে ব্যর্থ হতে থাকে তাহলে বেকার সমস্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই এই পরিকল্পনাগুলি যাতে ঠিক ঠিক ভাবে রূপায়িত করা হয়, সেজন্য আমি বক্তব্য রাখছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা যে মোশানটি এখানে মুভ করেছেন, সেটা খুবই সমর্থনযোগ্য। কারণ গত ২০ বছর কংগ্রেসের রাজত্বের মধ্যে আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে যদি দেখি, তাহলে আমরা কি দেখতে পাই—প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে যে সমস্ত কাজ হওয়ার কথা, সমস্তগুলি একটা একটা করে যাচাই করে যদি দেখি তাহলে দেখব তার মধ্যে ব্যর্থতার সংখ্যাই বেশী। ত্রিপুরা ভারতবর্ষের একটা অংশ হলেও সমগ্র ভারতবর্ষের তুলনায় ত্রিপুরার সমস্যা অনেক বেশী। একদিকে যেমন হাজার হাজার লোক, মাইগ্রেশান করেই হউক আর যেভাবেই হউক ত্রিপুরাতে আসছে, দিনের পর দিন লোক সংখ্যা বাড়ছে, সমস্ত অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা আজকে বিপর্যয় হওয়ার মত অবস্থা, আরেক দিকে হচ্ছে বিরাট সংখ্যক উপজাতী, জুমিয়া, এই দুইটি হল মেইন সমস্যা। আজকে ত্রিপুরার অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতি, অগ্রগতি যদি করতে হয় বা বেকার সমস্যার কিছুটা যদি সমাধান করতে হয়, তার জন্য কনক্রীট একটা প্লেন প্রোগ্রাম থাকা দরকার। বহুদিন থেকে দেখছি ত্রিপুরার মধ্যে এই যে ডুম্বুর পরিকল্পনা হয়, হচ্ছে; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার যে কম্যুনিকেশান এর ব্যবস্থা সেটাও করা হয় নাই। আরেকটা দিক হচ্ছে, একটা সাধারণ কথা, যদি অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হয়, বেকারদের যদি কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়, তাহলে দেশের

মধ্যে ইনডাষ্ট্রি গড়ে তুলতে হবে এবং তা যদি করতে হয়, ষ্টেট সেক্টারেই হউক প্রাইভেট সেক্টরই হউক, প্রথমত বিবেচ্য বিষয় হবে কম্যুনিকেশানের ব্যবস্থা কিন্তু এখন আসাম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হয়েছে, তারপর আগরতলা, পর্য্যন্ত আমাদের মোটর রাস্তার উপর নির্ভরশীল, রাস্তার মাঝে মাঝে পুল ভাঙ্গা,আঠারমুড়া, বড়মুড়া প্রভৃতি জায়গায় যেতে হলে রাস্তার যে কি অবস্থা যারা ভুক্তভোগী তারা নিশ্চয়ই বলতে পারেন। ষ্টেট সেক্টারেই হউক আর প্রাইভেট সেকটারেই হউক এই অবস্থার মধ্যে কেউ ইনডাষ্ট্রি করতে আসবে না। প্রথমেই তারা মাল আনা নেওয়ার কথা বিচার বিবেচনা করবে। সেই দিক থেকে আমাদের কম্যুনিকেশানের ব্যবস্থা নাই। কাজেই আজ সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরার উন্নতি অগ্রগতি যদি আমরা চাই, বেকারদের চাকুরী যদি দিতে চাই, সর্ব্বপ্রথম নজর দেওয়া দরকার আগরতলা দিয়ে সাবরুম পর্য্যন্ত রেল লাইনকে এক্সটেণ্ড করা। যদি কম্যুনিকেশান ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা যায় তাহলে এখানে ছোট, বড় বহু ধরণের ইণ্ডাষ্ট্রী গড়ে তোলার সম্ভাবনা আছে। বর্ত্তমানে যে রুলিং পার্টি তারা এর প্রয়োজনীয়তা নাই একথা নিশ্চয়ই বলেন না। কিন্তু যেভাবে এই বিধান সভার মধ্যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমরা একটা প্রস্তাব পাশ করেছিলাম কিন্তু তার ভাগ্যে যে কি ঘটল আমরা আজ পর্য্যন্ত জানি না, এই সম্পর্কে তারা কিছুই বলছেন না। কাজেই এই সরকারের অপদার্থতা এখানেই প্রমান করে। ত্রিপুরার মধ্যে কম্যুনিকেশান ব্যবস্থা চল না। আজ যদি সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন এক্সটেণ্ড করা যেতো, তারপর আমরা ডুম্বুর পরিকল্পনার কথাও ভাবতে পারতাম। ডুম্বুর পরিকল্পনাকে যদি সাক্সেসফুল করতে হয় তারজন্য যে সমস্ত ভারী ভারী মেশিনারীজ আনতে হবে, বর্ত্তমানে যে সমস্ত কালভার্ট রাস্তা আছে তা দিয়ে সেগুলি আনা যাবে না। কাজেই শুধু পরিকল্পনার কথা লোককে শোনান যাবে, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দেওয়া যাবে কিন্তু কার্যতঃ কিছু হবে না। আজকে মানুষ রকেট দিয়ে চলে আর আমরা যে গরুর গাড়ীর যুগে ছিলাম সেই যুগেই আছি, এই হচ্ছে অবস্থা। এই অবস্থার মধ্যে বেকার সমস্যা ভীষণ আকার হয়ে দাঁড়াবে। একদিকে বন রিজার্ভ তারমধ্যে জুম কাটা যাবে না বলে জুমিয়াদের মধ্যে একটা বিরাট সংখ্যা বেকার। অন্যদিকে নূতন যারা আসছে তাদেরও ছোট ছোট চাকুরী দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়,এক একটা রাস্তার পাশে বাজার বসে গেছে, কেনার চেয়ে বিক্রী করার লোক বেশী, এইভাবে ত্রিপুরার জনগণের মধ্যে বেকার সমস্যা বেশীরকমভাবে দেখা দিয়েছে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের কোন প্রচেষ্টা নাই। উপরন্তু যত দোষ জনগনের কাধে চাপিয়ে দেওয়ার এই টেণ্ডেন্সীই সরকারের সবচেয়ে বেশী। একটা কথা শুনেছিলাম যে ত্রিপুরায় নাকি পেপার পাল্প করার জন্য সেন্ট্রাল কোটা ছিল কিন্তু সরকারের অপদার্থতার জন্যই হউক বা যে কোন কারণেই হউক সেটা এখন নেফাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি সেটা করা হত, তাহলে কিছুটা বলেও কর্ম্মসংস্থানের একটা সুযোগ করা যেত। কারণ ঐ শিল্পকে কেন্দ্র করে আজকে কিছু সংখ্যক লোক চাকুরী পেত, তারপর মাল সাপ্লাই করা, মাল আনা নেওয়া এইভাবে কিছু

সংখ্যক লোকের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া যেত, কিন্তু ত্রিপুরা সরকারের সেই দিকে নজর নেই। ত্রিপুরার মধ্যে জমির পরিমাণ যে প্রচুর তাও নয়। আজকে আগের তুলনায় এখানে কৃষকের সংখ্যা বাড়ছে। কারণ ত্রিপুরাতে কোন শিল্প বা অন্য কোন কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় স্বভাবতঃই মানুষ জমির দিকেই নজর দেয়, ফলে এ্যাগ্রিকালচারেল লেবার, কৃষক, বিশেষ করে যারা নিরীহ উপজাতি, সমাজে অনুন্নত, তাদের উপরই চাঁপ সবচেয়ে বেশী পড়ছে। সারা দেশময় সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত বিভিন্ন কোর্টের মধ্যে যেন মেলা চলছে, মামলা মোকদ্দমা চলছে, কিসের, না ল্যাণ্ড ডিসপ্যুট, জায়গা জমি নিয়ে মারামারি, খুনাখুনি চলছে এই হচ্ছে অবস্থা এবং এই অবস্থা সরকারে সৃষ্টি। কাজেই আজকে আমি অনুরোধ করব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে, কারণ ত্রিপুরার সীমাবদ্ধ ল্যাণ্ডের উপর এত সংখ্যক মানুষকে এ্যাবজর্ভ করা সম্ভব নয়, কাজেই তার একটা অলটারনেট রোজীরোজগারের পথ করা দরকার। যদি তা করতে হয় তাহলে কম্যুনিকেশান ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা চাই। তার জন্য প্রথম কথা হবে রেল লাইন আপটু সাব্রুম পর্য্যন্ত এক্সটেণ্ড করতে হবে ১৯৬৯ সনের মধ্যে। যদি তা না করা যায় তাহলে ষ্টেট সেক্টারেই হউক আর প্রাইভেট সেকটারেই হউক এখানে কোন মানুষ ইণ্ডাষ্ট্রি করতে আসবে না। কারণ লাভ লোকসানের কথা প্রত্যেক মানুষই চিন্তা করবে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে বাড়তি মানুষের, বেকারদের পাল্টা জীবিকার পথ করে দেওয়া, তাদের কর্ম্মসংস্থানের জন্য প্রথম দাবী হওয়া উচিত আপটু সাব্রুম রেল লাইন এক্স্টেণ্ড করা, তার উপর ভিত্তি করে ছোট, বড় মাঝারী ধরণের ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি গড়ে উঠবে। তার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যাই যে সমাধান হবে তা নয়। কিন্তু বিরাট সংখ্যক লোককে আমরা একটা অলটারনেট বাঁচার সুযোগ সুবিধা করতে পারব বলে মনে হয় এবং আমাদের সমস্যাও খানিকটা দূর করতে পারব বলে আমি বিশ্বাস করি। অতএব আজকে লোক সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু সমস্যা সমাধানের পথ সরকার করতে পারছেন না। কাজেই এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে আমাদের ভবিষ্যতে সাংঘাতিক অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় হবে বলে আমি মনে করি। সুতরাং এই অবস্থা সরকার পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করবার জন্য একটা পাল্টা ব্যবস্থা করা দরকার। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— will any other member take part in the discussion ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে আলোচনাটা করা হয়েছে তাতে আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে সরকারের কর্ম্মসংস্থানের চরম ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে। এই অভিযোগ আমি মেনে নিতে রাজী নই। কারণ আজকে ২০ বছরের রাজত্বে ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস আসার পরে কর্মসংস্থানের কি হয়েছে সেটা জানতে হলে ২০ বছর আগে ত্রিপুরা রাজ্যে কি ছিল সেটা বিচার করে দেখতে হবে। ত্রিপুরা

কতটা ডিসপেনসারী হয়েছে, তখন কয়টি ছিল, বিদ্যালয় আগে কয়টা ছিল, এখন কয়টি হয়েছে এই সমস্ত পুরানো হিসাব আমি দেব না। কিন্তু আজকে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে কর্মসংস্থানের অনেক অ্যাভেনিউ বেড়ে গেছে। আগে যে বিদ্যালয় ছিল তার চাইতে অনেক বেশী বিদ্যালয় এখন হয়েছে, আগের চেয়ে অনেক বেশী হাসপাতাল হয়েছে, হাসপাতালের সিটের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে। কাজেই সেই দিক থেকে সংগে সংগে তার মাধ্যমে কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হয়েছে। আজকে কিছুই হয়নি এই কথা বলা ঠিক নয়। ত্রিপুরা রাজ্যে ইণ্ডাষ্ট্রি ছিল না। আজকে এখানে সরকারী সাহায্যে অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র তৈরী করা হচ্ছে, এইসমস্ত শিল্পকে সরকার ঋণ দিচ্ছেন, ষ্টেনলেস্ ষ্টিল যেটা আগে এখানে ছিলনা তার জিনিষপত্রও এখন এখানে তৈরী হচ্ছে। উদয়পুরে লোহার কিছু জিনিষপত্র তৈরী হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারের দিক থেকে যা করা সম্ভব সব কিছুই সরকার করেছেন। কাজেই এই দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে যে সরকার এপয়েন্টমেন্টের স্থযোগ দিয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে যে কর্ম্মসংস্থানের স্থযোগ সেটা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে দেখব যে ত্রিপুরার অ্যাচিভমেন্ট খারাপ নয় এবং সেই ক্ষেত্রে বিচার করলে আমরা বলতে পারি যে অন্যান্য রাজ্য এবং ইউনিয়ন টেরিটরীগুলির চেয়ে এখানে কর্ম্মসংস্থানের স্থযোগ অনেক বেশী, অবশ্য তার মধ্যে সরকারী চাকরীটাই বেশী। কাজেই আজকে কংগ্রেসের শাসনের মধ্যে এসে তারা যে অভিযোগ করেছেন চরম ব্যর্থতার পরিচায়ক সেটা ঠিক নয়। সেটা অত্যন্ত ভূয়া। কাজেই স্ট্যাটিসটীক্‌সের দিক দিয়ে বিচার করলে ত্রিপুরার সরকারী প্রচেস্টায় যে স্থযোগ রয়েছে তা অন্যান্য অনেক রাজ্যের চাইতে বেশী। তবে এই কথা ঠিক যে প্রাইভেট সেকটারে এটা করা যায়নি। তার যে কি বাধা আছে সেটা মাননীয় সদস্যরা নিজেরাই বলেছেন যে যেহেতু যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয় সেজন্য এটা করতে হলে আগে রেলওয়ে হওয়া দরকার। এই রেলওয়ের প্রস্তাব আমরাও দিয়েছি এবং তার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সংস্থান করা প্রয়োজন। কারণ ১ মাইল রেলওয়ে করবার জন্য ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। কাজেই এই যে একটা বিরাট ব্যয়সাপেক্ষ জিনিষ সেটা সর্ব্ব-ভারতীয় পর্য্যায়ে অর্থ সংগৃহীত না হওয়া পর্যান্ত তারা করতে পারছেন না। কিন্তু আমাদের দিক থেকে সেটা আমরা চাপ দিচ্ছি। কিন্তু সমস্যার সমাধান সেখানেও নয়। এর আর একটা দিক দিয়ে বিচার করার আছে। তারা বলেছেন যে এখানে পেপার পাল্‌ফ করার কথা বলা হয়েছিল। আজকে দেখা গেছে যে প্রাইভেট সেক্টারে বা পাবলিক সেক্টারে যদি সেটা করতে হয় তাহলে কাঁচা মালের দরকার। তারজন্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ভিতরে একটা মস্ত বড় সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। কথা ছিল যাতে ১০০ টনের প্ল্যান্ট করা যায় সেই চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা দেখলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে রিসোর্স আছে তাতে ৫০ কি ৬০ টনের বেশী প্ল্যান্ট বসানো সম্ভব নয়। স্থতরাং দেখা যায় যে আজকের দিনে যে ৫০ টনের রিসোর্সেস তার ভিতর দিয়ে ত্রিপুরার মুল্যায়ন হওয়া সম্ভবপর হবে না।

এছাড়া ত্রিপুরাকে এই জন্য আলাদা করে না দেখে আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর এবং নাগাল্যাণ্ডকে নিয়ে একটা অঞ্চল করা হচ্ছে যাতে ঐ সমস্ত জায়গায় যেসব কাঁচামাল আছে তা দিয়ে যাতে অনেক কালের জন্য চালানো যায়। অবশ্য তারজন্য এখনও স্থান নির্দিষ্ট হয় নি। কিন্তু আমাদের এই সরকারের তরফ থেকে যাতে এই ইণ্ডাষ্ট্রি করা যায় তা সর্ব্বপ্রযত্নে দেখা হচ্ছে। কিন্তু সেটা যদি আন-ইকনমিক হয় তাহলে সেটা করে লাভ নাই। কারণ তার দ্বারা যে ডিজায়ার্ড এফেক্ট সেটাও পাওয়া যাবেনা। কাজেই এই দিক থেকে সরকার চেষ্টা করছেন। আমি আগেই বলেছি যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেটের ভিতর দিয়ে প্রত্যেক বৎসর ঋণ দিয়েই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কতগুলো পার্টসের কলকারখানাও করা হয়েছে। প্রত্যেক বৎসরই স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রির জন্য ঋণ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সরকারের কাজ হচ্ছে লোকের সামনে সুযোগ উপস্থিত করে দেওয়া এবং সেই দিকে সরকারের গাফিলতি আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে ইণ্ডাষ্ট্রি গঠন করার জন্য আজকে ত্রিপুরার ইকনমি দেখলে সেটা দেখা যাবে যে সেটা খুব বেশী ফলপ্রসু হতে পারে না—মাননীয় সদস্যের ভাষায় যতক্ষণ পর্যন্ত রেলপথ তৈরী হচ্ছে না। সেটা মাননীয় সদস্য বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন যে বড় ইণ্ডাষ্ট্রি করা সম্ভব নয়। তারা যদি সফলকাম না হতে পারেন, তার জন্য সরকারকে দোষ দেওয়া যায় না। সরকারের একটা দায়িত্ব থাকলেও যে সমস্ত আনুসাংগিক কাজ করা সেটা করার চেষ্টা সরকার করছে, তার মধ্যে দেখা যায় যে তার মধ্যেও একটা লিমিটেশান আছে। আজকে বড় লিমিটেশান হচ্ছে যতক্ষণ না সস্তায় ইলেক্ট্রিসিটি পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ইণ্ডাষ্ট্রি করা যায় না এবং তারজন্য ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে বহু আগের থেকে চেষ্টা করা হয়েছিল যে আসাম থেকে ইলেকট্রিসিটি আনার ব্যবস্থা করা যায় কিনা এবং তার সাথে সাথে ডুম্বুর জলপ্রপাত থেকে বিদ্যুত তৈরী করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। এই কাজটা যদিও আরও আগে করা উচিত ছিল কিন্তু যেহেতু আসাম থেকে নানাকারণে আমরা এটা আরও আগে পাইনি সেইজন্য সেই কাজটা কিছুটা দেরী হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আসামের সঙ্গে সমস্ত রকম চুক্তি হয়ে গেছে এবং এই বছরই সেটার কাজ আরম্ভ হবে। সেটা হলে পরে সস্তায় ইলেকট্রিসিটি পাওয়ার আরেকটা সুযোগ হবে এবং তাহলে পরে আরও কিছু ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলার সুযোগ হবে। অন্যদিকে ডুম্বুর জলপ্রপাত সেটা করতে গেলে যে সমস্ত জিনিষের দরকার কিছুটা হলেও বাইরে থেকে আনতে হবে। আজকে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে আমরা দেখছি যে একটা অর্থনৈতিক মন্দা এসে গেছে, প্রত্যেকটি প্রজেক্টের মধ্যেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফরেন এক্সচেঞ্জের প্রয়োজন থাকে। ত্রিপুরার হয়তো সেই এ্যামাউন্ট বড় না হতে পারে কিন্তু সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে যে ফরেন কম্পোনেন্টসের প্রয়োজন সেটা অত্যন্ত বেশী হয়ে দাঁড়ায়. কাজেই আজকে ফরেন থেকে ঋণের দ্বারাই হউক বা অন্য যে কোন ভাবেই হউক যে সাহায্য সেটা সীমিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যদি রপ্তানি বেশী পরিমাণ না করতে পারি তাহলে পরে আমাদের পক্ষে আমদানী করা সম্ভবপর নয়। আমদানী করতে গেলে যে কোন দেশকেই তার রপ্তানি বাণিজ্যকে বৃদ্ধি করতে হবে

কারণ যারা আমাদের জিনিষ দেবে তারাও তার বিনিময়ে আরেকটা জিনিষ চায়, আজকের দিনে টাকার অংকটাই শুধু বাড়াতে চায় না, কাজেই ডুম্বুরের কাজ আমরা যত শীঘ্র করব মনে করেছিলাম সেটা হয়নি, তাহলেও আমরা ইতিমধ্যে তার যে প্রিলিমিনারী কাজ সেটা শেষ করেছি, কনট্রাকটার নিয়োগের কাজ ইত্যাদি মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে এবং সেই দিক থেকে ডুম্বুরের কাজ এখন আরম্ভ করার অবস্থায় এসে পেঁ'ীচেছে। কাজেই সরকার থেকে যে জায়গায় যে পরিমাণ ষ্ট্রেস, যে পরিমাণ জোর দেওয়া দরকার তা সরকার দিচ্ছে। আজকে যে উদ্বাস্তু সমস্যা সেটা সুরাহা করার চেষ্টাও করা হচ্ছে। এমপ্লয়মেন্টের মধ্যে দুইটা দিক আছে, একটা জিনিষ হচ্ছে যে কোন দেশেরই কোন সরকার সব লোককে এমপ্লয় করতে পারেন না, কিছু সংখ্যককে সেল্‌ফ এমপ্লয় হতে হয়, যেমন কৃষি, কুটির শিল্প ইত্যাদির মাধ্যমে এক একটা জায়গার নিজস্ব একটা অবস্থান থাকে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে পেপার কল বা কোন ইন্‌ডাষ্ট্রি যদি হয়, অনেকে বলেছেন যে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু যে পেপার কল হবে তাতে দৈনিক হয়তো ১০০ টন কাগজ উৎপন্ন হবে এবং তার মধ্যে যে লোকসংখ্যা লাগবে তার টেক্‌নিক্যাল লোকের সংখ্যাই হবে ২০০ শত জন। প্রথম পর্য্যায়ে ত্রিপুরা রাজ্যে টেক্‌নিক্যাল লোক পাওয়া যাবে না অতএব ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে থেকেই সেইসব লোক আনতে হবে। ইন্‌ডাষ্ট্রি হওয়া দরকার এটা ঠিক, কিন্তু আমরা যে আশা করছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে থেকেই সব লোক এমপ্লয়েড হবে তা নয়। সর্ব্বমোট ৪০০ শত লোকের বেশী সেই ফ্যাক্টরীতে নিয়োজিত হবে না। বাঁশ সরবরাহ, মাল আনা নেওয়া ইত্যাদি কাজে হয়তো কিছু লোক নিয়োজিত হতে পারে কিন্তু ফ্যাক্টরী ইটসেল্‌ফ কুড অনলি প্রভাইড নট মোর দ্যান ফোর হানড্রেড। যার মধ্যে থাকবে স্কীল্ড এবং নন-স্কীল্ড ওয়ার্কার—কেরানী ইত্যাদি। কাজেই এখানে যদি স্মল স্কেল ইন্‌ডাষ্ট্রি, কুটির শিল্প ইত্যাদি গড়ে তোলা যায় তাহলে আরও বেশী লোক সফল-কাম হতে পারে এবং সেই দিক থেকে সরকার চেষ্টা করছে। কিছু কিছু রেশম শিল্প গড়ে তুলা হয়েছে। কিন্তু এইসব শিল্প গড়ে তোলার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয় জনসাধারণ এবং রাজনৈতিক নেতাদেরও দায়িত্ব আছে। আজকে আসামের পাহাড়ি অঞ্চলে এইসব শিল্পে যে রকম সারা পাওয়া যাচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। লোক যাতে সেল্‌ফ এমপ্লয়ড হতে পারে, তার জন্য যারা সমাজ কর্মী, যারা রাজনৈতিক কর্মী তাদের মধ্যে তার বাতাবরণ সৃষ্টি করা দরকার। এর জন্য সরকারী পরিকল্পনা আছে, টাকা দেওয়ার প্রভিশান আছে কিন্তু জনসাধারণের তরফ থেকে সেই পরিমাণ সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই আজকে স্পীকার মারফত মাননীয় সদস্যদের সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে আমরা যেমন বড় কথা বলি, সংগে সংগে সেই দিকে বাতাবরণ তৈরী করা উচিত, তা যদি করতে না পারি, আমরা বেকারত্ব ঘুচাতে পারব না। সরকারের যে সমস্ত পরিকল্পনা আছে, মানুষ যাতে তাতে আকৃষ্ট হয় তারজন্য মানুষের মনের মধ্যে সেই ইচ্ছা জাগাতে হবে। আমরা এখন এই পর্যায় এসে

পৌঁছেছি অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নতি অগ্রগতি যদি করতে হয় তাহলে প্রত্যেককে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে কি কৃষির ক্ষেত্রে কি, ইণ্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে। আজকে সকলেই জানে যে কৃষক সেল্ফ এমপ্লয়েড কিন্তু তাদেরও ১২ মাস হাতে কাজ থাকে না। সরকার থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে জমিগুলির মধ্যে তিনটা ফসল ফলানো যায় কিনা এবং তারজন্য ধাপে ধাপে চেষ্টা করা হচ্ছে। সেটাও আবার ইলেকট্রিসিটির উপর নির্ভরশীল কারণ ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা যদি না করা যায় তাহলে সেটা করা যাবে না। কাজেই ত্রিপুরার অভ্যন্তরে আদিবাসীদের মধ্যে যাতে বাঁশ বেতের কাজ আরও বেশী হতে পারে তারজন্য যারা সমাজসেবী তারা যদি তার বাতাবরণ সৃষ্টি করেন, জনসাধারণকে সেই দিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন তাহলে পরে আরও বহু লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে এবং ত্রিপুরার অর্থ-নৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় হতে পারে। সেইজন্য আমি স্পীকার মাধ্যমে এটাই আবেদন করব যাতে সমস্ত জিনিষটাকে সরকারের মধ্যে নির্ভরশীল না রেখে, জনসাধারণ যাতে সেল্ফ এমপ্লয়েড হওয়ার দিকেও সচেষ্ট হন। সরকার যে সমস্ত আনুসাংগিক ব্যবস্থা, যেমন শিক্ষার ব্যবস্থা, ট্রেণিং দেওয়ার ব্যবস্থা এইগুলির সরবরাহ সরকার করছেন কিন্তু জনসাধারণের তরফ থেকেও যাতে বাঁশ বেতের কাজের দিকে আরও আকৃষ্ট হয় সেই চেষ্টা করা উচিত। কারণ ত্রিপুরার বাঁশ বেতের জিনিষ বাইরে চাহিদা আছে, অনেক সময় বড় বড় অর্ডার সরবরাহ করা যায় না, সেইদিক থেকে সমাজকর্মীরা যদি আরও যত্ন নেন, আরও বেশী লোক যাতে শিখতে পারেন এবং ব্যবসা করতে পারেন আরও বহু লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে সেই দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ত্রিপুরার বাঁশ বেতের জিনিষ ত্রিপুরার বাইরে অনেক পরিমাণ পপুলার, বহু লোক খরিদ করতে চান কিন্তু সেই পরিমাণ প্রডাকশান এখানে হচ্ছে না। আমরা যদি মানুষকে এইদিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি, ট্রেণিং'এর জন্য যে ব্যবস্থা আছে, আদিবাসী কৃষকদের মধ্যে যদি সেটাকে হাতে কলমে তৈরী করার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারি তাহলে আরও কিছু কাজ হতে পারে। কৃষকের ছেলে যারা আছে তাদের ট্রেণিং'এর ব্যবস্থা আছে যাতে উন্নত ধরণের কাজ করা যায়, সেইদিকে সরকার দেখছেন। আজকে নূতন ধরণের যে কৃষি প্রক্রিয়া আছে সেটা যাতে করা যায় তার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন। কিন্তু একমাত্র সরকারের প্রচেষ্টায় এটা সম্ভবপর নয়, যদি না জনসাধারণ তার সঙ্গে এগিয়ে আসে, যদি না রাজনৈতিক কর্মীরা জনসাধারণের মধ্যে সরকারের যে পরিকল্পনা, যে ভাবধারা আছে সেগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রত্যয় এবং আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা না করতে পারেন। আজকে ত্রিপুরায় সরকারীগত-ভাবে কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন ধরণের এভিনুজ যতখানি সরকারী ক্ষমতার মধ্যে, তা করা হয়েছে—অর্থের দিক থেকে, ঋণ দেওয়া, ট্রেণিং'এর ব্যবস্থা আছে যেমন আই, টি, আই ইত্যাদি খোলা হয়েছে। কিন্তু লোকের মধ্যে এই বাতাবরণ সৃষ্টি করতে হবে যে তার যেন প্রত্যেকে সরকারী চাকুরী করবেনা, সেল্ফ এমপ্লয়েড হতে পারে তারজন্য গভীর মনোবৃত্তি, ইচ্ছা, আকাঙ্খা জাগ্রত করা দরকার এবং সেটা সমবেত প্রচেষ্টা ছাড়া সম্ভব নয়। কাজেই এখানে যে বলা হয়েছে, সরকারের চরম ব্যর্থতার যে অভিযোগ সেটা অস্বীকার করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Discussion on this matter is over. There is another discussion on আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স বৃদ্ধির উদ্যোগে নাগরিকদের মধ্যে অসন্তোষ।

Notice has been given by Shri Bidya Ch. Deb Barma. Now I call on Shri Bidya Ch. Deb Barma to start discussion.

Shri Bidya Ch. Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিস্কাসনটা আনতে চেয়েছি এই জন্য যে মিউনিসিপ্যালিটির যে সমস্ত অ্যাসেসমেন্ট আছে সেই অ্যাসেসমেন্টা বহুদিনের পুরানো এবং বহু বছর পূর্ব্বের। ঐ অ্যাসেসমেন্টগুলি ঠিক ছিল না। সেগুলি সংশোধন করা প্রয়োজন তা না হলে নাগরিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিবে। এইগুলি করা হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারীদের উপর নির্ভর করে। কাজেই সেই দিক থেকে এটা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া দরকার। তাহলে নাগরিকরা তাদের মতামত জ্ঞাপন করতে পারবেন। আর যেসমস্ত অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে সেটা অত্যন্ত বাড়িয়ে করা হয়েছে। সেটা যাতে কমানো যায় তার জন্যই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা ঠিক ঠিকভাবে অ্যাসেসমেন্ট করার জন্যই আমি এটা এনেছি। এই অ্যাসেসমেন্ট ঠিক ঠিকভাবে না হওয়ার দরুন নাগরিকদের মধ্যে একটা অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন জল নেওয়ার ব্যাপারে অগ্রিম ট্যাক্স দিতে হয়, একসঙ্গে টাকা জমা দিতে হয়। গরীবদের পক্ষে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়বে। বড় বড় অফিসাররা এবং টাকাওয়ালারা ছাড়া আর কেউ এটা নিতে পারবে না। কাজেই ঠিক ঠিকভাবে অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে এবং জলের জন্য যে এককালীন ট্যাক্স সেই ট্যাক্সের আওতা থেকে নাগরিকদের বাদ দিতে হবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা যাতে এই মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেব বর্ম্মা যে মোশনটা রেখেছেন তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ব্যাপার হচ্ছে গত ১৯৬৩ সালে এপ্রিল মাস থেকে করদাতার সম্পত্তির উপর তার মোট আয়ের ৭ পারসেন্ট করে একটা হোলডিং ট্যাক্স ধরা হয়। তখন কিন্তু জলের ট্যাক্স ধরা হয় নাই, কারণ এটার সাপ্লাই তখন ছিল না। এখন ৭ পারসেন্ট হোলডিং ট্যাক্স তো আছেই তাছাড়া একটা ঘর মেপে তার ভাড়ার উপর ৭ পারসেন্ট হোলডিং ট্যাক্স ধরা হয় মাসিক ভাড়ার উপর অ্যাসেসমেন্ট করে। সেই ঘর কত ভাড়া দেওয়া যাবে সেটা কিন্তু ঠিক নাই, কিংবা মোটেই ভাড়া হবে কিনা তাও ঠিক নাই শুধু তাই নয়, যদি একটা পাকা ঘাট থাকে তার

উপরেও ট্যাক্স বসানো হয়। এইভাবে আজকে সাধারণ নাগরিকদের উপর অনেক ট্যাক্স বসানো হয়েছে। একটা জায়গা খোলা থাকলেও তার উপর অ্যাসেসমেন্ট হয়, তাতে বাগান করা হোক আর না হোক সেটা কোন প্রশ্ন নয়। শতকরা ৭ ভাগ কর দিতে হবে। তার উপর এখন জলের ট্যাক্স শতকরা ৩ ভাগ। তার মানে ইনকামের শতকরা ১০ ভাগ দিতে হবে। এর উপর আছে ল্যাট্রিন ট্যাক্স ইত্যাদি। ১৯৬৭ সনের অক্টোবর থেকে এই ট্যাক্স আদায় করা হবে। যারা বাড়ীতে জল নেবেন তারা দিবেন শতকরা ৫ ভাগ আর যারা রাস্তা থেকে জল নেবেন তারা দিবেন শতকরা ৩ ভাগ। পৌরসভায় নূতন করে যে অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে তাতে শতকরা হার না বাড়লেও ট্যাক্স বাড়বে। যে করের কথা বলা হচ্ছে, আগামী বছর এপ্রিল মাস থেকে নূতন ট্যাক্স বৃদ্ধি চালু হবে বলে জানা গেছে। আগরতলার মধ্যে করদাতার সংখ্যা শতকরা কমপক্ষে ৪৫ হাজার। এখানে লক্ষ্য করার জিনিষ সরকারী যেসমস্ত কোয়ার্টার আছে তাদের কিন্তু ট্যাক্সের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। কিন্তু অন্যান্য জায়গার মধ্যে ওয়াটার ট্যাক্সের জন্য সরকারের একটা আলাদা টাকার ব্যয় বরাদ্দ আছে। কিন্তু সাধারণ নাগরিকদের বেলায় এই ট্যাক্স দিতে হবে। সরকারী কোয়ার্টারে যারা থাকে তাদের কিন্তু দিতে হয় না।

আর কথা হল, আগরতলার টাউন কোন কমার্সিয়াল টাউন নয়। এখানে যারা আছে তারা প্রধানত: সরকারী কর্মচারী নয়ত ছোটখাট ব্যবসায়ী।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P.M. The member speaking will have the floor .

Mr. Speaker :— I would now request the Hon'ble member Shri Aghore Deb Barma to continue his Speech.

শ্রীঅঘোরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমার বক্তব্য হচ্ছে আগরতলা টাউনে যদিও লোক সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষের মত হবে, এখানে গরীব নাগরিকই বেশী, কর্ম্মচারী ও ছোট ব্যবসায়ীদের বসবাস। এই পরিস্থিতিতে আগরতলার পুরানো যে সব holding tax আছে, তদুপরি নূতন assessment-এ নূতন ভাবে যে কর ধার্য্য করা হচ্ছে তা খুবই বেশী। তা ছাড়াও বসতবাড়ীর খাজানা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। এই সমস্ত দিক দিয়া যদি আমরা লক্ষ্য করি তা হলে সামগ্রিকভাবে আগরতলার জনসাধারণের জীবন আজকে এই সব খাজানা ও ট্যাক্সে বিরক্তি করে তুলবে। সেই সব খাজনা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবেনা। অতএব যেখানে আয়ের পরিমান খুব কম সেখানে ট্যাক্স ও খাজনার বোঝা যদি অত্যধিক চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহা হলে গরীব জনসাধারণের পক্ষে তা দেওয়া মোটেই সম্ভব হবেনা। সেই সব দিক দিয়া বিবেচনা করে আমি মনে করি নূতনভাবে assessment করে যে ট্যাক্স ও খাজনা ধার্য্য করা হচ্ছে সেটা পুনর্বিবেচনা করা দরকার।

আরেকটা জিনিষ লক্ষ্য করা দরকার। ত্রিপুরা সার্ভে সেটেলমেণ্ট আগরতলা টাউন এলেকায়ই প্রথম নেওয়া হয়। এখন পর্যান্তও আগতলা সহরের কোন খাজনা নেওয়া হচ্ছে না। Final sheet এখনো আসিয়া পৌছায় নাই, কাজেই ৫।৬ বৎসরের বকেয়া খাজনা জমে আছে। এই ৫।৬ বৎসরের বকেয়া খাজানা, তদুপরি ট্যাক্সের বোঝা এই সমস্ত আগরতলার জনসাধারণের পক্ষে একসঙ্গে দেওয়া সম্ভব হবে কিনা সেটা বাস্তবতার দিক- দিয়ে চিন্তা করা দরকার। শুধু ট্যাক্স বাড়ালেই তাহা আদায় করা সম্ভব হবে না। অতএব মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি Ruling Party এবং Ministerদের বলতে চাই যাতে বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে ট্যাক্স ও খাজানা ধার্য্য করা হয় এবং এই বৃদ্ধি করা সম্পর্কে বিবেচনা করা হয়। যদি তা না করা হয় তাহলে এই অসন্তোষ আস্তে আস্তে এটম বোমার মত ফেটে উঠবে এবং তখন এই মন্ত্রীত্ব বজায় রাখাই দুষ্কর হয়ে পড়বে। আমার বক্তব্যের মধ্যে জনসাধারণের পক্ষে আমি মন্ত্রীমণ্ডলীকে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে তাদের সাবধান বাণী জানাইয়া দিতেছি।

Mr. Speaker :—Now I would call on Hon'ble Chief Minister.

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে একটা কথা বলা হয়েছে যে একটি বাড়ীতে ৪।৫ ঘর থাকলে তার Annual Rent Valuation এর উপর খাজানা ধার্য্য করা হয়। তাহা মাননীয় সদস্য জানেন এবং এটাও জানেন যে প্রায় বাড়ীতেই ৪।৫টি ঘর ভাড়া দেওয়া হইতেছে। কারণ মাননীয় সদস্যের যে বক্তব্য তাহা সত্যের অপলাপ মাত্র। অবশ্য তারা এইরকমই বলে থাকেন কারণ এটাই তাদের Politics, এইরকম তারা বলবেই, বলা স্বাভাবিক। Political Party Political Situation কে কাজে লাগাবে এবং বিরোধীতা করবে, এটা তাদের ধর্ম্ম। সত্যের বিপরীত অর্থ যদি আমরা অনবরত প্রচার করতে থাকি তাহলে পরে লোকে এটাকেই সত্য বলে ধারণা করবে। তবে আমি তাদের বলব যে অবাস্তব কোন কথা বললে পরে জনসাধারণ তাহা গ্রাহ্য করে না এবং করবেও না। মিউনিসিপ্যালিটি এলেকায় থাকব, রাস্তা চাইব, জল চাইব, লাইট চাইব সমস্ত সুযোগ সুবিধা চাইব কিন্তু সেটা কোথা থেকে হবে। আমরা তাদের কর্তৃত্ব দেখেছি, পশ্চিম বাংলায় এবং অন্যান্য জায়গায় দেখেছি। তবে কোথায় দেখি নাই যেমন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালটিতে কনসারভেন্সি ট্যাক্স, লাইটিং ট্যাক্স, জলের ট্যাক্স বা হোল্ডিং ট্যাক্স উঠাইয়া দিতে। কাজেই মাননীয় সদস্যরা জনসাধারণকে ভাওতা দিবার জন্য এই সমস্ত বলছেন।

আগরতলা সহরে দিন দিন লোকসংখ্যা বাড়ছে, রাস্তাঘাট ইত্যাদি নূতন ভাবে হচ্ছে। লাইট ও জলের বন্দোবস্তও হয়েছে। কাজেই অন্যান্য জায়গার মিউনিসিপ্যালিটির ন্যায় এখানেও এইসব খাজানা ইত্যাদি দিতে হবে, এ ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই আছে, আগরতলার জন্য আলাদা নয়। Bengal Municipality র আইন অনুসারে ১৯৬৩ সালে এই আইন এখানে প্রযোজ্য করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে যে যুক্তফ্রণ্ট সরকার ছিল সেখানে আমরা দেখেছি যে Total Rent ছিল সেখানে ২৩% আর এখানে

আমরা ধার্য্য করেছি ৭% holding এর উপর ইত্যাদি। আমরা বৃদ্ধি করি নাই। Water Rates সম্পর্কেও বলেছেন। Water Rate Bangal Municipality র নয় সেটা হচ্ছে কলিকাতার উপরে। মিউনিসিপ্যালিটি আইন অনুযায়ী সেখানে আছে 3% of the annual valuation of the holding for general public এবং 5% for private connection. এখন Connection এর জন্য টাকা লাগাবে যাদের ক্ষমতা আছে তারাই Connection নিবে। এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাদের জন্যে। যারা domestic connection নিবে না তাদের জন্য গরীবের দিকে দৃষ্টি রেখেই 3% রাখা হয়েছে। অতএব আমি আমার বাড়িতে পাইপ টেনে জল নেব অথচ সেটার খরচা মিউনিসিপ্যালিটিকে দেবো না দেবে কে? অতএব আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে তাদিগকে বলব যে, কোন কিছু করলে পরেই তার বিরোধীতা করার যে স্বভাব সে স্বভাবটি ছেড়ে, কি ভাবে জনকল্যাণ হতে পারে সেদিকে যেন তারা দৃষ্টি দেন। আমি টাউনে থাকব, পিচকরা রোড চাই, লাইট চাই, ওয়াটার পাইপ চাই আমরা কিছুই দেব না শুধু ভোগ করবো। এটা ভারতবর্ষের কোথাও নেই অতএব ত্রিপুরাতেও কোথাও হবেনা। অতএব টাউন হলে পরে টাউনের যে সুযোগ সুবিধার তারা পাচ্ছেন সেই অনুসারে তারা তা পাবেন। মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে আমি বলব যে এখানে Water tax আগে ছিলনা। সেটা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। নতুন একটা tax আমরা ধার্য্য করেছি। জল দিচ্ছি এবং অন্যান্য মিউনিসিপালিটিতে যে রেইট আছে তা দেখেই (Corporation এ আরও high rate) আমরা tax এর rate ধার্য্য করেছি। সেখানে তো 7½% কিন্তু আমরা এখানে 3% করেছি। অতএব তারা যে বলছেন বৃদ্ধি করা হ'ল, বৃদ্ধি যে কি করে হল তাহা আমি বুঝতে পারছিনা। তাদের কথা হ'ল টেক্স উঠিয়ে দাও এবং এ নিয়ে চিৎকার করো। তাহ'লে আমি বলব যে তারা বরাবরই তা করে আসছেন এবং করবেন। এটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। জনসাধারণ যারা consumer তারা এটা অবশ্যই অনুভব করতে পারবেন। অতএব আমি আশা করি এটা তারা বুঝতে পেরেছেন যে water rate, বৃদ্ধি করা হয়নি। আমরা বার লাইব্রেরী থেকে আরম্ভ করে সকল নাগরিকের সাথে আলাপ আলোচনা করেই এই Tax ধার্য্য করেছি। এমনকি ভূমি রাজস্ব কি হবে না হবে সে সম্বন্ধেও তাদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্থির করা হয়েছে। কাজেই নাগরিকদের কাউকে ডাকা হয় নি এ কথা সত্য নয়। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে বলব যেন তারা সত্যের অপলাপ না করে, সত্যকে অনুসরণ করে প্রচার করেন। তাহলে জনসাধারণেরও মঙ্গল হবে, তাদের নিজেদেরও মঙ্গল হবে।

Mr. Speaker :—The discussion is over. There is another discussion ভূমিহীন ও জুমিয়াদের পুনর্বাসন ত্বরান্বিত করা, তাহাদের পুনর্বাসন সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ও অর্থ নৈতিক পুনর্বাসনে সরকারী ব্যর্থতা— Notice given by Shri Abhiram Deb Barma. Now I call on Shri Abhiram Deb Barma to start discussion.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ-- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই বিষয় সম্পর্কে এই Houseএ ও কয়েকবার আলোচনা হয়ে গেছে। আমি এখানে এটাকে আবার উত্থাপন করেছি এই কারণে যে, এটা ত্রিপুরার উন্নতি ও অগ্রগতির পক্ষে বিশেষ একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ আমরা দেখছি যে ২৮০০০ হাজার জুমিয়ার মধ্যে মাত্র ১৮০০ জুমিয়াকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে যে যাদেরকে জমিতে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে তাদের সত্যি সত্যি পুনর্ব্বাসন হয়েছে কিনা। আমরা দেখছি যে যে সমস্ত জমিতে তাদিগকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে সেই সব পুনর্ব্বাসন ব্যর্থ হয়েছে। যেমন কমলপুর শিকারী বাড়ী এবং সদরের ব্রজনগরের আদিবাসী কলোনী। এইসব কলোনী-গুলির অবস্থা কি ? যদি সত্যি সত্যি তাদিগকে অর্থনৈতিক ভাবে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে যে জমিতে তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে সে জমির ফসল দ্বারা আজ যদি তারা তাদের পরিবার পরিজনকে বাঁচাতে পারতো তাহলে কেন তারা আজ এই সব আদিবাসী কলোনী ছেড়ে চলে গেছে। আমরা দেখেছি যে ঐ সব জায়গাতে তাদের অর্থনৈতিক ভাবে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়নি। ৩০০ টাকা করে তাদের দেওয়া হয়েছে। অবশ্য কোথাও কোথাও ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এখন কথা হল এই ৫০০ টাকা সম্পূর্ণ তাদের পকেটে ঠিক ঠিক মত গেছে কিনা। কংগ্রেস সরকার এমন একটা ব্যবস্থা করেছেন যে এ টাকা নিতে হলে দালালদের মারফত নিতে হবে। কারণ যারা কংগ্রেসের ভক্ত, যারা কংগ্রেসের নামে জনসাধারণকে শোষণ করে, জনসাধারণের যেটা ন্যায্য পাওনা সেটাকে যারা নিজের পকেটস্থ করার চেষ্টা করেন, তাদের জন্য এমন একটি পথ সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। সেই পথ ধরে অনেক জুমিয়া নিঃস্ব হয়ে গেছে। শুনেছি তারা নাকি কংগ্রেসী দালালদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়েছে। কাজেই সেই ৫০০টাকা তারা পুরোপুরি পায় না। আর এই ৫০০টাকার মধ্যে যা তারা পেল সেই টাকা দিয়ে যে জমিতে তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে সেখানে উচু টিলা বা ছড়া প্রভৃতি থাকলে তা সমান করে বা বাঁধ দিয়ে ফসল করার মত ক্ষমতা আর তাদের থাকে না। হিসাব করে দেখা গেছে সত্যিকারের পুনর্ব্বাসন তাদের এই অর্থে হয় না। পুনর্ব্বাসনের নামে ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসীদের নিয়ে একটা প্রহসন চলছে। এই প্রহসন থেকে তাদের মুক্তি দিয়ে তাদের পুনর্ব্বাসনের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। যতদিন পর্য্যন্ত তাদের সত্যিকারের পুনর্ব্বাসন না হচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত এই ত্রিপুরা রাজ্যের বিরাট সংখ্যক এই গরীব জনতার কোন উন্নতি হবে না। যদি ত্রিপুরার উন্নতি চাই, ত্রিপুরাকে যদি সর্ব্বদিক দিয়ে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাই, ত্রিপুরার প্রত্যেকটি মানুষকে যদি উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে চাই তাহলে জুমিয়াদের উন্নতি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কাজেই জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের এই নীতি ত্রুটিপূর্ণ। তার সংশোধন করে জুমিয়াদের উপযুক্ত হারে যাতে টাকা দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থা করা দরকার। আমরা আরও দেখেছি যে, যে সমস্ত জুমিয়ারা কলোনী ত্যাগ করে চলে গেছে সেই সমস্ত জুমিয়া কলোনীতে টাকা আদায় করার জন্যে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। তার ফলে আজকে যারা জমিতে বসতে পারছে না তাদের উপর এই টাকা আদায়ের নোটিশ দেওয়া অত্যন্ত বেদনা দায়ক। খাজানা আদায়ের নোটিশও

জুমিয়াদের উপর জারী করা হয়েছে। যেমন বিশ্রামগঞ্জ ও বাইগুনছড়া কলোনীর জুমিয়াদের উপর নোটীশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে তারা জমিতেই এখনও বসতে পারেনি, সেক্ষেত্রে কি করে যে খাজানা আদায়ের নোটীশ দেওয়া হল তা বুঝতে পারছিনা। আমরা আরও দেখেছি সে সমস্ত কলোনীতে যারা কংগ্রেসি বন্ধুদের ভক্ত হতে পারেন, তাদের পিছে যারা ঘুরতে পারেন বা তাদের হয়ে যারা কিছু কাজ করেন এরকম কলোনীবাসীদের কয়েকজন, যেমন মাছলিছড়া কলোনীর কয়েকজন একবার লোন পেয়েছে। আবার লোন পাওয়ার চেষ্টা করছে। অবশ্য সেটা তদন্তাধীন আছে একথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন। জুমিয়াদের ৩০০ টাকা দেওয়ার পর বাকী ২০০ টাকা এখনও দেওয়া হয়নি, এরকম ৫।৬ শত পরিবার ঘোড়া কাপাতে আছে। তারা অবশ্য আবেদন করেছে কিন্তু টাকা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আজও হয়নি। সে সমস্ত কলোনীতে জুমিয়ারা আছেন, যেমন বাইগুণছড়া, ক্ষেত্রছড়া কলোনীতে যে সব জুমিয়াদের জমি allot করা হয়েছে সে জমিগুলোর অধিকাংশই মহাজনদের দখলে চলে গেছে। কেন তাহা হয়েছে সেটা আমাদের দেখতে হবে। ধম্মনগরের মাছমারা কলোনীরও একই অবস্থা। এই যদি অবস্থা হয় জুমিয়াদের তাহলে তারা আজ কি করে বাঁচবে? তাদের বাঁচার কি ব্যবস্থা কংগ্রেস সরকার করেছেন, সেটা আজকে আমাদের বিবেচ্য বিষয়। তাই আমাদের দাবী হল যে, জুমিয়ারা যেন বাঁচতে পারে এবং বাঁচার মত ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক জুমিয়াকে ১৫ কাণি করে জমি দিতে হবে। এক বৎসরের খোরাক দিতে হবে। এবং বীজ ধান, সার, হালের বলদ, টাকা, জমি প্রভৃতি সব দিতে হবে। সে জন্য তাদের ৩০০০৲ টাকা grant দিতে হবে। এই ৩০০০৲ টাকা যাতে তারা নির্ঝঞ্ঝাটে পেতে পারে সেজন্য একটা নির্ব্বাচিত জুমিয়া কমিটি মারফত দিতে হবে। না হলে পরে কংগ্রেসী দালালের খপ্পরে পড়ে শেষ পর্য্যন্ত সামান্য টাকা জুমিয়ারা পাবে। দালালরাই টাকাটার বেশী অংশ পাবে যদি দালাল মারফত আবার টাকা দেওয়া হয়। এতে পুনর্ব্বাসন সমস্যার ও ভূমিহীনদের ভূমিতে পুনর্ব্বাসনের পরিকল্পনা রূপায়িত হবে না। দালালরাই তা বানচাল করে দেবে। কাজেই সেই জন্যই আমরা দাবী করছি যে জুমিয়াদের ও ভূমিহীনদের অর্থ সাহায্য দালাল মারফত না দিয়ে একটি নির্ব্বাচিত কমিটি মারফত দিতে হবে। আর জুমিয়া ও ভূমিহীনদের দেয় সাহায্যের হার এক রকম করতে হবে। কেননা উপজাতীয় আদিবাসীরা শিক্ষায় দীক্ষায় অত্যন্ত পশ্চাৎপদ এবং অত্যন্ত সহজ ও সরল প্রকৃতির বলিয়া দালালরা তাদের ঠকাবার খুব বেশী সুযোগ পায়। আমি আরও আবেদন করব যে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব জুমিয়া আদিবাসীদের উপর খাজনা ও সাহায্য আদায়ের নোটিশ দেওয়া হয়েছে তা যেন প্রত্যাহার করা হয়। আর যে সমস্ত আদিবাসী জুমিয়া ৩০০৲ টাকা বা ৫০০৲ টাকা পেয়েছে তারাও যেন বর্দ্ধিত হারে এই সাহায্য পেতে পারে সেজন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার আবেদন উপস্থাপিত করছি। আবেদন উপস্থিত করছি এজন্য যে আজকে আমাদের উপজাতি জুমিয়ারা কিভাবে আছে—আমাদের সদস্যদের মধ্যে মাননীয় রবিবাবু ত প্রায়ই রাইমা শর্ম্মা অঞ্চলে গিয়ে থাকেন, যেহেতু উনি সেখান থেকে নির্ব্বাচিত।

রাইমা শর্মার উপজাতীয় জুমিয়াদের অবস্থা কি তা দেখা যাবে যখন আঠারমুড়া থেকে ১০।১২ বৎসরের ছেলেদেরকেও বলং পাশা হইতে অমরপুর পর্য্যন্ত ২০।৩০ সের পাট মাথায় করে নিয়ে আসতে হয়। এর পরিবর্ত্তে তারা কত পায়? ৫ থেকে ১০ টাকা তাদের মজুরী; তাদের পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই। মুখ আছে অথচ বোবা, তাদেরকে আজকে বাঁচানো দরকার। আর বাঁচাতে গিয়ে তাদেরকে জমিতে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার এবং তাদের বাঁচার মত সুযোগ করে দেওয়া দরকার। এ সব দিক চিন্তা করে জুমিয়া এবং ভূমিহীনদের যাতে জমিতে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং তাদের বাঁচার মত সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা আজকে আমাদের করা দরকার। সেজন্য আমি এই হাউসের কাছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমার বক্তব্য উপস্থিত করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— Now I call on Shri Aghore Deb Barma M.L.A.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে মোশনটি এখানে রেখেছেন তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করব। এখন মূল প্রশ্ন হল ত্রিপুরা রাজ্যের একটা বিরাট অংশ উপজাতীয় জুমিয়া এখন পর্যন্ত সেই আগেকার মতই জুমিয়াই রয়ে গেছে, এটা আপনারা সকলেই জানেন। অনেক আন্দোলনের পর যদিও ১৯৫৪ সাল থেকে জুমিয়া grant হিসাবে তাদেরকে ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সরকার থেকে একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, আজকে ১৯৬৭ সাল প্রায় শেষ, দীর্ঘ এই ১২।১৩ বৎসরের মধ্যেও এই পরিকল্পনাগুলির কাজ কর্ম যদি আমরা যাচাই করে দেখি তাহলে আমরা একথা বলতে বাধ্য যে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে বা কলোনী ইত্যাদি করা হয়েছে, এগুলি নেহাৎ প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ কোন আন্তরিকতা নিয়ে এগুলো করা হয় নি। যদি আন্তরিকতা থাকত তবে নিশ্চয়ই জুমিয়ারা সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন পেত। বিভিন্ন সময়ে এই প্রশ্ন নিয়ে এই House এর মধ্যে আলোচনা হয়নি তা নয়, বহু বারই আলোচনা করা হয়েছে। এই রকম বলা হয়েছে যে কোন কলোনীতে যদি তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয় এবং সেই কলোনীর মধ্যে যদি তারা না থাকে তখন পরিহাস করে বলা হয় "যে বনের পাখী বনে উড়ে গেছে।" কিন্তু তারা বাস্তব অবস্থাটা চিন্তা করে দেখেন না। কিছু আগে আমরা শুনেছি যে জুমিয়াদের grant বাড়ানোর জন্য একটা প্রস্তাব Central Govt. এর কাছে পাঠানো হয়েছে। আমি এটাও শুনেছি যে Central Govt. নাকি সেটা approve করেছেন এবং এখন Finance Depttএ Sanction এর অপেক্ষায় pending আছে। জুমিয়া পুনর্বাসন সম্পর্কে যে সমস্ত টাকা পয়সা বিলি বন্টনের কথা, আপাততঃ সেটাও বন্ধ আছে, কারণ প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এখন কবে sanction আসবে তার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় সীমা নাই। আবার এই দিক দিয়ে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের জন্য যখন দরখাস্ত করা হয় তখন বলা হয়ে থাকে যে টাকা নেই। এ হল নূতনদের অবস্থা। আর পুরানো কলোনীগুলি যদি আমরা দেখি—যেমন মাননীয় সদস্য অবশ্য কমলপুরের কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে যে কি ঘটনা

হয়েছে তা আপনারা সকলেই জানেন, এটা একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ভাবে আজকে একটা সমাজ যারা চিরদিন ধরে কৃষি কাজ করে আসছে তাদেরকে হঠাৎ করে ৫০০৲ দিয়ে ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার যে পরিকল্পনা তা কিভাবে সম্ভব আমি বুঝে উঠতে পারি না। যদি আন্তরিকতা থাকত তাহলে এই হার তারা আরও বেশী করতেন। আরও দেখা গেছে যে ভূমি বা জমির জন্য দরখাস্ত করেছে, কাজেই দিয়ে দাও। প্রকৃত পক্ষে তারা পেল কি পেল না সেটা বিচার্য্য বিষয় নয়। অতএব যদিও সরকারী হিসাব মত অনেক জুমিয়াকে তারা পুনর্বাসন দিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যত সেগুলো সুষ্ঠু পুনর্বাসন হয়নি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করে ছিলাম যে টাকা দিয়ে জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে অথচ তাদেরকে কোন জমি দেওয়া হয়নি। যে সমস্ত কলোনীতে Supervisors আছে, যাদের ব্যবস্থাপনায় জমি বিলি-বণ্টন হচ্ছে সেখানেও আমরা দেখি যে অনেক জুমিয়া আছে যাদের কোন জমি নেই। কাজেই জুমিয়া সম্পর্কে সরকারের মূল উদ্দেশ্যটা কি? তারা চায় জুমিয়ারা ধ্বংস হয়ে যাক, তাই আজকে এ ভাবে একটা প্রহসনের মাধ্যমে পুনর্বাসনের নামে নূতন করে তাদেরকে সর্ব্বস্বান্ত করতে বসেছেন। কাজেই এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে জুমিয়ারা হয়ত অদূর ভবিষ্যতে এই ত্রিপুরা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত ঢেবর কমিশনের সুপারিশের মধ্যে এ সম্পর্কে বহু তথ্য আছে। সেগুলো খুবই মূল্যবান। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার ঐ সকল মূল্যবান সুপারিশগুলি এখানে কার্য্যকরী করেন নাই। যেমন জুম কাটার ব্যাপারে, যেখানে জুমিয়ারা আছে, আজকে তাদেরকে হঠাৎ করে আলাউদ্দিনের ম্যাজিক লণ্ঠনের মত' করতে চাইছেন। এটা কোন দিন হবেও না বা করা সম্ভব হবে না। আর তারা পুনর্বাসন করার একটা স্বপ্ন দেখছিলেন কিন্তু পুনর্বাসন হয়নি। তদুপরি আজকে রিজার্ভ বাউণ্ডারীর ভিতর জুম কার্য্য নিষিদ্ধ করে দিয়ে সেখানকার মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ঢেবর কমিশন একথা সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে যতদিন পর্য্যন্ত তাদিগকে একটা বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা না করা যাচ্ছে ততদিন যাবত তাদিগকে যত্রতত্র জুম কাটার অধিকার দেওয়া হউক। টাঙ্গিয়া প্রথার কথা বলা হয়, within the Reserve forest জুম কাটার অধিকার দেওয়ার কথাও বলা হয়। টাঙ্গিয়া যেখানে জুম করে Forest department সে জায়গাটা allot করে দেয়। সেই জায়গায় তারা জুম করতে পারে: আর অন্যান্য Reserve অঞ্চলে তারা জুম করতে পারে না। আঠারমুড়ার মধ্যে এরকম বহু ঘটনা আছে। মাগরুম ছড়ার মধ্যে ৩ জন লোক দিন দুপুরে না খেয়ে মারা গেছে। সেখানে' জুম করার কোন অধিকার তাদের নাই। শুধু সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে যে তারা কলাপাতা ও বনের পাতা বিক্রি করে খায়। আজকে জমি করেই মানুষ বাঁচতে পারে না। শুধু পাতা বিক্রি করে কি মানুষ জীবন রক্ষা

করতে পারে? কাজেই ৩ জন লোক সেখানে না খেয়ে মরতে বাধ্য হয়েছে। এ ভাবে আনাচে কানাচে পাহাড়ের অভ্যন্তরে দিনের পর দিন মানুষ না খেয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে।

আর একটা জিনিষ এখানে লক্ষণীয়। এই জুমিয়া পুনর্বাসনের নামে একটা অংশের মানুষ জায়গা জমি সমস্ত বিক্রি করে সমস্ত বৎসর দরবার করতে গিয়ে সময় নষ্ট হল, তার গৃহস্থি নষ্ট হল এবং টাকাও পেল না। প্রথম কিস্তির ৩০০৲ টাকার মধ্যে দালালদের দিতে দিতে তার ঐ টাকার সামান্য অংশই ঘরে নিয়ে যেতে পারে। এমন ঘটনাও দেখেছি আমরা অমরপুরে যে, যে সমস্ত এলাকাকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজের এলাকা বলে থাকেন, সে সব এলাকাতেও জুমিয়ারা দরবার করতে করতে এবং দালালদের টাকা দিতে দিতে সেই চাউলও ঘরে নিয়ে যেতে পারে না। কাজেই তখন তাকে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ যে সব অফিসাররা এই সমস্ত ব্যাপার ডিল করেন, যেমন, সার্কেল অফিসার, ইনস্পেকটার তারা তো আছেই। কাজেই লাভটা কার হ'ল? এ সমস্ত কাগজ পত্র যে সব অফিসাররা ডিল করেন বা যারা Sanctioning authority তাদেরই লাভ হয়েছে। চাকুরীর পূর্বে ঐ সকল অফিসারদের বৈষয়িক অবস্থা কি ছিল এবং পরে কি হয়েছে, ইনকোয়ারী করলে পরেই সে সকল তথ্য পাওয়া যাবে। কাজেই আজকে সামগ্রিকভাবে এই জুমিয়া পুনর্ব্বাসন প্রহসনে পরিণত হয়েছে। আমি একথা বলতে বাধ্য যে ত্রিপুরার বর্ত্তমান সরকারের তাদের প্রতি কোন সহানুভূতি নেই। তাদিগকে জমিতে পুনর্ব্বাসনের কোন আন্তরিকতা নেই। যদি থাকতো, তাদের নামে সে গ্রান্ট ৫০০৲ টাকা হতে পারে না। কারণ তারা চিন্তা, চেতনা ও বুদ্ধি, বিবেচনায় অত্যন্ত দুর্ব্বল। তাদিগকে যদি আজ অর্থ নৈতিক পুনর্ব্বাসন দিতে হয় তা হ'লে—১৮০০৲ টাকা দেওয়ার নাকি একটা প্রপোজেল তারা দিয়েছেন। অন্ততঃ এই পরিমাণ টাকাও যদি তারা পেত তাহ'লে অন্ততঃ কিছুটা পুনর্ব্বাসন হত। কিন্তু তা হয়নি। শুধু প্রহসন করাই হয়েছে। অর্থাৎ মূল কথা হচ্ছে যে, আজ জুমিয়ারা শেষ হয়ে যাক এই হল সরকারী কর্ম্মকর্ত্তাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আজকে জুমিয়া পুনর্বাসনের যন্ত্রটা চালান হচ্ছে।

আর প্রায় সব সময়ই বলা হয়ে থাকে যে Tribal Advisory Board আছে। মাননীয় Chief Minister তার সভাপতি। আমিও একজন মেম্বার। আমি একদিন সেই মিটিংএ গিয়েছিলাম। ৪টার সময় মিটিং হওয়ার কথা ছিল। সারা দিন বসতে বসতে হঠাৎ তিনি এসে হুড়মুড় করে হাজির হলেন ৮ টার সময়। তাড়াহুড়া করে কি একটা করা হ'ল, হুলুস্থুলের মধ্যে সব চলে গেলেন। কি যে হ'ল সেখানে বুঝলাম না। একটা Resolution ও সেখানে পাশ হ'ল না—(noise) সেখানে আমার একজনের কথা এতজনের হৈ-হল্লার মধ্যে কে শুনে। এখানে আমার বলার অধিকার আছে বলেই আমি

বলছি। আপনারা আমাকে বাধা দিতে পারেন না, কোন ক্ষমতাই আপনাদের নেই। (noise) যদি প্রকৃতই তাদের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসনের সদিচ্ছা থাকে তাহলে আমি এখানে constructive suggestion রাখব যে এই জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের জন্যে একটা কমিটি করা হউক to look after this.

কিভাবে ট্রাইবেলদের জমি কেড়ে নেওয়া যায় সেটাই হ'চ্ছে Tribal Advisory Committeeর মেম্বারদের উৎসাহ। কাজেই এই Tribal Advisory Boardএর মাধ্যমে যে কি হবে তা বুঝতে বেশী কষ্ট হয় না। এসেম্বলী থেকেই এই কমিটি করা হউক। আমি একথা বলি না বা দাবী করি না যে আমাদের নিয়াই করা হউক। কংগ্রেসের মধ্যে যে সব খারাপ লোক এমন কথাতো আমি বলছি না। ভাল লোকও তো থাকতে পারে।

জুমিয়াদের এতদিনকার চাষাবাদের অভ্যাস বদলাতে যথেষ্ট সময় লাগবে। পুনর্ব্বাসন পাওয়ার পরেও যে কিছু জুমিয়া জায়গা ছেড়ে চলে যায় একথাও সত্য। কাজেই তাদের প্রতি সহানুভূতি নিয়ে এগুলো বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু সহানুভূতি তো দূরের কথা, কিভাবে তাদিগকে ঠকান যায়, কিভাবে তাদের থেকে টাকাটা মারতে পারা যায়—সেটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্য্যন্ত খুব কম সংখ্যক লোক জুমিয়া পুনর্ব্বাসন পেয়েছেন। যারা পেয়েছেন তাদের মধ্যেও অনেকেই আবার সেই জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে গিয়ে যেই জুমিয়া সেই জুমিয়াই রয়ে গেছে। কেননা একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধান আজও সম্ভব হয়ে উঠ্‌ছে না। আর টাকা বাড়াবার যে কথা, তা তো বাড়াইতে হবে। তাছাড়া এই দায়দায়িত্ব পালনের জন্য জনসাধারণ নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা উচিত ছিল, যাতে করে তারা ঐ সমস্ত কাজকর্ম্ম ভালভাবে করতে পারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোন মহকুমাতে কি পরিমাণ জুমিয়ার পুনর্বাসন দেওয়া হবে, তারও কোন একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কাকে কোথায় কিভাবে জমি বা পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে তার কোন নির্দ্দিষ্ট কিছু নেই। শুধু দরখাস্ত আর দরখাস্ত নিয়ে সব শেষ। এভাবে তাদেরকে হয়রানি করতে করতে তারা যে ফকির সেই ফকিরেই আছে। অর্থাৎ এই জুমিয়াদের পুনর্বাসনের নামে তাদেরকে আজ শুধু সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এইগুলিই আমার অভিযোগ তাই এই মোশনের পক্ষে এসব বক্তব্য রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble member Shri Raj Kumar Kamaljit Singh.

Shri Raj Kumar Kamaljit Singh :— অনারেবল স্পীকার স্যার, আজকে হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা মহাশয় তার মোশানের আলোচনায় পরিপ্রেক্ষিতে যে বক্তব্য রেখেছেন আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারছি না। তিনি যে মোশানটি হাউসের

সামনে রেখেছেন, তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে আমার মনে হয়। আমার যা ধারণা—ভারতবর্ষের কোথাও যখন জুমিয়াদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়নি, তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিংহ মহাশয় ট্রাইবেল গ্রামে ও পাড়ায় ঘুরে ঘুরে তাদের অবস্থা জেনে এবং তার সমাধানের জন্য আমাদের তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর কাছে গিয়ে একটা প্রস্তাব দিলেন যে ত্রিপুরার যে সব পাহাড়ীরা ও জুমিয়া আছে তাদের সম্পর্কে কি করা যায়। তাদেরকে যাতে জমিতে বসিয়ে উন্নত সমাজের সাথে একই পর্য্যায়ে আনা যায় তারজন্য পরীক্ষামূলকভাবে কাজ চালাবার জন্য আমাদের প্রধান মন্ত্রী নিজস্ব ফাণ্ড থেকে ১০ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছিলেন। এভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে জুমিয়াদের পুনর্বাসনের প্রথম ধাপ experiment হিসাবে করা হয়। কাজেই মাননীয় সদস্য ট্রাইবেলদের ধ্বংস করা হচ্ছে বলে যে অভিযোগ করেছেন তা সত্য নয়। এটা একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে। কিরকম সহানুভূতির সহিত জুমিয়াদের সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল, তা আমার উপরোক্ত ইতিহাস থেকেই বুঝা যাবে। ১৯৫৪ সালে যখন কাঁঠালিয়াতে জুমিয়া পুনর্বাসনের কাজ শুরু হয় তখন দেখা গেল যে মাননীয় সদস্যরা যারা সমাজদ্রোহী কাজ করে থাকেন, তারা নানা ভাবে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন যাতে করে এই পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। তখন পরিবার পিছু ৫০০৲ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা মাননীয় সদস্য অঘোরবাবুও স্বীকার করেছেন। বর্ত্তমানে যে অর্থ নৈতিক অবস্থা চলছে তাতে ঐ ৫০০৲ টাকাতে হয়ে উঠে না। সেজন্য যাতে এই সাহায্যের হার আরও বাড়ানো যায়, সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অতএব সরকার যে ট্রাইবেলদের প্রতি সহানুভূতিশীল নন্ এই কথার কি অর্থ থাকতে পারে আমি বুঝি না। কাজেই আজকে যে motion আনা হয়েছে তা যে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত সেটা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। অতএব উনাদের সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now I call on Shri Sunil Ch. Datta.

Shri Sunil Ch. Datta :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ভূমিহীন জুমিয়াদের পুনর্বাসনের ও অর্থ নৈতিক পুনর্বাসনের সম্পর্কে এবং তাদের দেয় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি সম্পর্কে সরকারের ব্যর্থতার উপর যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন আমি তার সঙ্গে একমত নই। ভূমিহীন ও জুমিয়াদের পুনর্বাসন সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ অবহিত আছেন সেটা উনারাও স্বীকার করেছেন। সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা যে আছে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মাও স্বীকার করেছেন। সরকার অবহিত আছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। তবে একটা বিষয়ে আলোচনা করার আছে সেটা হল অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে সরকারের ব্যর্থতা। তারা বলেছেন যে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার দু একটি নজিরও উপস্থিত করেছেন। যেমন শিকারীবাড়ী বিশ্রামগঞ্জ, ব্রজবিনোদিনীপুর ইত্যাদি কলোনী। সরকার যেসব জায়গায় ব্যর্থ হয়েছেন সে সব

জায়গার নাম তারা জানেন। তবে সরকার যে সব জায়গায় সফল হয়েছেন সেগুলোর নাম তারা জানেন না বা জানলেও বল্লেন নি ইচ্ছা করেই। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব তারা যেন আমার কমলপুরের মেন্দিহাওর কলোনী, গণ্ডাছড়া কলোনী এবং বরাগ কলোনী দেখে আসেন। সে সব কলোনীতে জুমিয়ারা পুনর্ব্বসতি পেয়েছে এবং ভাল ভাবে ফসল উৎপাদন করে জীবিকা নির্ব্বাহ করছে। এমনও জুমিয়া আছেন সেখানে যারা বছরে ২।৩ শত মণ আলুও বিক্রি করেন। এই রকম জুমিয়াও পুনর্বসতি পেয়েছে। কাজেই জিনিষটার একটা দিক বিচার করে এই রায় দেওয়াটা ঠিক নয়। সরকার জুমিয়াদের তাড়িয়ে দিতে চান এবং সরকারের তাড়নায় জুমিয়াদের কিছু অংশ পাকিস্তান চলে গেছে বলে যে সব অভিযোগ করা হয়েছে তা সত্য নয়। সত্যিকার আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব যে পূর্ব্বে জুমিয়াও আদিবাসীদের সংখ্যা যা ছিল সে সংখ্যা আজ অনেক বেশী, মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা স্বীকার করেছেন যে, ২৭০০০ জুমিয়ার মধ্যে সরকার এ পর্য্যন্ত ১৮০০০ জুমিয়াকে পুনর্ব্বাসন দিয়েছে। সরকারী যে অর্থ সাহায্য ৫০০টাকা করে দেওয়া হয় সে টাকা অপর্য্যাপ্ত বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। আমি যে ২।৩টি কলোনার কথা বললাম সেই কলোনীগুলিতে ৫০০ টাকা সাহায্য পেয়েই জুমিয়ারা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে আজকের দিনে। টাকাটাই বড় কথা নয়। ৩০০০ টাকার যে কথা মাননীয় সদস্য উত্থাপন করেছেন, তিন হাজার কেন, পাঁচ হাজার বা বিশ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য দিলেও পুনর্বসতি হবে না যদি জুমিয়ারা জমিতে বসতে না চান। আমি মনে করি কয়েকটি রাজনৈতিকদল—এখানে বলতে কোন বাধা নাই, বিশেষ করে কমিউনিষ্ট পার্টি বিভিন্ন সময়ে প্রচার করেছেন জুমিয়াদের কাছে যেন তারা এই সব কলোনী ছেড়ে যায়। মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা অভিযোগ করেছেন যে, কংগ্রেসী দালালদের জন্য জুমিয়ারা টাকা পায় না। আমি একটীমাত্র দৃষ্টান্ত দেব যে, কংগ্রেসের একজন কর্মি যদিও তিনি উকিল, একদিনে ২০০ জুমিয়া বণ্ডে তিনি সার্টিফাই করেন এবং এক টাকাও তার জন্য তিনি নেন নি। নাম আমি বলতে চাই না। অপরদিকে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য, এমন লোক প্রতি জুমিয়ার কাছ থেকে ২০।২৫।৩০ টাকা করে নিয়েছেন এমন কমিউনিষ্ট কর্মির সংখ্যা অসংখ্য এবং সেইটা তদন্ত করে তারা দেখতে পারেন। কংগ্রেসের বিষয় দোষারূপ করে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের ব্যর্থতার কথা বলে নিজেদের দোষ চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এখানে যে তিনজন সদস্য অপজিশান আছেন তারা সবাই আদিবাসী, কাজেই তারা নিজেরা যদি চেষ্টা করেন, তাহলে তারা তাদের দলের সদস্যদের ঘুষ খাওয়া থেকে নিবৃত্ত করে তাদের আদিবাসী ভাইদের উপকার করতে পারেন। যেই ঘুষের কথা তারা বলেছেন, সেই ঘুষ যদি কেউ ইচ্ছে করে না দেয় তাহলে কোন সরকারী কর্মচারীই ঘুষ নিতে পারে না। এই ঘুষ দেওয়ার ব্যাপারে আমি মুখ্যতঃ দায়ী করবো সেই সব কমিউনিষ্ট কর্মিদের। যেহেতু জুমিয়াদের সাথে তারা দুর্ব্যবহার করেছেন তাই বিগত নির্ব্বাচনে জুমিয়াও আদিবাসী ভাইয়েরা তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত হয়েই ভোট দেন নি। ৫০০ টাকার কথা বলেছেন, সেই ৫০০ টাকায় জুমিয়াদের হয় না একথাটাও

সত্যি নয়। এই ৫০০ টাকা ছাড়াও বিভিন্ন রকমের পক্ষী, হাঁস মুরগী ইত্যাদি, বিভিন্ন ফলের চারা দেওয়া হয় এবং সময় সময় তাদের সাহায্য করা হয় টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে। পুনর্ব্বসতির জন্যে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল সেই ব্যবস্থা যদি অপ্রতুল হয়ে থাকে, তাহলে বর্ত্তমান সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেই পরিকল্পনা নিয়ে যদি আমরা কাজ করি এবং যে সমস্ত রাজনৈতিক দল আছেন তারা নিজেরাও যদি উদ্যোগী হন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা কৃতকার্য্য হব। শুধু সরকারী প্রচেষ্টাতেই সফল হওয়া যাবেনা। মেন্দিহাওর বা অন্যান্য যে সব কলোনীতে জুমিয়ারা পুনর্বসতি পেয়ে জীবন যাপন করছেন ঠিক সেই রকমভাবে জুমিয়া ভাইয়েরা যদি চেষ্টিত হন তাহলেই পুনর্ব্বসতি হতে পারে। আমি আরও অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি যে সমস্ত জায়গায় জুমিয়ারা ভালভাবে পুনর্ব্বাসন পেয়েছেন। কিন্তু এখানে যে আলোচনা করা হলো সেটা একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে বলে আমি মনে করি।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble member Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন আমি তার সমর্থনে কয়েকটি কথা বলছি। ভূমি হীন জুমিয়ারা কেন কলোনী ছেড়ে চলে যায় তার কতকগুলি কারণ আছে। কারণ প্রথমতঃ তাদের ২০০ | ৩০০ টাকা দেওয়া হয়, কিন্তু সেই টাকা দিয়ে সে কি করবে? জমি চাষ করবে, না জঙ্গল কাটবে, না ঘরবাড়ী তৈরী করবে। সেটা চিন্তা করে দেখা দরকার। কাজেই সেই টাকার খোরাকী খেয়ে কিছুদিন পর ঘরবাড়ী করার টাকা থাকেনা। এখন ঘর তৈরী করলে জমি চাষ করা হয়না। আবার জমি চাষ করলে ঘরবাড়ী তৈরী হয় না। বলদ গরু কেনা তো দূরের কথা, শেষ পর্য্যন্ত কোনটাই হয় না। একবার টাকা দেওয়ার অনেকদিন পর আবার ২০০ টাকা দেওয়া হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরের কিস্তির টাকা দেওয়াই হয় না। কাজেই এইরূপ ক্ষেত্রে তারা ৬ মাসের ধানই উৎপাদন করতে পারে না। যদিও মাননীয় সদস্য সুনীল বাবু বলেছেন যে ২০০/৩০০ মণ আলু তারা উৎপাদন করে, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। আলু হয়ত কিছু হতে পারে কিন্তু ধান মোটেই হয় না। মেন্দিহাওরের যে কথা উনি বলেছেন তা আমি দেখেছি। সেখানে আমি দেখেছি কিছু সংখ্যক লোক ভাল জমি পেয়েছেন সেটা ঠিকই। B. D. O. এর রিপোর্ট অনুসারে আমি তাদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে প্রতি একরে ৫০ মন করে তাইচুং ধান হয়। কিন্তু এই তাইচুং ধান উৎপাদন করতে কৃষকদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতার দরকার। সেই তাইচুং ধান দেখতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে ৫১ মন ধান হওয়া তো দূরের কথা ৫১ কে, জি, ও হয়নি। আরেকটা জমিতে গিয়ে দেখলাম যে কানিতে আমাদের দেশের সাধারণ ধান যেরূপ হয়, তার বেশী হবে না। অথচ B. D. O. সাহেব সেখানে বলেছেন যে ১২ মণের কম কিছুতেই হতে পারে না। আমি সঙ্গে সঙ্গেই কৃষকদের জিজ্ঞাসা

করলাম যে এতে ১২ মণ ধান হবে কিনা। কিন্তু তারা উত্তরে বলল যে এতে ১২ মণ ধান হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়। কাজেই এই অবস্থায় তারা কি করবে? তাদের সব সময়ই খাদ্যাভাব থাকে। সেই কারণেই তাদের সমস্ত ধান অগ্রিম বিক্রী করে দিতে হয়। এমন কি তাদের জমিও বন্ধক দিতে হয়। কাজেই এই অবস্থায় জুমিয়াদের যে জমি দেওয়া হল সেটা কি তাদের রইল না গেল সেটা দেখা দরকার। তাদের জমি যে শেষ পর্য্যন্ত তাদের হাতে থাকে না এরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। অমরপুর রাজপ্রসাদ কলোনীতে আমরা গিয়ে দেখি যারা জুমিয়া নয় তাদের নামেই জুমিয়াদের টাকা দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে বহুদিন পূর্ব্বেই পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল। তাদের জমি আছে, গরু আছে, মোরগ ইত্যাদি সমস্তই আছে অথচ তাদেরকেই আবার জুমিয়াদের টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানে যারা ভূমিহীন জুমিয়া তাদেরকে এখন পর্য্যন্তও কোন জমি বা টাকা দেওয়া হয় নাই। তারপর শিকারীবাড়ী ও চন্দ্রাইপাড়া কলোনীতে আপনারা একটা স্বর্গরাজ্য স্থাপন করেছেন। সেটা একটা ভীষণ আশ্চর্য্যের ব্যাপার। সেখানে যারা ভূমিহীন তাদের ভূমি বলতে কিছুই নেই। সেখানে যা কিছু করা হয় সমস্তই হাতীর খাদ্য হয়, মানুষের খাদ্য কিছুই হয় না। এই হল সেখানকার অবস্থা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভূমিহীনদের ভূমি দিতে গিয়ে আরেক দল লোককে ভূমিহীন করার চেষ্টা করা হয়। কাজেই ঠিক ঠিক ভাবে যদি পুনর্ব্বাসন দিতে হয় তাহলে সমতল অঞ্চলে দেওয়া যায়। কিন্তু সেখানেও আবার আরেক দল লোককে ভূমিহীন করার চক্রান্ত করা হয়। লক্ষ্মীনারায়ণপুরে জমির একই রকম অবস্থা। পূর্ব্বে সেখানে একজন বাঙ্গালী S.D.O. ছিলেন। সেই S.D.O. Settlement Officerকে order দিয়া বলেন যে, এটা ট্রাইবেল জমি। কাজেই ট্রাইবেলদের নামে রেকর্ড হবে। এই order দেওয়ার ফলে সেখানকার বাঙ্গালীদের উচ্ছেদ করার চক্রান্ত চলছে। আর ঘোড়াকাপাতে প্রাক্তন সিপাহীদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘোড়াকাপাতে এখন আবার অন্য ভূমিহীনদের জমি দেওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। কাজেই ভূমিহীন পুনর্ব্বাসনের নামে নিজেদের মধ্যে একটা মনোমালিন্য সৃষ্টি করে যাতে ভূমিহীনরা ঠিক ঠিকভাবে জমি না পেতে পারে এবং চিরজীবনের জন্য যেন তারা ভূমিহীন থেকে যায় তারই জন্য এ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছেন। তিনি অনেক কিছু করেছেন, এটা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এখানে মাননীয় সদস্য কমলজিৎ সিং বলেছেন যে, জুমিয়ারা যাতে মনুষ্য সমাজে আসতে পারে তারই জন্য এই ব্যবস্থা তারা করেছেন। আমার প্রশ্ন হ'ল জুমিয়ারা কি মানুষ নয়?. মানুষের মত যদি চিন্তাধারা থেকে থাকে তাহলে জুমিয়ারা যাতে বাঁচতে পারে সেই চিন্তাধারা নিয়েই তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া উচিত। কাজেই তারা মানুষ নয় তার এই মন্তব্যের প্রতিবাদ আমি করছি।

মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আমি আমার এই বক্তব্য রাখছি যে, ৩০০০ টাকার কমে তাদের পুনর্ব্বাসন হবে না। এই দাবী আমরা কেন করছি? এই

দাবী করার কতগুলো কারণ আছে। কারণ হল যে, রিফিউজি পুনর্বাসনের সম আমরা দেখলাম যে প্রথমে রিফিউজিদের ২১০০্ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। তা সত্বেও এখনও তাদের পুনর্বাসন হয়নি। কাজেই সেই পরিপ্রেক্ষিতে যদি পুনর্বাসন দিতে হয় তাহলে তাদেরকে ঠিক সমহারে টাকা দিতে হবে। অর্থাৎ তিন হাজার টাকার কমে তাদের পুনর্বাসন হবেনা। এইজন্যই আমরা তিন হাজার টাকার দাবী আনছি। এই তিন হাজার টাকা যাতে তাদের হাতে ঠিক ঠিকভাবে পৌছে, তার ব্যবস্থাও করতে হবে। যারা মুহুরীর কাজ করে তারা তাদের স্বার্থের জন্যই কাজ করে থাকেন। কমিউনিস্ট বা কংগ্রেসের হয়ে তারা কাজ করেন না। দালাল দালালই থাকে। কংগ্রেস-এর একদল দালাল আছে কমিউনিস্ট পার্টির নামে টাকা খেয়ে থাকে। তারা এইভাবে শুধু পার্টির দুর্নাম করে। কাজেই এই দালালী বন্ধ করতে হবে এবং যাতে জুমিয়া ও ভূমিহীনদের প্রতিনিধি মারফত এই টাকাগুলো দেওয়া হয় সেই আবেদন আমি রাখছি। আমি অভিরাম দেববর্ম্মার বক্তব্যের সমর্থনে এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would call on the Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singh :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জুমিয়াদের যে প্রশ্ন উঠেছিল, পাহাড়ের অভ্যন্তরে একটি সম্প্রদায় যারা হালচাষ করতে অভ্যস্ত, যারা জমির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্ব্বাহ করছে, সেই বিরাট সমাজকে ভূমিতে বসানোর যে কাজ কতটুকু দুরূহ, আমি মাননীয় সদস্য যারা আলোচনা করেছেন তাদিগকে চিন্তা করতে বলব। সেই দিক দিয়ে তাদের যে অভ্যাস সেই অভ্যাস শিশুমন সুলভ অভ্যাসে ঘটিত হয়ে গেছে। চতুঃপার্শে যে সমাজ বিরাজমান তার সাথে তারা কথায় বার্ত্তায় বা আলাপ আলোচনায় তাদের নিজেদের যে সরল প্রবৃতি সেই প্রবৃত্তি নিয়েই তারা চলে। অতএব এই সমস্যাটিকে যদি সমাধান করতে হয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা তাদিগকে যদি প্ররোচিত করি তাহলে সেই সমস্যার সমাধান হবে না এবং হতে পারেনা। তাই আমি প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে যাতে সরল নিরীহ আদিম চাষাবাদে অভ্যস্ত এই মানুষদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা না হয়। আমি আরও অনুরোধ করব, তাদের মনোগত যে চিন্তাধারা সেই ধারার পরিবর্ত্তনের জন্য আমাদের প্রত্যেককেই পরিশ্রম করতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৫৩ সালে এই বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হল। সেই দিন থেকেই পুনর্ব্বাসনের কাজ ত্রিপুরা রাজ্যে শুরু হয়। উনারা বলেছেন ৫০০ টাকা, সেখানে আমরা বলব যে ভূমি reclamation এর জন্য টাকা খরচ করা হয়, রাস্তাঘাটের জন্য টাকা খরচ করা হয়, tubewell, ring well এর জন্য টাকা খরচ করা হয় স্কুলের জন্য টাকা খরচ করা হয়। তাদের সন্তান সন্ততিদের যাতে পাঠের উপযোগী করে গড়ে তোলা চলে এবং তাদের পোষাক পরিচ্ছদ দিয়ে আকৃষ্ট করা হয়, খাওয়ার দিয়ে আকৃষ্ট করা হয়, কারণ তারা অনেক পিছিয়ে আছে। তাই সেই কার্য্যগুলিও প্রতিটী জায়গাতে শুরু হচ্ছে। অতএব আমি অনুরোধ করব, তাদেরকে ভাবতে বলব যে ৫০০ টাকা দিয়ে আমরা

চুপ করে বসে নেই। তার সাথে সাথে তাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাদের যাতে পুনর্বাসন করা চলে সেইজন্য ৫১টী model scheme এর কাজ শুরু করা হয়েছে। এভাবে প্রতিটি জায়গাতে agricultutral development এর জন্য বিশেষ ভাবে সাহায্য করা হয়। তাছাড়া তাদের ছেলেমেয়েরা যাতে cottage industryতে পারদর্শী হয়ে উঠে, তারজন্য তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ ভাবে পাঠ থেকে শুরু করে সব ব্যাপারে তাদের free education দেওয়া হয়। কাজেই এসব জিনিষগুলির মূল্য ও তাদের চিন্তা ধারায় রাখতে হবে তারপর আরও নিপুন ভাবে অন্য কিছু করা চলে কিনা, সেটাও আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে। এই উ দ্দেশ্য নিয়ে আমরা ২৮ হাজার জুমিয়া পরিবারের মধ্যে ১৮ হাজারের উপর জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দিয়েছি এবং তার সাথে কত একর অব ল্যাণ্ড তাদের দিয়েছি—তাও আমি বলব। ৭৫,৪২০ একর জমি ১৯,৭৬৭ পরিবারের মধ্যে দিয়েছি। আর ৫০০ টাকা করে যে গ্রান্ট জুমিয়াদের দেওয়া হয়েছে তার পরিমাণ হল—৮২, ৮৭, ৩৬৫ টাকা। ৫১টি model scheme এর জন্য ৩১,০০৫৪৯ টাকা খরচ করা হবে। তারপর settlement of Jumia সম্পর্কে আরও কতগুলি কাজ আমরা করছি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ৮টি agricultural demonstration farm, ৭টি wagon horture—তাতে যথাক্রমে ৯,৭৫,০৩৬ টাকা ও ৬৯,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছ। তারপর animal দেওয়া হয়েছে—১৩,২০০ টাকা। এখানে এতসব অর্থ যে ব্যয় হল তা কিন্তু তারা ধরছেন না।

জুমিয়াদের settlement এর জন্য ঐসব কাজ করা হচ্ছে তার সাথে সাথে রাস্তাঘাট tube-well, ringwell, school and dispensary প্রভৃতির কাজও চলছে। তাছাড়া free distribution of medicine to the tribals এর ব্যবস্থা আছে। তারপর যদি তাদের কারও রোগ হয় তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে আসা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্যও একটা বিরাট অঙ্ক ধার্য্য হয়েছে। আর তাদের মধ্যে যদি কাহারও দুরারোগ্য ব্যাধি হয় তার চিকিৎসার বাবতে সাহায্যের জন্য টাকা ধার্য্য আছে। মাননীয় সদস্যরা এসব সত্যগুলিকে উৎঘাটন করছেন না এবং তাকে গোপন রেখে কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তারা এখানে কেবল বক্তৃতা করে যাচ্ছেন। তারপর আমি আর একটি কথা বলব যে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে ট্রেনিং এর জন্য যে stipend দিয়ে থাকি, তাতে প্রায় ৩,০১০৩৪ টাকা খরচ হয়। যতটি মহিলা সমিতি যেখানে হয়েছে তার জন্য ব্যয় করা হয়েছে ১৯,১০০ টাকা। Special Multipurpose Block যেগুলি করা হয়েছে তাদের Special Development এর জন্য এবং Road, Bridge & Culvert ইত্যাদির জন্য ৩৭,০০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তারপর আর একটি কথা বলা হয়েছে যে জুমিয়াদিগকে জুম করতে নিষেধ করা হয়েছে, এটা হল সত্যের অপলাপ। কারণ জুমিয়াদের জুম করতে নিষেধ করা হয়নি, Protected Forest areaতে তারা জুম করতে পারেন। এখন Reserve Forest areaতে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তারা নিরীহ tribal দের উত্তেজিত করেছেন, violance এর দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। তারফলে কি

হচ্ছে, তারা বলছেন জুমিয়ারা খুবই গরীব, খেতে পায় না, তাদের দুঃখে তারা না কি খুবই দুঃখিত অথচ টংগিয়া system এর বিরুদ্ধে প্রচার করে, সেই গরীব জুমিয়াদের মুখের ভাত কেড়ে নিচ্ছে। কারণ তারা সেখানে রাস্তাঘাটের কাজ করে, plantation এর কাজ করে, ধান উৎপাদন করে, লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তারা সেখানে tea garden এবং rubber forest ধ্বংস করেছেন। আমার কথা হল rubber forest যদি হ'ত তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে একটি বিরাট Industry গড়ে উঠত। এবং সেই সমস্ত জায়গাতে যারা unemployed তাদেরকে নিয়োজিত করা যেতো। তাদের দলের চিন্তা ধারা হচ্ছে, মানুষ আমার দলে আসবে যখন তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া হবে। তারা কখনও অন্য পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন না। কমিউনিষ্টদের ইতিহাসে গঠনমূলক কোন কার্যাক্রম নেই, গণতান্ত্রিক কোন কাযক্রম নেই। কারণ তাদের যে নেতা সুন্দরাইয়া, সেই সুন্দরাইয়া বলেছেন যে পার্লিয়ামেন্টারী ডেমক্রেসীতে তারা বিশ্বাস করেন না, Assemblyকে আমরা বিশ্বাস করিনা। আর আপনাদের যে নেতা ছিলেন শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় উনি ত বলেছিলেন যে উনার Assemblyতেও বিশ্বাস নেই। আমি আবার অনুরোধ করবো তারা যেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই শিশুমতি জনসাধারণকে দাবার গুটী হিসাবে ব্যবহার না করেন। আমি স্বীকার করি যে আমাদের ত্রুটী বিচ্যুতি আছে। আমি একথা বলিনা যে আমরা সমস্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি। আমি জানি যে আমাদের সমস্যা অতি বিরাট। কারণ পূর্বপাকিস্তান থেকে চাকমা, রিয়াং, নোয়াতিয়া এসেছে এবং তারা তাদের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। অতএব তাদের সেই প্রথাগুলির কথাও চিন্তা করতে হবে। অতএব যাতে অতি সত্বর সেই জুমিয়া ভাইদের; সেই landless ভাইদের পুনর্বাসন দিতে পারি তারজন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে আমাদের বাজেটে যে অর্থ ছিল সেই অর্থকেও বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং তাকে সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করার জন্য advisory board গঠন করা হয়েছে। Advisory Board এ যারা সভ্য আছেন তারা বিশদভাবে এই ব্যাপারে আলোচনা করতে পারেন। সেই অধিকার তাদের সম্পূর্ণভাবে আছে। সেখানে plan and scheme তারা দিতে পারেন। আমি আবার বলছি তারা যদি সংগঠন মূলক plan and scheme দেন, তাহলে আমরা তা বিচার বিবেচনা করে দেখবো। কারণ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে আমরা আমাদের দেশকে পরিচালনা করতে চাই এবং সেই ভাবেই তাদের সমস্যাটা বিচার করতে হবে। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, অর্থ নৈতিক অবস্থা, সেইগুলির উন্নতি করতে হবে। শুধু তাই নয় সেই সমস্ত জুমিয়া ভাইদের জন্য দাদন প্রথারও আমরা প্রবর্ত্তন করেছি এবং তার সাথে সাথে তাদের জন্য কতকগুলি co-operative ও গঠন করা হয়েছে। সেই co-operative এর মাধ্যমে তারা সেখানে দোকান-পাট খুলতে পারেন এবং সেখানে জিনিসপত্র বিক্রয় করতে পারেন। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করবো তারা যেন এই সমস্ত ব্যাপারে অগ্রণী হন এবং co-operativeকে ঠিক ঠিকভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করেন। তাহলেই যারা ব্যবসায়ী আছেন

তাদের হাত থেকে আমরা জুমিয়াদের বাঁচাতে পারবো। কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারে যদি আমরা সমষ্টিগতভাবে কাজ করি তাহলে এই যে বিরাট সমস্যা তার সমাধান করতে পারি। কাজেই সেই জন্য আমি প্রতিটি মানুষকে আহ্বান জানাব যাতে এই সমস্যাটা অবিলম্বে সমাধান করা যায় তারজন্য যত্নবান হন। শুধু তাই নয় যে সমস্ত reserve forest এ ট্যাংগিয়া ভাইরা আছেন, তাদের মধ্যেও co-operative গঠন করে সেখানকার যে উৎপন্ন দ্রব্য সেই উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকার তাদের হাতে দেওয়া। সেই ব্যাপারেও আমরা চিন্তা করছি। অতএব আমরা আমাদের চিন্তা ধারা অনুযায়ী, গঠনমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, সেই সমস্ত co-operativeকে পরিচালিত করব, reserve forestকে পরিচালিত করব, সেই জন্য আইনও রাখা হয়েছে, যাতে ১৮৭ ধারা অনুযায়ী District Magistrate এর permission ব্যতীত tribal ভাইয়েরা জমি হস্তান্তরিত করতে পারবে না এবং আরও একটি circular দেওয়া হয়েছে যে, যে সমস্ত land settlement দেওয়া হয়েছে সেটা দশ বছরের মধ্যে হস্তান্তরিত করা চলবে না। অতএব আমরা সকলে মিলে সমবেতভাবে যদি চেষ্টা করি তাহলে এই landlessদের পুনর্বাসনের যে সমস্যা তা দূরীকরণ করতে সমর্থ হব।

Mr. Speaker :—Next item in the list of business is the Private Members, Resolution to be moved by Shri Bidya Chandra Deb Barma that this Assembly is of opinion that যেহেতু বর্তমান ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনটিতে ভূমিহীন, ভাগচাষী, কোর্ফাপ্রজা এবং গরীব কৃষকদের স্বার্থ রক্ষিত হয় নাই;

যেহেতু, এই আইনের সুযোগে কৃষক উচ্ছেদ বৃদ্ধি পাইয়াছে;

যেহেতু, এই আইন কার্য্যকরী করার সময়ে চরম দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হইয়াছে,

সেইহেতু, এই ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন (১৯৬০) সংশোধন করার জন্য এবং প্রয়োজনবোধে কোন কোন ক্ষেত্রে জমির পুনর্জরীপ করার জন্য অবিলম্বে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক।

Shri U. K. Roy :— Honble Speaker, Sir, there is a point of order. In rule 72 of the Rules of Procedure and Conduct of Business under heading "Condition of admissibility of resolution" It runs thus "In order that a resolution may be admissible, it shall satisfy the following condition, namely"—seven condition has been noted. In the third one it is stated that "it shall not contain arguments, inference, ironical expressions, imputation or defamatory statements." Now as the Hon'ble Speaker has read out the resolution all of us have marked that there are four যেহেতু, and in one of the lines of the Resolution it is stated, "যেহেতু, এই আইন কার্য্যকরী করার সময়ে চরম দুর্নীতির আশ্রয় নওয়া হইয়াছে"। So, I doubt whether this can be admitted.

Mr. Speaker :—Once it is admitted it can not be questioned.

Shri U. K. Roy :—I would draw the attention of the Hon'ble Speaker to Rule 259, clause 2, Sub-Section (XI), it says "A member while speaking or answering a question shall not discuss or question any ruling or direction of the Speaker or any order of the Speaker disallowing a question, resolution or motion". Now, when allowing a question, it can be questioned. This is the question of allowing a question, not disallowing,

Mr. Speaker :—I think that the Resolution admitted once can not be questioned.

Shri U. K. Roy :—It has just come before the House.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় সদস্য, মহোদয় কেন এটার বিরোধিতা করছেন বুঝতে পারছি না, কারণ এটা already Houseএ এসেছে।

Shri U. K, Roy :—This point may be taken into consideration at the time of admitting any resolution or any question on the similar subject. For the present I suggest one thing if it suits the opinion of the Speaker, i. e. he may put it before the House to have the sense of the House and he may take it if the House admits.

Mr. Speaker :—Under what rule ?

Shri U. K. Roy :—No rule.

Shri T. M. Dasgupta :—Let the judgement on this point be reserved, as this is a pertinent question and we may pass on to the next item. If Speaker agrees, the ruling may be given tomorrow also.

Mr. Speaker :—I reserve my ruling. There is another Resolution by Shri Sunil Chandra Dutta. I would request Shri Sunil Chandra Dutta to move his resolution that. "This Assembly is of opinion that in view of the different method of treatment for various diseases and considering to patronise the Ayurved, an ancient System of the medical treatment prevalent in India which bears the civilisation and culture of our mother-land, one Ayurvedic Hospital at Agartala and one Charitable Ayurvedic Dispensary in each Sub-divisional head—quarter should be started with proper and requisite staff. For this purpose necessary allotment in the next budget is to be provided.

Shri Sunil Chandra Datta :—আমার প্রস্তাবটি এখানে উত্থাপন করছি—This Assembly is of opinion that in view of the different method of treatment for various diseases and considering to patronise the Ayurved, an ancient system of medical treatment prevalent in India which bears the civilisations and culture of our mother land, one Ayurvedic Hospital at Agartala and one Charitable Ayurvedic Dispensary in each Sub-Divisional headquarters should be started with proper and requisite staff. For this purpose necessary allotment in the next budget is to be provided.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আয়ুর্বেদ চিকিৎসা আমাদের দেশে দীর্ঘদিন যাবত প্রচলিত। যদি আমরা এই আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, খৃষ্টপূর্ব ১০০০ বৎসর থেকে প্রায় খৃষ্ট পরবর্তী ৬০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রসার লাভ ঘটেছিল এই ভারতবর্ষে। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্যযুগে এই আয়ুর্বেদ চিকিৎসার প্রসার ঘটে। আজকে ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে যে আমাদের দেশের মনীষীদের নির্দ্দিষ্ট পন্থায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাভা, সুমাত্রা, কাম্বোজ, ইন্দোনেশিয়া এবং ইন্দোচায়না এইসব জায়গায় আয়ুর্বেদশাস্ত্রোক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং ঐ সব দেশে, শ্যাম, ইন্দোচায়নাতে সে সময়ে আয়ুর্বেদ হাসপাতাল ছিল এবং কোন রোগীর জন্য কতটুকু পথ্য লাগবে তাও নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে ভারতবর্ষ বারবার বিদেশী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শাসন ক্ষমতা বিদেশীদের হাতে চলে যায়, যার জন্য আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি অবহেলিত হয়, যেমন বৃটিশদের আমলে এদেশে প্রচলিত হয় এলোপ্যাথি চিকিৎসা, ক্রমশঃ সমগ্র ভারতবর্ষে এলোপ্যাথিক হসপিট্যাল প্রতিষ্ঠিত হয়। তা সত্বেও আমাদের দেশের যে সব কবিরাজী চিকিৎসক ছিলেন তাদের একান্ত প্রচেষ্টায় কোন রকমে ছাত্র সংগ্রহ করে এই চিকিৎসার প্রচলন এখনও রেখেছেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে আজ বিশ বৎসর। এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরাতে মাত্র একটি আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয় খোলা হয়েছে আগরতলা সহরে। যদিও এই সহরে একাধিক এলোপেথি ডিসপেন্সারী ও দুটি হাসপাতাল আছে, তবুও সরকার আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করছেন। আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলব যে, আগরতলাবাসীর যেমন প্রয়োজন আছে আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয়ের ঠিক তেমনি মফঃস্বলবাসীদেরও প্রয়োজন আছে। তাই তাঁকে আমি অনুরোধ করব এইরকম আয়ুর্বেদ ডিসপেন্সারী যেন মফঃস্বল সহর গুলিতে খোলা হয়। এই জন্যই এই প্রস্তাব আমি এনেছি।

অনেকে এই ধারণা পোষণ করেন যে, এলোপ্যাথি চিকিৎসা ছাড়া সব রোগের চিকিৎসা আয়ুর্বেদীয় মতে করা যায় না। এই রকম ধারণা যাদের আছে তারা ভুল ধারণা পোষণ করছেন। কারণ আমরা আজকে যে প্ল্যাষ্টিক সার্জ্জারী বা সিজারিয়ান অপারেশনের কথা শুনি এই সব কথা সেই দিনেও আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকাররা এবং ঋষিরা জানতেন। এমন কি এসব কথা তাদের রচিত গ্রন্থে উল্লেখ করা আছে। কাজেই যদি অর্থের আনুকূল্য থাকে তা হলে ঐ সব জিনিষ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে তারা নতুনভাবে নতুন পদ্ধতিতে প্রসার লাভ করা অসম্ভব বা অবাস্তব কিছুই নয়। কাজেই আমি অনুরোধ করব এই সম্পর্কে, আমাদের অর্থের টানাটানি আছে জানি, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের নির্দ্ধারিত বাজেট থেকে অনেক টাকা কেটে দিয়েছেন, অর্থের জন্য আমাদিগকে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। তবুও আমি অনুরোধ করব যাতে প্রতিবৎসর অন্ততঃ ২টি করে আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয় মফঃস্বলে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার জন্য মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সুনীল বাবু যে প্রস্তাবটি এখানে এনেছেন, সেই প্রস্তাবটি খুবই সমর্থন-যোগ্য। কারণ আমি জানি যে কারিগরী চিকিৎসা বিশেষ করে এখন পর্য্যন্ত, যতটুকু আমি বুঝি. যেমন বনজ, চাবনপ্রাশ ইত্যাদি যে সব ঔষধ আছে, এখন পর্য্যন্ত তুলনামূলকভাবে এলোপ্যাথিক মেডিসিন থেকে কম উপকারী নয়। এলোপ্যাথিক টনিকের চাইতেও অনেক বেশীদিন এটার কাজ থাকে। সেইদিক দিয়ে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য আমরা কবিরাজী ঔষধ ব্যবহার করতে পারি। এই ঔষধের জন্য ত্রিপুরাতেই প্রচুর বনজ গাছগাছড়া ইত্যাদি আছে এবং কোনদিন এই গাছগাছড়ার অভাব হবে বলে আমি মনে করি না। তাছাড়াও একটি ঘটনার কথা বলব। ইতিপূর্ব্বে তা উল্লেখ করা হয়েছে কিনা জানি না। বৎসরখানেক আগে আমাদের গ্রামেরই এক কবিরাজ এখানে G. B. Hospitalএ cancer diagnosis হওয়ার পর সেই রোগীকে চিকিৎসা করেন। যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টায় চিকিৎসার জন্য সেই রোগীকে কলিকাতা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং তার খরচা বাবদ টাকা sanction করে তাকে খবর দিয়ে আনা হয় তখন তার cancer হয়েছে বলে যে সন্দেহ করা হয়েছিল সেই cancer ভালো হয়ে গেছে। সেই কবিরাজের চিকিৎসাতেই সে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে। বনজ জাতের যেসব ঔষধ আছে সে সব ঔষধ দিয়ে তাকে আরোগ্য করা হয়েছে। G. B. Hospitalএর যে ডাক্তারবাবুরা আছেন তারা গাড়ীভাড়া দিয়ে তাকে আনার জন্য চেষ্টা করেছিলেন তাকে দেখতে। কিন্তু সেই বৃদ্ধ মানুষটি আসেন নি।

একথাটি আজকে স্বীকার্য্য যে আমাদের দেশেও বহু ভালো ঔষধ আছে। এগুলো যদি যথাযথভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি তা হলে কাজও ভালো করবে। কাজেই কবিরাজী চিকিৎসার উপর আমাদের গুরুত্ব দেওয়া দরকার এবং কবিরাজী ডিসপেন্সারী ও হাসপাতাল আরও বেশী করে খোলা দরকার বলে আমি মনে করি। এটি করা হলে খুব ভাল হবে বলে আমি মনে করি।

Mr. Speaker :— Now I would call on the Hon'ble Health Minister.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাস গুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, মহোদয়, মাননীয় সদস্যরা এখানে একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার ধারা ভারতবর্ষে অত্যন্ত পুরানো। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ এই ধারা বহন করে আসছে। আজও তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ভারত সরকারের যে ইন্‌ডেজিনাস মেডিসিন রক্ষার প্রচেষ্টা, আয়ুর্ব্বেদ ইউনানী ইত্যাদি তার প্রসার যাতে ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তার জন্যে কাজ করে যাচ্ছেন এবং বড় বড় জায়গায় কিছু কিছু রিসার্চ সেন্টারও সেইভাবে গঠিত হচ্ছে। তারই ফল হিসাবে ত্রিপুরাতেও আমরা একটা ডিপসেন্‌সারী করেছি। তার ভিতর থেকে নিজেরাই ঔষধপত্র ইত্যাদি মেনুফেকচার করছি। তবু একটা কথা থেকে যায়। যদি এখানে একটি হাসপাতাল করতে হয় তা হলে এখানে রিসার্চএর ব্যবস্থা রাখা দরকার। যেমন, এককালে আয়ুর্ব্বেদের

যথেষ্ট উন্নতি ছিল। মধ্যবর্ত্তী পর্যায়ে তেমন কোন রিসার্চ আর সেই বিষয়ে হয় নি। তার ফলে নানা কারণে, নানা ঔষধির কার্যাকারিতা হয়ত বা সমভাবে আর নেই। দেখা যায় যে, এলোপ্যাথিক ঔষধে যেটা আছে, সেই ঔষধ ব্যবহার করা হয়। কিছুদিন ব্যবহার করার পর দেখা যায় যে মানুষের শরীরে Resistivity grow করে। যেমন penicillin ইত্যাদি ঔষধ আগে যে পরিমাণ ঔষধে রুগীরা উপকার পেত এখন দেখা যায় যে পরবর্ত্তী সময়ে ঠিক সেই পরিমাণ ঔষধে হয় না। যাদের ক্লোরোমাইসেথিন এর অভিজ্ঞতা আছে, অর্থাৎ টাইফয়েড ইত্যাদি হলে পর ক্লোরোমাইসেথিন ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার করা হত। আগে ২।১ শিশিতেই রোগ সেরে যেত এখন ৪।৫ শিশি লাগে। তার একটা কারণ হচ্ছে যে, শরীরের Resistivity বেড়ে গেছে। কাজেই আয়ুর্ব্বেদ ঔষধের ক্ষেত্রেও যে সমস্ত ঔষধ হার্বস ইত্যাদি হত তার গাছপালা থেকে সেগুলো নেওয়া হতো। আজ বহু দিন পর সত্যিসত্যিই সে উপাদান তার মধ্যে আছে কিনা, সে ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারছে কিনা সে রকম বিস্তৃত পরীক্ষা নিরিক্ষা এখনও হয় নি। কিছু কিছু চলছে, এবং ধীরে ধীরে হচ্ছে। বলা যায়, যেমন বংশলোচনের কথা সেটা আয়ুর্ব্বেদের— মধ্যে একটা বড় মেডিসিন সেটা বাঁশের ভিতরে থাকে calcium. আজকে অনেকক্ষেত্রে অভিযোগ পাওয়া যায় যে বংশলোচন আর সেভাবে পাওয়া যায় না। অনেকে বাজার থেকে calcium দিয়ে তার অভাব পূরণ করেন। কাজেই গুণগত দিক দিয়ে সেই যে মেডিসিন তার অবস্থার তারতম্য হয়। আয়ুর্ব্বেদের দিক থেকে research ইত্যাদির জন্যে যথেষ্ট জিনিষ আছে। হসপিটেল বলতে গেলে পরই তাতে সবধরণের সব রুগী রাখার মত ব্যবস্থা থাকা দরকার। কাজেই হসপিট্যাল হয়ে গেলে পর একেবারে আয়ুর্ব্বেদের উপর নির্ভর করে সব চিকিৎসা সম্পূর্ণভাবে তার উপর ছেড়ে দেওয়া যাবে কিনা সেটাও একটা প্রশ্ন। আমাদের এখানকার সব সাবডিভিসনে আয়ুর্ব্বেদি ডিসপেন্সারী খোলার ব্যাপারেও সেই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

সাধারণ ক্ষেত্রে কি হয়। প্রথমে হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা করেন, পরে এলোপ্যাথ চিকিৎসা করেন এবং পরে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবস্থামত আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা করেন। সম্পূর্ণভাবে হাসপাতাল করতে গেলে সেই সম্ভাবনার প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করা দরকার। বনবৃক্ষের দিক দিয়ে সমস্ত রোগীকে নিয়ে একটা হাসপাতাল চালু করা সম্ভব কিনা তাও দেখা দরকার। ঔষধের দিক দিয়ে প্রথমতঃ জিনিষ হল ডিসপেন্সারী দ্বারা চিকিৎসা করা দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে এই যে আর্থিক দিক দিয়া আজকে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তার জন্য যে Demand, আমরা দেখেছি যে কোন কোন জায়গায় প্রথম যখন হয়—হোমিওপ্যাথিক এর ক্ষেত্রে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কি দেখছি—আমরা দেখছি যে কোন কোন জায়গা এলোপ্যাথিক বা হোমিওপ্যাথিক কোন চিকিৎসা আমরা দিতে পারছি না। এমন যদি হত যে যেখানে এলোপ্যাথিক নেই, সেখানে আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে জনসাধারণ মনের দিক দিয়ে সন্তোষ্ট হত যে আমরা আয়ুর্ব্বেদের একটা চিকিৎসা কেন্দ্র পেয়েছি বা সেইখানে হোমিওপ্যাথিকের জন্য ঠিক সমপরিমান

Demand আছে। যদি সেইরকম হতো যে সেখানে একটা হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারী খুলে দেওয়ার পর সেখানকার লোকেরা আর এলোপ্যাথিক বা আয়ুর্বেদিক ডিসপেনসারী চান না তাহলে আমরা ত্রিপুরাতে জনসাধারণের পছন্দমত ডিসপেন্সারী খুলতে পারতাম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় আগে একটা হোমিওপ্যাথিক চান এবং তা হলে পরে আবার বলে যে আমাদের একটি আয়ুর্বেদিক দিন। যদিও বৃদ্ধ বয়সের কতকগুলি রোগ আছে যার জন্য কেউ কেউ কবিরাজী চিকিৎসা করাতে চান তবুও সাধারণ ভাবে আজকের দিনে জ্বর, আমাশয়, টায়ফয়েড, ইত্যাদি রোগে কেউ কবিরাজী চিকিৎসা করাতে চান না। সকলেই এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাতে চান। কতকগুলি chronic রোগ আছে যার উপর অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে অনেকে কবিরাজীর উপর নির্ভর করতে চান। আজকে আমাদের যে সীমিত অর্থ তাতে দেখা যাচ্ছে যে যেখানে ২০ বেডের হাসপাতাল আছে সেখানে আর ১০টি বেড বাড়াবার জন্য তাগিদ আসছে, যেই ১০টি বেড হল এমনি আবার বলছেন যে জনসংখ্যা এত বেড়েছে যে আর ২০টি বেড অতিরিক্ত দেওয়া দরকার। কাজেই এই সীমিত অর্থের মধ্যে সব দিক বজায় রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। আমরা জানি ৪র্থ পরিকল্পনায় আয়ুর্বেদের জন্য একটি হাসপাতাল করা যায় কিনা তার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তা সম্ভবপর হয় নাই। এখানে আয়ুর্বেদ ডিস্পেন্সারী খোলা যায় কিনা সেটা আমরা দেখছি। কাজেই এর পরি প্রেক্ষিতে এখনই হাসপাতাল খোলার যে প্রস্তাব তা ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত না হওয়া পর্যান্ত কোন কিছুই ঠিক করে বলা সম্ভব হচ্ছে না। যাই হোক মাননীয় সদস্যদের এই অভিমত আমরা planning Commission এর সদস্যদের নিকট তুলে ধরব এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও এ বিষয়ে দিল্লীতে আলাপ আলোচনা করবেন। আপনারা জানেন যে এখানকার পরিকল্পনা রূপায়ণের সমস্ত টাকাই কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেন, কাজেই তাদের অনুমতি ব্যতীত সঠিক কিছু বলা যায় না। এখানকার বহু building constructionএর প্রস্তাব Central Govt. Chinise aggressionএর পর বাতিল করে দিয়েছেন এখানকার বহু হাসপাতালে bed বাড়াবার জন্য প্রস্তাব ছিল, কিন্তু due to non-availability of fund এগুলি করা যাচ্ছে না। G. B. Hospital এ extension এর জন্য প্রস্তাব ছিল। যদিও মাত্র ৮০ বেডের কাজ হাতে নেবার জন্য টেণ্ডার শীঘ্রই ডাকা হচ্ছে, কিন্তু ২০০ সিট বাড়াবার প্রস্তাব করা হয়েছিল, সেই জায়গায় মাত্র ৮০টি সিট বাড়াবার কাজ হাতে নেওয়া হবে। যে যে জায়গায় হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী আছে সেই সেই জায়গায় ঘর মেরামত বা extension করার কাজ টাকার অভাবে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে ভবিষ্যতে যাতে এর জন্য কাজ করা হয় সেই জন্য আমরা চেষ্টা করব। কাজেই আমার এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি প্রস্তাবকের নিকট অনুরোধ করব উনি যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন তা যেন তিনি withdraw করেন।

Mr. Speaker :—I would now call on Hon'ble member Shri Sunil Chandra Datta,

Shri Sunil Chandra Datta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমার প্রস্তাব সম্পর্কে তার বক্তব্য রেখেছেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে উনি বলেছেন যে আয়ুর্বেদে বর্তমানে Research এর কোন সুযোগ নেই। সেটা আমি জানি বলেই Research এর সুযোগ নেওয়ার জন্য এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম। হাসপাতালে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা আজকের দিনে সবরকম রোগের পক্ষে সম্ভবপর নয়, এটাও সত্য কথা কিন্তু যাতে এটা সম্ভবপর হয় এবং Research হয়, সেই জন্যই এই প্রস্তাব আমি রেখেছিলাম। আয়ুর্বেদীয় হাসপাতালে যদি কোন রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয় তা হলে আমাদের এলোপ্যাথিক হাসপাতাল আছেই। আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ত্রিপুরা রাজ্যে এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ যে সব ডাক্তারের রেজিস্ট্রেশন আছে। বিহারে, পশ্চিমবঙ্গে কবিরাজের Registration আছে, Certificate দিবার ক্ষমতা আছে এবং সরকারী অফিস, আদালতে গ্রহণ করা হয়। আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে ত্রিপুরাতে যারা উপাধিধারী কবিরাজ আছেন তাদের দেওয়া certificate এর যেন যথোপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া হয়। আর্থিক অসঙ্গতি আমাদের আছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয় এবং মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়াছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার প্রস্তাব তুলে নেবার অনুমতি চাই।

The Resolution was withdrawn with the leave of the House.

Mr. Speaker :—There is another Resolution of Shri Debendra Kishore Chowdhury. I would call on Shri Debendra Kishore Chowdhury to move his resolution that "This Assembly is of opinion that the existing Tripura Fire Service is to be upgraded as Tripura Fire Service Brigade for better and quicker service for fire victims and Cherishing this view some more Fire Service Stations should be started in suitable places in Tripura and necessary provision of fund is to be kept in the next budget.

Shri Debendra Kishore Chowdhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে আমি সভার কাছে প্রস্তাব রাখছি যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে fire serviceকে উন্নত করার জন্য যা প্রয়োজন সে সম্পর্কে আমি বলব এবং মাননীয় সদস্যারা তা বিবেচনা করে দেখবেন, সেটা গ্রহণ করা যায় কিনা। প্রথমে বলতে হয় যে আমরা এ রাজ্যের মানুষ। যুগের পর যুগ বনে জঙ্গলে বাস করে এসেছি, আমাদের দেশে সভ্যতা এসে পৌঁছতে অনেক সময় লেগেছে। আমরা প্রকৃতির হাতে পুতুল ছিলাম। কিন্তু আজকে যখন সভ্যতা আমাদের দেশে এসে পৌঁছেছে তখন আমরা যাতে বাঁচতে পারি, তার সুযোগ সুবিধা আমাদের বেচে নিতে হবে। তাই আজকে এখানকার মানুষ যাদের সম্বল শুধু ছন, বাঁশ-যারা শুধু এই দিয়েই ঘর তৈয়ার করে এবং টিন দিয়েও বাসস্থান তৈরী করার ক্ষমতা অনেকের নেই। সেই রাজ্যের মানুষদের বাঁচবার

জন্য আমি যে প্রস্তাব এনেছি, আশাকরি তা সবাই সমর্থন করবেন। আমরা দেখতে পাই যে আমাদের এখানে পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু আগমণের জন্য এখানে এখন ঘনবসতিপূর্ণ হয়েছে। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তা হলে এক মুহূর্তে আমাদের সব সম্বল শেষ হয়ে যায়। অবশ্যি বলতে পারেন যে কতজন লোককে বাঁচানো যেতে পারে Fire Brigade দিয়ে? আমি ত্রিপুরা রাজ্যের কথা বলতে পারি যে একটি সাবডিভিসনে যে বাজারগুলি আছে, সেগুলিই সেখানের প্রাণকেন্দ্র। এখানকার যারা কৃষক, জুমিয়া তাদের সব জিনিষপত্র বড় বড় মহাজন যারা আছেন তাদের নিকট জমা রাখেন ব্যবসার জন্য। এখন সেই জায়গায় যদি আগুণ লাগে তা হলে বাজার সহ সব জিনিষই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। নিজেদের রাখার জায়গা নেই, তাই তাদের যথাসর্ব্বস্ব মহাজনদের সিন্দুকে তুলে রাখেন। সেইগুলি যদি একবার নষ্ট হয়ে যায় তবে তাদের সব সম্বল তথা বিভাগের সব ব্যবসা বাণিজ্যই নষ্ট হয়ে যায়। আগরতলায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লোক বৃদ্ধির ফলে সহর দিন দিন ঘন বসতিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এক জায়গায় আগুন লাগলে সেই বাড়ীরই যে ক্ষতি হয় শুধু তাই নয় আশে পাশের সকলেরই তাতে ক্ষতি হয়। তাই আমি মনে করি আজকে এই আগুনের হাত থেকে বাঁচতে হলে ত্রিপুরাতে একটী fire service Brigade স্থাপন করে তার শাখা প্রশাখা সমস্ত সাব-ডিভিসনে স্থাপন করা দরকার। আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে তথা এই হাউসকে অনুরোধ করব যাতে এই প্রস্তাব বিবেচনা করা হয় এবং প্রতি এক এক ডিভিসনে fire service এর শাখা স্থাপন করে জনসাধারণকে অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করা হয়।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রস্তাব আমাদের ত্রিপুরার জনসাধারণদের সবারই প্রস্তাব তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই সম্পর্কে T. T. C. র আমলেও বহু প্রস্তাব আমরা উত্থাপন করেছি। আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে এই সম্পর্কে প্রস্তাব আনয়ন করেছিলাম যে ত্রিপুরায় ফাল্গুন চৈত্র মাস এলেই এখানকার বাজারগুলিতে আগুন লেগে অনেক ধন সম্পত্তি নষ্ট হয়। এই সমস্ত দুর্দ্দশা হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য আমি এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করিতেছি। এই সম্পর্কে আমি একটি concrete suggestion দিতে চাই—মফঃস্বলে যে সমস্ত বাজার একটু বড় এবং fire service এখনই রাখা সম্ভবপর নয় সেখানে water tank ও pumping machine ইত্যাদি রাখিয়া বাজারগুলিকে রক্ষার একটা ব্যবস্থা করা দরকার বলে আমি মনে করি। কাজেই আমি আশা করি এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Member Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন তা খুবই সমর্থনযোগ্য। ইহার সমর্থনে আমি এইটুকুই বলতে চাই যে এখন যে ভাবে fire service আছে

তাহা সমস্ত ত্রিপুরার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ এখানকার রাজ্যটা হল জঙ্গলেপূর্ণ এবং ঘরবাড়ী ছন বাঁশের তৈরী। ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন খুব গরম হয় এবং বন জঙ্গলও কাটিতে আরম্ভ করে তখনই আগুন লাগার সম্ভাবনা বেশী থাকে। এই অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রত্যেক Sub-division এ একটি fire service station রাখা দরকার। আমি আশা করব যে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন তাহা সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker :— Now I would request the Hon'ble Chief Minister.

Shri Sachindra Lal Singh :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাব আজ এই হাউসের সামনে রাখা হয়েছে সেইটা West Bengal fire Service Act, 1950, আমরা ১৯৬১ সালে এখানে গ্রহণ করেছি এবং সেই অনুসারে Agartalaতে একটি, Udaipurএ একটি ও Dharmanagarএ একটি এবং Beloniaতে একটি fire service station করার প্রস্তাব আছে। খোয়াই ও কৈলাসহরের জন্য একটি করে প্রস্তাব ছিল। যেখানে বারুদ ইত্যাদি জিনিষ থাকে সেই সমস্ত জায়গাতেই fire service station করা হয় এবং Fire Brigade হল একটি organisation. এখন কথা হল কোথাও যদি ছন বাঁশের ঘর থাকে সেখানে fire brigade থাকতে পারে কিন্তু জলের ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে সেটা অচল। যদি lane and Bye lane প্রশস্ত না হয় they can not render any service. আগরতলায় প্রশস্ত রাস্তা আছে জলেরও ব্যবস্থা আছে এবং fire Brigede আছে। কিন্তু যেখানে রাস্তাঘাট ও জলের ব্যবস্থা নাই সেখানে সেই service দেওয়া চলে না। Calcuttaতে fire Brigede আছে। কিন্তু West Bengalএ যে সমস্ত জায়গায় ভাল রাস্তা ঘাট নাই সেখানেও fire Brigade নাই, চলেও না, চলবেও না। তা সত্ত্বেও আমরা তিনটি পেয়েছি এবং আরও ২টির জন্য লিখা হয়েছিল, কিন্তু ঐ সব groundএ সেটা অস্বীকার করা হয়। তথাপি আমরা আমাদের অনুকূলে কি লিখা যায় তার জন্য ভেবে দেখা হচ্ছে। অতএব আমি আশা করব যে মাননীয় সদস্য তার প্রস্তাব এই দিক দিয়ে বিবেচনা করে withdraw করবেন।

Mr. Speaker :—Now I call on the mover of the resolution.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট হইতে আমরা যে আশ্বাস পেয়েছি তাতে মনে হয় যে সরকার পক্ষ থেকে সে বিষয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের কষ্ট লাঘব করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রস্তাব withdraw করে নিচ্ছি।

The Resolution was withdrawn with the leave of the House.

Mr, Speaker :—The House stands adjourned till 11 A. M. on Wednesday, the 20th December, 1967.

Appendix—A.

Starred Question No. 588 by SHRI RAJKUMAR KAMALJIT SINGH. M L. A.

QUESTION

1) It is a fact that the selection of teachers for undergoing training in different kinds of teachers' training colleges in Tripura are made by the Education Department ;

2) If so, on what basis the select ion of such teachers are made ;

3) are the teachers allowed to exercise their option in matter of choising the kind of Training Course they like to attend ?

ANSWER

1) Yes.

2) The selection is made mainly on the basis of seniority.

3) No. But change of training course is permitted if such change is possible.

Starred Question No. 340 by Shri Jatindra Kr. Majumder. M. L. A.

প্রশ্ন

১। জিরানীয়া ব্লকের রাণীরবাজার অঞ্চলে একটি প্রাথমিক হেলথ সেণ্টার স্থাপন করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা সরকার মনে করেন কি ?

২) যদি মনে করেন, তাহলে কতদিনের মধ্যে উল্লেখিত অঞ্চলে প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারটি স্থাপন করা যাইতে পারে।

উত্তর

১) বর্ত্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Starred Question No. 545 by SHRI PROMODE RANJAN DASGUPTA

QUESTION

1) Whether it is a fact that there is no Miscroscope in Amarpur Hospital ?

ANSWER

1) Yes.

Starred Question No. 556. By SHRI PROMODE RANJAN DASGUPTA

QUESTION

1) Whether the Govt. of Tripura will take up the black topping work of Agartala-Simna Road from Kalacherra to Simna portion (12 miles) in the current financial year as this work has been sanctioned under the budget of Govt. of Tripura in 1967-68.

ANSWER

1) The work is not likely to be taken up during the current financial year.

Started Question No. 155—by SHRI AGHORE DEB BARMA

QUESTION

1) Whether any advertisement was made for three posts of Medical Officers (Homoeopath) in the month of December, 1965.

2) Whether appointments have been given to the said posts

3) if not, the reasons thereof ?

ANSWER

1) Yes.
2) Yes.
3) Does not arise.

Starred Question No. 557 by Shri Suresh Chandra Chowdhury.

প্রশ্ন	উত্তর
১। (ক) জোলাই বাড়ীতে একটী পশু চিকিৎসালয় আছে, ইহা মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?	ক) ইহা জ্ঞাত আছে।
(খ) উক্ত চিকিৎসালয়ের নিজস্ব বাড়ী না থাকার কারণ কি,	খ) সরকারের বর্ত্তমান নীতি অনু-যায়ী পশু চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার প্রাথমিক অবস্থায় স্থায়ী গৃহ নির্মাণ করিবার প্রয়োজন হয়না। কালক্রমে সরকারী খাস ভূমি অথবা জোতভূমি ক্রয় করিয়া এই সকল পশু চিকিৎসালয়ের স্থায়ী গৃহ নির্মাণ করা হয়।
(গ) উক্ত চিকিৎসালয়ে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয় না, ইহা মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি,	গ) ইহা অমূলক।
২। (ক) বিলোনীয়া বিভাগে কতটী পশু চিকিৎসালয় ইউনিট আছে, মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?	(ক) বিলোনীয়া বিভাগে মোট ১১টি পশু চিকিৎসালয়ের ইউনিট আছে (যথা ২টা পশু চিকিৎসালয় ৩টা পশু চিকি-ৎসা কেন্দ্র ও ৬টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র)।
(খ) এই সকল ইউনিটে রীতিমত ঔষধ দেওয়া হয় কি না,	(খ) পশু চিকিৎসালয় ও পশু চিকিৎসালয়ের কেন্দ্রগুলিতে যথারীতি ঔষধ দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া কৃত্রিম গো-প্রজনন উপকেন্দ্রগুলিতেও প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ঔষধ দেওয়া হইয়া থাকে যদিও ঔষধ দেওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নাই।
(গ) ঋষ্যমুখ ইউনিটটীতে কখন কর্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে, এবং	(গ) ১৯৬৬ইং সনের ১লা জুলাই হইতে।
(ঘ) কখন উহাতে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে	(ঘ) ১।৭।৬৬, ১২।১২।৬৬, ১১।১।৬৭, ২৮।১।৬৭, ১০।২।৬৭, ২১।৮।৬৭ ও ১১।১১।৬৭ ইং তারিখ গুলিতে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে।

(ঙ) ইহার সঠিক তারিখ মন্ত্রী মহোদয় বলিতে পারেন কি ?	(ঙ) সঠিক তারিখগুলি উপরে উল্লেখ করা হইল।

Satrred Question No. 463 by Shri Abhiram Deb Barma M L. A.

Question	Answer
১। আগরতলা ওয়াটার ওয়ার্কস এর পানীয় জল বাড়ীগুলিতে সরবরাহ করার জন্য কোন বিধি তৈরী হইয়াছে কি ?	আগরতলা ওয়াটার ওয়ার্কসের পানীয় জল বাড়ীতে বাড়ীতে সরবরাহ করার জন্য সর্ত্তাদি রচিত হইয়া উহা ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন লাভ করিয়াছে।
২। ঐ বিধি বিবরণ :	ঐ অনুমোদিত সর্ত্তাদি নকল এতদসহ দেওয়া হইল।
৩। ঐ বিধি অনুসারে এ পর্যান্ত কয়খানা দরখাস্ত মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের হাতে আসিয়াছে।	৩১।১০।৬৭ইং পর্য্যন্ত মোট ৬১ খানা দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।

Government of Tripura
LOCAL SELF GOVERNMFNT.

No. F. 9(2)-LSG/62. Dated, Agartala, the 26th September, 1967.

To
The Administrator,
Agartala Municipality,
Agartala.

Subject :—Fixation of rate of water tax within Agartala Municipality.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 838/11-10/65, dated the 9th September, 1966 regarding the above matter and to say that the rate of water tax and other incidental charges have been approved as follows :—

(1) Rs. 150/- should be realised as fees for private connection i. e., for connection in the premises of the house holders within Agartala Municipality. Besides the sum, the householders applying for private connection should bear actual cost of installation.

(2) Water charge should be assessed at 3% of the annul valuation of the holding for general public (not for domestic connection) within the Agartala Municipality.

(3) Water charge @ 5% on the annual valuation of the holding for private tap connection within the Agartala Municipality should be fixed.

(4) Water charge @ 2·50 paise per 1000 (one thousand) gallons should be levied for excess water to be supplied in the private consumer's premises above the quantity he is entitled to be supplied free.

(5) Officers residing in Government quarters shall be made to pay water charge @ 1% of the salary per month and the sum so realised from the Government Officers should be paid to the Municipality in the shape of grant-in-aid.

Form of application for house connection for domestic purpose and conditions; restrictions for granting house-connection and implementation procedure as prescribed by you have also been approved after slight modification.

I am to request that further necessary action may please be taken from your end keeping in view the provision of the Bengal Municipal Act as extended to Tripura.

Yours faithfully,
S. B. K. DEB VARMAN
Under Secretary to the
Government of Tripura.

AGARTALA MUNICIPALITY

Conditions and restrictions for granting house-connection.

So long as the Commissioners deem it practicable and consistant with the maintenence of an efficient water supply, they may grant to any owner/occupier of a holding paying a water rate imposed under the provisions of chapter V of Bengal Municipal Act, 1932 as extended to the Union Territory of Tripura, on the annual value of such holdings, when such annual value is not less than Rs. 300/- a ferrule connection from the service pipes of the Commissioners for the purpose of leading water to such holding for domestic purposes only.

Sanction of all connections, plumbing works (Mentioned) in clause 5 (1) which have not been completed within 3 (three) months of sanction shall be considered as automatically revoked and fresh sanction must be obtained before the connection is made.

1. The owner or occupier of any holding requiring water pipe to be laid on to such holding for domestic purposes shall apply to the

Commissioners for the same on the printed form to be available in the Municipal office at the cost of Rs. 0·25 paise per form. The conditions subject to which a house connection will be given are set out in the form and the owner or occupier shall sign the statement undertaking to observe the rules before a house-connection will be given.

2. A fee of Rs. 150/- must be paid to the Commissioners by such owner or occupier for such connection to a Municipal main supply pipe before any work is commenced, such fee shall be in addition to all other costs and charges imposed under those conditions and restrictions and terms of any other rules made in this respect.

3. Each holding shall have a separate connection to the Municipal main supply pipe. On application, a holding consisting of 2 or more house (excluding out house) in one compound, may at the discretion of the Commissioners, shall be split into part connected separately to the Municipal main supply pipe, provided that the sum total of the daily supply in all such parts shall not exceed the quantity of water admissible to the holding under the Clause No. 5 (II) (a). All such connections shall, for the purpose of Clause 2, be treated as seperate connections. Extension from the communication pipe of one holding to another holding shall not be permitted and combination of holdings for such purpose shall not be allowed.

4. The owner or occupier of the holding in respect of which the connection is required must bear the entire cost of the connection, including the supply of pipes and other material in addition to the charges required for fitting and fixing the same and must also bear the cost of such alterations in, or repairs to roads, drains, sewers, or water main or pipes, and the cost of such other works as may be necessiated by or resulting from, the working or making such connection.

5. The service connection shall consist of two portions, (i) (a). All plumbing work for the service connection upto ferrule point excluding the crossing of roads or lanes if necessary which shall be done by the applicant at his (applicant) own cost under the direct supervision of the Municipal authority.

b) Laying of pipes etc. for crossing roads or lane etc. If necessary any fitting and fixing of the ferrule to the Municipal Supply pipe which shall be done by the Municipal Authority at the cost of the applicant to be deposited in advance as estimated by the Municipal Authority.

iii) The Municipal Authority shall have full control over the entire lines laid under both the phases noted above.

iv) Every owner or occupier of any holdings in respect of which a connection has been made under these conditions shall be entitled to supply.

a) 1,000 Gallon of water per quarter for each rupee of water rate paid per quarter.

b) Any extra quantity of water beyond the limitation of free supply will be charged @ Rs. 2·50 per thousand gallons·

6. The applicant is to mention in his application the quantity of water required by him for each quarter. This should be always multiples of 500 gallons for working facility.

7. Ferrule adjustment done once will not be charged within one year.

8. The Municipal authority may cut off the connection between any part of the water works and any holding to which water is supplied from such work or may turn off such supply, in any of the following cases besides those referred to in sub-section (1) of section 309 of the Bengal Municipal Act, 1932, namely :—

a) If the occupier falls to pay his water rate ;

b) If the occupier in any way interferes with damages or alters, the service-pipe ; and.

c) If the occupier refuses to admit any officer duly empowered in that behalf into the holding for the purpose of making any examination or inspection of the service pipe or storage tank or prevents such officer from making such examination or inspection.

Provided that twenty four hours' notice in writing of such examination or inspection may be demanded.

9. No connection shall be permitted to any holding unless and until the owner or occupier make effective provision to the satisfaction of the Commissioners for draining away all waste water.

10. The Municipality Authority will not be responsible for any interruption or diminution of water supply, due to occurrences beyond their control.

Starred Question No. 394.
By Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L, A.

Question	Answer
১। আগরতলা শিশু উদ্যানের কমিউনিটি হল ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার কি কোন রুলস্ করিয়াছেন ?	শিশু উদ্যানের কমিউনিটি হল ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার কোন রুল তৈয়ার করেন নাই।
২। যদি করিয়া থাকেন তবে তাহা কি?	১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।
৩। যদি রুলস্ তৈরা না হইয়া থাকে উহা কি ভিত্তিতে ভাড়া দেওয়া হয় ?	মিউনিসিপ্যালিটির এড্মিনিস্ট্রেটর কমিউনিটি হল ভাড়া দেওয়ার সম্বন্ধে যে নিয়ম ও সর্তাবলি স্থির করিয়াছেন উহার ভিত্তিতে এই হল ভাড়া দেওয়া হয়।
৪। ইহা কি সত্য যে কোন রাজনৈতিক দলকে উহা ভাড়া দেওয়া হয় না ?	পূর্ব বর্ণিত নিয়ম ও সর্তমতে ঐ হল কোন রাজনৈতিক দলকে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া যায় না।
৫। যদি সত্য হয় তবে তাহার কারণ কি ?	কমিউনিটি হলটী একটা দালান বটে কোন দালান কোঠা ভাড়া দেওয়ার বিষয়ে উপবিধি রচনা সম্পর্কে প্রচলিত মিউনিসিপ্যাল আইনে কোন বিধান নাই। উহা ব্যবহারের নিয়ম ও সর্তাদি মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগনের সভায় স্থির করিতে পারেন।
	আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যাবলি বর্ত্তমানে ত্রিপুরা প্রশাসন কর্ত্তৃক নিযুক্ত এবং এড্মিনিস্ট্রেটার কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। প্রাচীনতম মিউনি-

সিপ্যাল আইনে ৫৫৪ (১) ধারা মতে চেয়ারম্যান ও কমিশনারগনের সভার ক্ষমতা মিউনিসিপ্যালিটির এড্মিনিস্ট্রেটার পরিচালনা করিতে পারেন ।

তদনুবলে ১৯৬৬ইং সনের জুলাই মাসে তদানিন্তন্ এড্মিনিস্ট্রেটার কর্ত্তৃক কমিউনিটি হল ব্যবহারের নিয়ম সর্তাবলি স্থিরিকৃত হয় এবং তাহা স্থানীয় পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারিত হয়। উহার নকল এতদসহ দেওয়া হইল। ২নং নিয়মাবলিতে এই হল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং সভার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিবে না বলিয়া সর্ত আছে ।।

Rules for the use of the Community Hall of the Agartala Municipality in the Children's Park.

1. The hall can be allowed to be ussed by persons or non-political organisations.

    (a) For meetings, Exhibitions. cultural, religious, educational and ethical functions.

    (b) For performance of magic and theatre etc.

2. The hall will not be allowed to be used for political purposes and meetings.

3. Normal charge of Rs. 15/- only for the use of the hall for purpose mentioned in (a) and charge of Rs. 25/- daily for all other purposes will be made.

4. Caution money of Rs. 10/- in each case will have to be deposited before using the hall. This deposit will be refundable on verification whether any damage or loss has been caused.

5. In addition to the charge as mentioned in 3 the party will have to pay electrical energy consumption charges at the rate of Rs. 0·50 P. per unit with a minimum of Rs. 5/-.

6. The party will be liable to indemnify the Municipality against any loss or damage caused to the properties and articles of the Hall.

7. In case of meeting/exhibition etc. of special public importance, the Chairman under special consideration can reduce or exempt the charge for using the Hall as he thinks proper but electrical charges shall have to be paid.

8. Application seeking permission to use the Hall should be made at least 4 days before.

9. Without deposit of the caution money beforehand, use of the hall will not be allowed.

10. Payment of charges will have to be made to the Agartala Municipality within 3 days from the receipt of the bill.

11 These rules may be modified or changed from time to time as may be deemed expedient by the Commissioners at a meeting.

L. B. Thanga
Administrator,
Agartala, Municipality,

STARRED QUESTION NO. 279 by Shri Jatindra Chandra Majumder.

QUESTION	ANSWER
(a) Whether any money has been given as grant or loans to the interested cattle owners of this territory during the year 1964-65 and 1965-66 ;	(a) No.
(b) if so, the purpose for which the money has been given ;	(b) Does not arise.
(c) what is the amount ;	(c) Does not arise.
(d) the names and address of the payees :	(d) Does not arise.

Unstarred Question No. 465.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma. M. L. A.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরার Vety. Asstt. Surgeonরা কি Gazatted Officer-এর মর্য্যাদা পাইতেছেন ?	১। না।

Unstarred Question No. 590.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma. M.L.A.

প্রশ্ন

(১) গত ৪ | ১১ | ৬৭ইং তারিখে "ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় কমিটি" নামে তপশিলী জাতির একটি সংগঠনের প্রতিনিধি দল ত্রিপুরার মুখ্য প্রশাসকের নিকট তাহাদের ১৩ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন কি ?

(২) যদি স্মারকলিপি পেশ করা হইয়া থাকে তবে তাহাদের দাবী দাওয়া কি এবং তাহা পূরণ করার জন্য ত্রিপুরা সরকার কি কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

উত্তর

(১) হাঁ।

(২) দরখাস্তটি পরীক্ষাধীন আছে।

Unstarred Question No. 419.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma. M.L.A.

প্রশ্ন

১। কোন বিভাগে (Sub-division) কতজন জুমিয়া পুনর্ব্বাসন সাহায্য হিসাবে তিনশত টাকা পাইয়াছেন ; বাকী দুইশত টাকা এখনও পান নাই ;

২। কোন বিভাগে কতজন জুমিয়া পুনর্বসতি সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করিয়াছে কিন্তু এখনও কোন সাহায্য পান নাই ;

৩। এই সকল জুমিয়ার মধ্যে খাস জমি দখল করিয়া আছে এমন দরখাস্তকারী কতজন ?

৪। তাহাদের পুনর্ব্বসতি ত্বরান্বিত করার কি ব্যবস্থা হইতেছে।

উত্তর

১। ৬৮৩৫ জন

সদর—	১২৩৫ জন
ধর্ম্মনগর—	৬৫৯ ,,
কৈলাশহর—	৩১৪৪ ,,
কমলপুর—	২৪৭ ,,

খোয়াই—	৯৬ জন
অমরপুর—	৬৩৪ ,,
সোনামুড়া—	১৮৬ ,,
উদয়পুর—	১৭৪ ,,
বিলোনীয়া—	২৮৬ ,,
সাব্রুম—	৪৭৪ ,,
	৬৮৩৫ জন

২। ৪৯৪১ জন।

সদর—	১০০০ জন
ধর্ম্মনগর—	৩৫৮ ,,
কৈলাসহর—	৮০০ ,,
কমলপুর—	২০১ ,,
খোয়াই—	৭৩৭ ,,
সোনামুড়া—	২৪৫ ,,
উদয়পুর—	৭৫৬ ,,
বিলোনীয়া—	২৫৭ ,,
সাব্রুম—	২০০ ,,
	৪৯৪১ জন

৩। ১৭৫২ জন

সদর—	৬০০ জন
ধর্ম্মনগর—	২১৭ ,,
কৈলাসহর—	৩৫০ ,,
কমলপুর—	১৬৫ ,,
অমরপুর—	১৭১ ,,
উদয়পুর—	১২৬ ,,
বিলোনীয়া	১২৬ ,,
সাব্রুম—	২১ ,,
	১৭৫২ জন

৪। জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের নিয়মানুসারে প্রকৃত জুমিয়া নির্ব্বাচন, ভূমি জরিপ ও সমীক্ষাদি কার্য্য ত্বরান্বিত করা হইতেছে, যাহাতে যথাসম্ভব সত্বর প্রকৃত জুমিয়াগণের পুনর্ব্বাসন সম্ভব করা যায়।

Unstarred Question No. 462. By Shri Bidya Chandra Deb Barma;

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন্ মহকুমায় কত কৃষি মজুর আছে ;

২। কৃষি-মজুরদের নিম্নতম বেতনের হার বাড়াইবার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি ?

৩। যদি প্রস্তাব থাকে, কতদিনের মধ্যে বাড়ানো হইবে ?

উত্তর

(১)

সদর—	৮,৫৭৯
উদয়পুর—	৪,৩১১
খোয়াই—	৩,৭৬১
সোনামুড়া—	৩,৩২০
ধর্ম্মনগর—	৩,২৫৭
সাব্রুম—	২,৪৮৪
কৈলাসহর—	২,৪০০
বিলোনীয়া—	২,৩৮৫
কমলপুর—	১,৩৪৭
অমরপুর—	১,০৬৮
	৩২,৯১২

(২) বর্ত্তমানে এইরূপ কোন প্রস্তাব নাই

(৩) নিস্প্রয়োজন।

Unstarred Question No. 458 By Shri Bidya Chandra Deb Barma;

প্রশ্ন

১। দোকান কর্ম্মচারীরা পূজার আগে সরকারের নিকট কি কি দাবী পেশ করিয়াছিলেন ;

২। ঐ সকল দাবী পুরণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ;

৩। পশ্চিম বাংলার সর্ব্বশেষ দোকান কর্ম্মচারী আইন ত্রিপুরায় সর্ব্বত্র চালু করা হইয়াছে কি ? যদি না করা হয় তাহার কারণ কি ;

৪। দোকান কর্ম্মচারীরা বছরে বেতন সহ কতদিন ছুটি পান এবং তাহাদের ওভারটাইম কি হারে দেওয়া হয় ;

৫। দোকান কর্মচারী আইন কার্য্যকরী করা হয় কি না তাহা দেখার জন্য সারা ত্রিপুরায় কয়জন লেবার ইন্সপেক্টার আছে ;

৬। ঐ সংখ্যা যথেষ্ট কি না ?

১। দুর্গাপূজা ও লক্ষীপূজা উপলক্ষে দোকান কর্মচারী আইনের সংশ্লিষ্ট বিধি সাময়িকভাবে চালু না থাকার সময় কর্মচারীগণ কর্ত্তৃক অতিরিক্ত খাটুনীর জন্য অতিরিক্ত ভাতার দাবী।

২। সাময়িকভাবে দোকান কর্মচারী আইনের সংশ্লিষ্ট বিধি চালু না থাকা সময়ের পরিপূরক সাপ্তাহিক ছুটি মঞ্জুরের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে, উক্ত আইন অনুযায়ী নিযুক্ত পরিদর্শকগণ তাহাদের পরিদর্শনের সময়ে দোকান মালিকগণকে অতিরিক্ত কার্য্যকালের খাটুনির ভাতা প্রদানের জন্য প্ররোচিত করিতেছেন।

৩। না। সরকার এই বিষয়টি বিবেচনার্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ চলিতেছে।

৪। উক্ত আইন অনুসারে দোকান কর্মচারীরা ধারাবাহিক প্রতি ১২ মাস কাজের পর পূর্ণ বেতনে ১৪ দিন অনুগ্রহ বিদায় এবং প্রতি বছর ১০ দিন অর্দ্ধ বেতনে আকস্মিক বিদায় পাইয়া থাকেন। সাধারণ বেতনের ১½ গুণ অতিরিক্ত কার্য্য কালের খাটুনীর ভাতা প্রদান করা হয়।

৫। ৯ জন পরিদর্শক আছেন।

৬। হ্যাঁ।

UNSTARRED QUESTION NO. 459

by—Shri Bidya Chandra Deb Barma & Shri Promode Ranjan Das Gupta.

প্রশ্ন

১। মোটর শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী নির্দ্ধারণ বোর্ড যে পে-স্কেল ও অন্যান্য বিষয় সুপারিশ করিয়াছেন তাহার বিবরণ ;

২। ঐ বোর্ডের রিপোর্ট কি সরকার গ্রহণ করিয়াছেন ;

৩। ঐ সুপারিশ অনুসারে বেতন ও অন্যান্য সুবিধা কোন তারিখ হইতে দেওয়া হইবে;

৩। ঐ সুপারিশ অনুসারে বেতন ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হইলে প্রত্যেক category শ্রমিক ও কর্মচারী আগেকার তুলনায় কতখানি লাভবান হইবেন তাহার তুলনা মূলক বিবরণ ;

উত্তর

১। সভার ১নং ষ্টেটমেন্ট দ্রষ্টব্য।

২। হ্যাঁ।

৩। ১।১।১৯৬৭ইং তারিখ হইতে।

৪। [illegible] ২নং ষ্টেটমেন্ট দ্রষ্টব্য।

ষ্টেটমেন্ট—২

শ্রমিকগণের শ্রেণী বিভাগ	কমিটি কর্ত্তৃক সুপারিশকৃত ন্যূনতম বেতন হার
১। ড্রাইভার :—	
(ক) ভারী গাড়ী	মাসিক ১৬০.০০টাকা তৎসহ ট্রিপ এলাউন্স দৈনিক ৫ টাকা হারে ন্যূনতম মাসিক ১০০.০০ টাকা।
(খ) মাঝারী গাড়ী	মাসিক ১১৫.০০ টাকা তৎসহ ট্রিপ এলাউন্স দৈনিক ৪ টাকা হারে ন্যূনতম মাসিক ৬০.০০ টাকা।
(গ) হালকা গাড়ী	মাসিক ১০৫.০০ টাকা তৎসহ ট্রিপ এলাউন্স দৈনিক ৪ টাকা হারে ন্যূনতম মাসিক ৬০.০০ টাকা।
২। হেড ক্লার্ক/একাউন্টেন্ট—	মাসিক ১১০.০০ টাকা তৎসহ বিশেষ ভাতা মাসিক ৫৫.০০ টাকা।
৩। ইন্সপেক্টার/টিকিট চেকার—	মাসিক ১০০.০০ তৎসহ বিশেষ ভাতা মাসিক ৫০.০০ টাকা।
৪। বুকিং ক্লার্ক/ক্লার্ক (অফিস)—	মাসিক ৯৫.০০ টাকা তৎসহ বিশেষ ভাতা মাসিক ৫০.০০ টাকা
৫। মেইল রানার—	মাসিক ৮৫.০০ টাকা তৎসহ টি প এলাউন্স দৈনিক ৩.৭৫ টাকা।
৬। টাইম কিপার—	মাসিক ৭৫.০০ টাকা তৎসহ বিশেষ ভাতা মাসিক ৪৫.০০ টাকা।
৭। বাস কণ্ডাক্টার—	মাসিক ৬৫.০০ টাকা তৎসহ টি প এলাউন্স দৈনিক ৪ টাকা হারে ন্যূনতম মাসিক ৮০.০০ টাকা।

৮। পিয়ন ও অন্যান্য ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী— মাসিক ৬০·০০ টাকা তৎসহ বিশেষ ভাতা মাসিক ৪৩·০০ টাকা।

৯। এসিষ্ট্যান্ট (হ্যাণ্ডিম্যান)—

(ক) ভারী গাড়ী — মাসিক ৬০·০০টাকা তৎসহ ট্রিপ এলাউন্স দৈনিক ৪ টাকা হারে মাসিক ন্যূনতম ৮০·০০ টাকা।

(খ) মাঝারী ও হালকা গাড়ী — মাসিক ৫০·০০ টাকা তৎসহ ট্রিপ এলাউন্স দৈনিক ৩·৫০ টাকা হারে ন্যূনতম মাসিক ৫২·৫০ টাকা।

ষ্টেটমেন্ট—২

কর্মচারীদের শ্রেণী বিভাগ	কমিটি কর্ত্তৃক অনুসন্ধানান্তে প্রাপ্ত সমগ্র আয়	কমিটি কর্ত্তৃক সুপারিশকৃত ন্যূনতম বেতনের হার
১। ড্রাইভার :—		
ক) ভারী গাড়ী	মাসিক ১৩৯·৮৬টাকা তৎসহ দৈনিক খাদ্য ভাতা ৩·৫৩টাকা	মাসিক ১৬০·০০টাকা তৎসহ ট্রিপ এলাউন্স দৈনিক ৫টাকা হারে ন্যূনতম মাসিক ১০০·০০ টাকা
খ) মাঝারী গাড়ী	মাসিক ১০৮·৮৪টাকা তৎসহ খাদ্য ভাতা দৈনিক ৩·০০	মাসিক ১১৫·০০টাকা তৎসহ ট্রিপ এলাউন্স দৈনিক ৪ টাকা হারে ন্যূনতম মাসিক ৬০টাকা
গ) হাল্কা গাড়ী	মাসিক ১৪৩·৫০টাকা তৎসহ খাদ্য ভাতা দৈনিক ৩·২০টাকা	মাসিক ১০৫·০০টাকা তৎসহ ট্রিপ এলাউন্স দৈনিক ৪টাকা হারে ন্যূনতম মাসিক ৬০টাকা
২। হেড ক্লার্ক/ একাউন্টেন্ট	মাসিক ১০১·৪৩টাকা হারে	মাসিক ১১০·০০টাকা তৎসহ বিশেষ ভাতা মাসিক ৫৫·০০টাকা

৩। ইন্সপেক্টার/ টিকেট চেকার	মাসিক ১১০·০০টাকা হারে	মাসিক ১০০·০০ টাকা তৎ-সহ বিশেষ ভাতা মাসিক ৫০·০০টাকা
৪। বুকিং ক্লার্ক/ ক্লার্ক (অফিস)	মাসিক ১০১·৪৩টাকা হারে	মাসিক ৯৫·০০টাকা তৎসহ বিশেষ ভাতা মাসিক ৫০·০০ টাকা।
৫। মেইল রাণার	—	মাসিক ৮৫·০০টাকা তৎসহ ট্রিপ এলাউন্স দৈনিক ৩·৭৫ টাকা।
৬। টাইম-কীপার	মাসিক ৮৬·৪৬টাকা হারে	মাসিক ৭৫·০০টাকা তৎসহ বিশেষ ভাতা মাসিক ৪৫·০০ টাকা।
৭। বাস কণ্ডাক্টর	মাসিক ৮২·৭৮টাকা তৎসহ দৈনিক খাদ্য ভাতা ১·৬৫ টাকা	মাসিক ৬৫·০০ টাকা তৎসহ ট্রিপ এলাউন্স দৈনিক ৪·০০ টাকা হারে ন্যূনতম মাসিক ৮০·০০টাকা
৮। পিয়ন ও অন্যান্য ৪র্থ শ্রেণী কর্ম্মচারী	মাসিক ৪৫·৯৩টাকা তৎসহ দৈনিক খাদ্য ভাতা ৩·০০	মাসিক ৬০·০০টাকা, তৎসহ বিশেষ ভাতা মাসিক ৪৩·০০ টাকা
৯। এসিষ্টেন্ট (হ্যাণ্ডিম্যান)		
ক) ভাড়ী গাড়ী	মাসিক ৪৫·৯৩টাকা তৎসহ খাদ্য ভাতা দৈনিক ২·৬২ টাকা	মাসিক ৬০·০০টাকা তৎসহ ট্রিপ এলাউন্স দৈনিক ৪·০০ হারে ন্যূনতম মাসিক ৮০·০০টাকা।
খ) মাঝারী ও হাল্কাগাড়ী	মাসিক ৪৫·৯০ টাকা তৎসহ খাদ্য ভাতা দৈনিক ২·৬২ টাকা	মাসিক ৫০·০০টাকা তৎসহ ট্রিপ এলাউন্স দৈনিক ৩·৫০ টাকা হারে ন্যূনতম মাসিক ৫২·৫০টাকা।

Unstarred Question No. 506
By Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়া তহশীলাধীন তুইছিন্দ্রায় মৌজার তুইচাকমা এলাকায় একটী ভূমিহীন কলোনী করার জন্য ভূমিহীনদের জমি Allot করা হইয়াছে ?

২) সত্য হইলে কত পরিবারের নামে জমি Allot করা হইয়াছে এবং Allotted পরিবারদিগকে কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে কি না ?

৩) যদি দেওয়া হয় তবে কতজনকে দেওয়া হবে ? দেওয়া না হইলে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Unstarred Question No. 461.
By Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L..A.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার চা শ্রমিকরা কি সরকারের নিকট তাহাদের কোন দাবীর তালিকা পেশ করিয়াছেন ?

২) যদি করিয়া থাকেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৩) প্রত্যেকটি দাবী সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য ?

উত্তর

১) ত্রিপুরার সমস্ত চা বগানের ম্যানেজারগণের উপর ত্রিপুরা চা মজদুর ইউনিয়ন কর্তৃক জারীকৃত কতকগুলি দাবী সম্বলিত ধর্মঘটের নোটিশের এক প্রতিলিপি সরকার কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হয়।

(ক) চা শ্রমিকগণের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় বেতন বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী বেতন-হার কতকগুলি কর্মচারীর ক্ষেত্রে কার্য্যে পরিণত না করা।

(খ) রেশন সরবরাহ সম্পর্কে ৫।৩।৬৬ইং তারিখের ত্রিপক্ষীয় চুক্তির সর্ত প্রায় সকল চা বাগান কর্তৃক ভঙ্গ করা হইতেছে। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী চাউল এবং আটা সরবরাহ করা হইতেছে না, তৎপরিবর্ত্তে বাজার দরে আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হইতেছে না।

(গ) পাতি তোলার হার পুনঃ নির্দ্ধারণ না করা।

(ঘ) অধিকাংশ বাগানে বস্তী শ্রমিকগণকে বোনাস আইন অনুযায়ী বোনাস না দেওয়া।

(ঙ) অনেক বাগানে কোন কোন শ্রমিক কয়েক বৎসর কাজ করা সত্বেও স্থায়ী না করা।

(চ) এই বিষয়ে সৌহার্দপূর্ণ মীমাংসায় পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে ১৩।৯।৬৭ইং, ১৪।৯।৬৭ইং এবং ১৫।৯।৬৭ইং তারিখে যুক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয় এখনও মীমাংসার পর্য্যায়ে আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 467
by Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরার বাহির হইতে গত ৫ বছরে কত Poultry Bird আমদানী করা হইয়াছে,	১। (ক) মোট ২৪,২০০টি
তাহার বছরওয়ারী হিসাব,	(খ) ১৯৬২-৬৩ ইং সনে ২,০০০টি ১৯৬৩-৬৪ ,, ২,০০০টি ১৯৬৪-৬৫ ,, ৬,০০০টী ১৯৬৫-৬৬ ,, ১০,২০০টী ১৯৬৬-৬৭ ,, ৪,০০০টী
এবং কোন জায়গা হইতে আমদানী করা হইয়াছে তাহার বিবরণ,	(গ) উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর রিজিয়োনেল পোল্ট্রি ফার্ম্ম এবং দিল্লীর রাণীর সেবার ফার্ম্ম হইতে।
২। ঐ বাবদে সরকারের কত টাকা খরচ হইয়াছে,	২। (ক) মোট মং ৩১,৫০৩.৭৪ পয়সা।
আনার সময় কত Bird এর মৃত্যু হইয়াছে এবং	(খ) মোট ১৫৫টী।

তাহার জন্য সরকারের ক্ষতির পরিমাণ কত ; — (গ) মোট মং ২০১৲ টাকা।

৩। এখনও উহা আমদানীর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা ? — ৩। আমদানীর প্রয়োজন হইতে পারে।

Unstarred Question No. 468. By Shri Bidya Chandra Deb Barma

প্রশ্ন — **উত্তর**

১। গান্ধীগ্রাম ও তাহার সহিত যুক্ত অন্যান্য মহকুমার পোল্ট্রী-ফার্ম্মগুলিতে গত পাঁচ বছরে কত ডিম ও বাচ্চা বিক্রয় হইয়াছে।

১। ১লা এপ্রিল ১৯৬২ ইং সন হইতে ৩১শে মার্চ্চ ১৯৬৭ ইং সন পর্য্যন্ত গান্ধীগ্রাম ও তাহার সহিত যুক্ত অন্যান্য পোল্ট্রী-ফার্ম্মগুলিতে মোট ২,২৮,৩৫৯টী ডিম ও ১৯,৪০০টী বাচ্চা গত পাঁচ বছরে বিক্রয় হইয়াছে।

২। উহার মূল্য বাবদ কত টাকা সরকারের আয় হইয়াছে তাহার ফার্ম্ম ভিত্তিক ও বছর ওয়ারী হিসাব ?

২। (ক) গান্ধীগ্রাম :—

	৬২-৬৩	৬৩-৬৪	৬৪-৬৫	৬৫-৬৬	৬৬-৬৭
ডিম	১৫৪০.৯০	১৮২১.০০	৩৪০৪.৭২	৪৮৬২.৫৬	৫৬৫৫.৭০
বাচ্চা	১৭৭২.০০	৫১১০.০০	৬৫০৫১.০০	৩০৫৪৯.০০	২৯৯৮.০০

(খ) উদয়পুর :—

	৬২-৬৩	৬৩-৬৪	৬৪-৬৫	৬৫-৬৬	৬৬-৬৭
ডিম	৮২২.৬	১১০২.০০	৬৬৪.৯০	৫৪৫.২৯	৮৩৩.৮০
বাচ্চা	১৫৮৫.০০	০২.০০	৫৪১৭.০০	৪৭৫.০০	২৫০৫.০০

(গ) পানীসাগর :—

	৬২-৬৩	৬৩-৬৪	৬৪-৬৫	৬৫-৬৬	৬৬-৬৭
ডিম	—	৮৯.৫৪	৫৩৭.৫৯	৬৬২.৩৬	১০২৯.০৩
বাচ্চা	—		৩০.০০	১৯০.০০	২৫৩০.০০

(ঘ) গৌরনগর :—

	৬২-৬৩	৬৩-৬৪	৬৪-৬৫	৬৫-৬৬	৬৬-৬৭
ডিম	৬৫.০২	৪৪৮.৯৬	১৯২.৯২	২২০.৯১	২৭৬.০২
বাচ্চা	—	—	৩১০.০০	৬২.০০	৩১৩.০০

(ঙ) বিলোনীয়া :—

	৬২-৬৩	৬৩-৬৪	৬৪-৬৫	৬৫-৬৬	৬৬-৬৭
ডিম	—	—	—	৯০.৪০	২৩০.০৫
বাচ্চা	—	—	—	—	—

Unstarred Question No. 475. By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১। শ্রীশিলু আও এর ত্রিপুরা সফর বাবদ সরকারের কি কি বাবদে মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে ;

২। এই সফরের খরচ যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার সম্যক বহন করেন তাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বলা হইবে কি ?

উত্তর

১। শ্রীশিলু আও এর ত্রিপুরা সফর কালে দশদা ও কাঞ্চনপুরে কমিউনিটি লাঞ্চ এবং ডিনার বাবদ ৩৫০·০০ টাকা এবং তাহার খাওয়া ও থাকা বাবদে আরও ১৪৬·০০ টাকা, মোট ৪৯৬·০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

২। না।

Unstarred Question No. 469
By—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন	উত্তর					
১। গত ৫ বছরে কোন বছর গান্ধীগ্রাম ষ্টেট	১। ফার্মের নাম	বছর ভিত্তিক ও ফার্মওয়ারী লেইং বার্ডএর হিসাব				
		৬২-৬৩	৬৩-৬৪	৬৪-৬৫	৬৫-৬৬	৬৬-৬৭
পোলট্রী ফার্ম	(ক) গান্ধীগ্রাম	১৮১	২০০	৩০৬	৫৩০	৭০৬
এবং বিভিন্ন মহ-	(খ) উদয়পুর	—	১১৯	১০৪	৮১	১১৭
কুমার একস্টেনশান	(গ) পানীসাগর	—	১০	১৪৮	৪৮	৮০
সেন্টারে কত লেইং	(ঘ) গৌরনগর	৩৭	৬৬	৭৮	৭৩	৪৪
বার্ড রাখা হইয়াছে	(ঙ) বিলোনীয়া	-	—	—	২৬	২৩
তাহার হিসাব,						

২। ঐ সকল ফার্মে ঐ সকল বছর ঐ লেইং বার্ড দেখা শুনার জন্য কতজন কর্ম্মচারী ছিল,

২। ফার্মের নাম — বছর ভিত্তিক ও ফার্ম্মওয়ারী কর্ম্মচারীর সংখ্যা

	ফার্মের নাম	৬২-৬৩	৬৩-৬৪	৬৪-৬৫	৬৫-৬৬	৬৬-৬৭
(ক)	গান্ধীগ্রাম	১৭	১৭	১৭	২০	২১
(গ)	উদয়পুর	৮	৭	৭	৭	৭
(খ)	পানীসাগর	—	৩	৫	৬	৬
(ঘ)	গৌরনগর	—	৪	৪	৪	৪
(ঙ)	বিলোনীয়া	—	—	—	৪	৪

৩। ঐ সকল ফার্ম্মএর লেইং বার্ড পালনের জন্য কি কি খাদ্য কত পরিমাণ খরচ হইয়াছে তাহার ফার্ম্ম ভিত্তিক ও বছর ভিত্তিক হিসাব,

৩। (ক) গান্ধীগ্রাম ফার্ম্ম

	খাদ্যের নাম	খাদ্যের বছর ভিত্তিক পরিমাণ (কিঃ গ্রাঃ হিসাব)				
		৬২-৬৩	৬৩-৬৪	৬৪-৬৫	৬৫-৬৬	৬৬-৬৭
১।	ভাঙ্গা (বুট)	৮৩০	—	—	—	—
২।	ধান	৩৩২০	৩৬৫০	৬৩২০	৭৮৪০	১২৮৮০
৩।	তিল, সরিষার তৈলের খৈল	২০৭৫	২২৮১	৩৯৫০	৪৯০০	৮০৫০
৪।	ভাঙ্গা ধান	৮৩০	৯১৩	১৫৮০	১৯৬০	৩২২০
৫।	শুকনা মাছ	৪১৫	৪৫৬	৭৯০	৯৮০	১৬১০
৬।	লবণ	৪১	৪৫	৭৯	৯৮	১৬১
৭।	কুড়া	৮৩০	৯১৩	১৫৮১	১৯৬০	৩২২০
৮।	ভাঙ্গা গম	—	৯১৩	১৫৮৫	১৯৬০	৩২২০

(খ) উঁদয়পুর ফার্ম্ম

	খাদ্যের নাম	খাদ্যের বছর ভিত্তিক পরিমাণ (কিঃ গ্রাঃ হিসাবে)				
		৬২-৬৩	৬৩-৬৪	৬৪-৬৫	৬৫-৬৬	৬৬-৬৭
১।	ধান	—	২১৪৩	২২৩৩	১৪৬০	২১০০
২।	তিল, সরিষার তৈলের খৈল	—	১৩৩৭	১৩৯৩	১০০০	১৩২০
৩।	ভাঙ্গা ধান	২২৪	৫৩৫	৫৫৭	৩৬৫	৫২০
৪।	শুকনা মাছ	—	২৬৮	২৭৯	১৮২	২৬০
৫।	লবণ	—	২৭	২৮	১৮	২৫
৬।	কুড়া	—	৫৩৫	৫৫৭	৩৬৫	৫২০

৩। (গ) পানীসাগর :—

খাদ্যের নাম	খাদ্যের বছর ভিত্তিক পরিমাণ (কিঃ গ্রাঃ হিসাব)				
	৬২-৬৩	৬৩-৬৪	৬৪-৬৫	৬৫-৬৬	৬৬-৬৭

১। ধান	—	১১৩৮	১১২৮	২০০০	১৪২৩
২। তিল, সরিষার					
তৈলের খৈল	—	১১২৩	১১১০	১৩০০	৮৮৯
৩। ভাঙ্গা ধান	—	৪৪২	৪৩২	৫০০	৩৫৬
৪। শুকনা মাছ	—	৪২৬	২১৬	২৫০	১১৮
৫। লবণ	—	৩১	২১	২	১৮
৬। কুড়া	—	৪৪২	৪০২	৩০০	৩৬

৩। (ঘ) গৌরনগর :—

খাদ্যের নাম	খাদ্যের বছর ভিত্তিক পরিমাণ (কিঃ গ্রাঃ হিসাব)				
	৬২-৬৩	৬৩-৬৪	৬৪-৬৫	৬৫-৬৬	৬৬-৬৭
১। ধান	৬৬৬	২৩৭৭	৬০০	২৩৬	৪২৫
২। তিল, সরিষার					
তৈলের খৈল	৪১৬	১৪৮০	৩৮০	২৩৫	২৭৫
৩। ভাঙ্গা ধান	১৬৬	৫৯৪	১০০	৫৮	১১০
৪। শুকনা মাছ	৮০	২৯৭	৭৫	২৯	৯৫
৫। লবণ	৮	৩০	৭	৩	৫
৬। কুড়া	১৬৬	৫৯৪	১০০	৪৮	১১০

৩। (ঙ) বিলোনীয়া :—

খাদ্যের নাম	খাদ্যের বছর ভিত্তিক পরিমাণ (কিঃ গ্রাঃ হিসাবে)				
	৬২-৬৩	৬৩-৬৪	৬৪-৬৫	৬৫-৬৬	৬৬-৬৭
১। ধান	—	—	—	৩৬০	৪২৫
২। তিল, সরিষার					
তৈলের খৈল	—	—	—	২২৫	২৭৫
৩। ভাঙ্গা ধান	—	—	—	৯০	১১০
৪। শুকনা মাছ	—	—	—	৪৫	৫৫
৫। লবণ	—	—	—	৪	৪
৬। কুড়া	—	—	—	৯৫	১১০

৪। উহার জন্য সরকারের কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

৪। মোট মং ৬৮,২৩৮.২৪ পয়সা সরকারের খরচ হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 456. by Shri Bidhya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১) কোন কোন মহকুমা হাসপাতালে এক্সরে যন্ত্র আছে, এবং তাহার মধ্যে কোন কোন যন্ত্র চালু আছে।

২) যে সকল যন্ত্র চালু নাই, তাহা চালু না থাকার কারণ;

৩) কবে পর্য্যন্ত উহা চালু হইতে পারে?

উত্তর

১) (i) কৈলাসহর, ধর্ম্মনগর, খোয়াই, কমলপুর, মেলাঘর ও উদয়পুরে এক্সে যন্ত্রের ব্যবস্থা আছে।

(ii) কৈলাসহর, ধর্ম্মনগর ও উদয়পুরে এক্সরে যন্ত্র চালু অবস্থায় আছে।

২) যোগ্য রেডিওগ্রাফার না পাওয়া যাওয়ায় মফঃস্বলে এক্সরে যন্ত্র চালু করা সম্ভব হয় নাই।

৩) উপযুক্ত লোক পাওয়া গেলেই চালু করার ব্যবস্থা হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 453. by Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার নার্সদের বেতন ও বিভিন্ন ধরণের ভাতা কি পশ্চিমবঙ্গের নার্সদের সমান?

২) যদি সমান না হয়, তাহার পার্থক্য কোন কোন বিষয়ে,

৩) এই দুই হার সমান করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন?

উত্তর

১) ত্রিপুরার নার্সদের বেতন পশ্চিম বাংলার নার্সদের সমান। ভাতা সমান নহে।

২) মেসিং ও ওয়াসিং ভাতার বিষয়ে।

৩) পশ্চিমবংগে নার্সদের প্রাপ্য ভাতা এখানে নার্সদের দেওয়ার বিষয়ে দিল্লী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য পাঠান হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 466. by Shri Bidya Chandra Deb Barma

প্রশ্ন	উত্তর
১) আগরতলায় পশু হাসপাতাল খোলায় বিলম্ব হওয়ার কারণ,	১) নির্ম্মাণ কার্য্য অসম্পূর্ণ বিধায়।

২) ঐ হাসপাতালে কি কোন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী রাখা হইয়াছে, রাখা হইয়া থাকিলে তাহার নাম,	২) কোন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী রাখা হয় নাই।
৩) ঐ কর্মচারী কি হাসপাতাল সংলগ্ন জমি চাষ করেন, যদি করিয়া থাকেন তবে উহা হইতে সরকারের বছরে কত টাকা আয় হয় ?	৩) অপ্রাসঙ্গিক।

UNSTARRED QUESTION NO. 457. by Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১) আগরতলা ভি. এম হাসপাতালের সহিত যুক্ত একটি ইমারজেন্সী ওয়ার্ড খোলার জন্য সরকারের কি কোন পরিকল্পনা ছিল ? যদি থাকে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;

২) ঐ ওয়ার্ড খোলা হইতেছে না কেন ?

৩) কবে পর্য্যন্ত খোলা হইতে পারে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ,
জি. বি ও ভি, এম হাসপাতালের দুইটি ইমারজেন্সী কেন্দ্রের পরিবর্ত্তে ভি, এম, হাসপাতাল বিশেষভাবে ভাল একটি কেন্দ্র।

২) ঐ ওয়ার্ড খোলার পরিকল্পনা আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে।

৩) ইহা বিবেচনাধীন।

UNSTARRED QUESTION No. 533. by Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের কোন কোন দপ্তরে কোন কোন পদে তপশীলী জাতির কর্মী নিযুক্ত আছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২। তপশীলী জাতির জন্য চাকুরীর ক্ষেত্রে যে সংরক্ষিত কোটা নির্দ্ধারিত আছে এই চাকুরীর ফলে সেই কোটা কতটুকু পূরণ হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে তাহার কারণ কি ?

৩। পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারী পদের জন্য গত ৫ বছরে কতজন তপশীলী জাতির প্রার্থী আবেদন করিয়াছে এবং তন্মধ্যে কতজন নিযুক্ত হইয়াছে তাহার হিসাব ;

৪। ত্রিপুরা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের জানামত ত্রিপুরায় তপশীলী জাতির কতজন Non-Matric ও কতজন Matric ও তদুর্দ্ধে বেকার আছেন তাহাদেরকে অবিলম্বে চাকুরী দিবার কি ব্যবস্থা করা হইতেছে ?

উত্তর

১। সংগ্রহ করা হইতেছে।
২।
৩।
৪।

Unstarred Question No. 460. by Shri Bidhya Chandra Deb Barma

প্রশ্ন

১। কোন চা বাগান তাহার শ্রমিকদের এপর্য্যন্ত কতটাকা বোনাস দিয়াছে এবং কোন চা বাগানে কত টাকা বোনাস শ্রমিকদের পাওয়া আছে তাহার বিবরণ ;

২। পাওনা বোনাস যাহাতে শ্রমিকরা তাড়াতাড়ি পান তাহার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

উত্তর

১। এতদসঙ্গীয় ১নং ষ্টেটমেন্ট দ্রষ্টব্য।

২। সংশ্লিষ্ট চা বাগান কর্তৃপক্ষকে তাহাদের শ্রমিকগণকে নিয়মিতভাবে বোনাস প্রদানের জন্য প্ররোচিত করা হইতেছে। ইহাতে ফল না হইলে, ১৯৬৫ইং সনের পেমেন্ট অব বোনাস এ্যাক্ট অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

STATEMENT—I

Sl. No.	Name of Tea Estate	Amount of Bonus Paid to workers	Balance amount of bonus paid to workers
1.	Harishnagar	4,858·00	5,100·00
2.	Malabati	640·00	—
3.	Mekhlipara	16,563·00	7,381·00
4.	Adarini	4,831·00	1,284·35
5.	Harendranagar	5,443·00	583.18
6.	Durgabari	1,205·00	3,150·09
7.	Benodini	4,998·70	347·93
8.	Luxmilonga	8,045·10	7,623·92
9.	Tufanialonga	3,500·06	2,830·28
10.	Fatikcherra	8,474·37	3,383·53
11.	Gopalnagar	2,968·63	—
12.	Kalacherra	4,176·00	6,890·86
13.	Mantala	21,953·31	—

14.	Meghlibundh	15,570·62	10,588·60
15.	Ramdurlabhpur	28,424·19	—
16.	Mahabir	12,637·65	19,978·45
17.	Garadtilla	78·00	—
18.	Darangtilla	50·00	—
19.	Khowai	14,295·79	—
20.	Kalyanpur	1,370·00	—
21.	Hiracherra	12,866·93	12,621·85
22.	Sonamukhi	4,532·49	1,541·00
23.	Nottingcherra	2,615·00	430·00
24.	Golokpur	21,123·72	—
25.	Halaicherra	30,282·27	917·30
26.	Sarojini	1,483·75	935·83
27.	Kalishasan	6,193·17	2,250·00
28.	Manuvalley	26,711·10	17,271·82
29.	Marticherra	14,825·35	—
30.	Huplongcherra	19,821·20	—
31.	Dharmanagar	9,730·51	8,898·02
32.	Sarala	4,807·38	751·57
33.	Pearacherra	21,232·11	—

UNSTARRED QUESTION NO. 620.
By Shri Bajuban Riyan.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে মোট কর্মচারী সংখ্যা কত ?

২। কর্মচারীদের মধ্যে তপশীল জাতি ও তপশীল উপজাতির সংখ্যা কত ?

৩। তপশীল জাতি ও তপশীল উপজাতির মধ্যে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

৪। দপ্তর অনুসারে উভয়ের শতকরা হার কত ?

উত্তর

১।

২।

সংগ্রহ করা হইতেছে।

৩।

৪।

UNSTARRED QUESTION NO. 357.
By Shri Kshitish Ch. Das.

প্রশ্ন

ক) আগরতলা পৌর এলাকার বাহিরে সদরে কোন Food Inspector (Health) নিয়োজিত আছেন কি ?

খ) থাকিলে ১৯৬৫—৬৬ সনে ও ১৯৬৬—১৯৬৭ সনে কতগুলি Sample নেওয়া হইয়াছে।

গ) এই সব Sample এর মধ্যে কতটা কি প্রকারের Sample এবং কতটা adulterated হয়েছে ও কতটা হয় নাই। Adulterated case এর মধ্যে কতটা case court এর মধ্যে পাঠান হইয়াছে ও কতটা case এ শাস্তি হয়েছে ;

ঘ) পৌর এলাকার বাহিরে সদরের লোক সংখ্যা জনস্বাস্থ্য বিভাগের মতে কত ? বাজারের সংখ্যাই বা কত ? সেইসব বাজারের দোকানের সংখ্যা কত ? জনস্বাস্থ্য বিভাগের food licensee সদরে কতজন আছেন ?

ঙ) শহর এলাকার বাহিরে food license গুলোর আয়ুস্কাল expired করলো কতটা ? আর expire করে নাই কতটার ?

উত্তর

ক) হ্যাঁ, আছে।

খ) মোট ৩১টি নেওয়া হইয়াছিল।

গ) ১) সরিষার তৈল ৭টী তন্মধ্যে ভেজাল ২টী। (২) ৪৪২ কেজি ৩৬০ গ্রাঃ খেসারীর ডাল ২৪ জন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে সমস্ত ডাল পুনরায় ব্যবসায়ীদের ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে ভবিষ্যতের জন্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (৩) একটি মোকদ্দমা আদালতে দায়ের করা হইয়াছে এবং অপর ভেজাল দ্রব্যটির জন্য মোকদ্দমা শীঘ্রই দায়ের করা হইবে। এখনও মামলা নিষ্পত্তি হয় নাই।

ঘ) গত ১৯৬১ ইং সনের আদমসুমারী অনুসারে আগরতলা শহর ভিন্ন সদর মহকুমার মোট লোক সংখ্যা ৩,১১,১৯৮ জন। উক্ত এলাকায় মোট বাজারের সংখ্যা ৪৪টি। উক্ত বাজার সমূহে মোট দোকানের সংখ্যা ৪৮'৭টি। লাইসেন্স প্রাপ্ত মোট ব্যবসায়ীর সংখ্যা ৪৮৭ জন।

ঙ) মোট ১৮১ জনের লাইসেন্স মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং ৩০৫ জনের লাইসেন্সের মেয়াদ বহাল আছে। উত্তীর্ণ লাইসেন্স সমূহের বকেয়া ফিস্ আদায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।